পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 59 Wednesday, 29 January, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৫৯ সংখ্যা ❋ ১৫ মাঘ ১৪৩১, বুধবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

নিজের টাকায় পার্থ বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পারবেন, অনুমতি দিল আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ নিজের খরচে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন পার্থ। এক্ষেত্রে ঝুঁকিও নিতে হবে খোদ প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রীকে, এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারক। পার্থ চট্টোপাধ্যায় সরকারি হাসপাতালের প্রতি তাঁর অনাস্থার কথা জানিয়ে বলেছিলেন এসএসকেএম-এ থেকে আমি সুস্থ হচ্ছি না। তাই সুস্থ হতে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে চান তিনি। পার্থর আইনজীবী বিশেষ সিবিআই আদালতে আবেদন জানিয়ে আর্জি করেছিলেন, প্রাক্তন মন্ত্রী চাইছেন যে হাসপাতালে যথাযথ চিকিৎসা হবে সেখানেই যেন তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। এসএসকেএম কর্তৃপক্ষের কাছে এর পরপরই প্রাক্তন মন্ত্রীর মেডিক্যাল রিপোর্ট তলব করেছিল ব্যাঙ্কশাল আদালত। সেই রিপোর্ট দেখেই বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন, এসএসকেএম থেকে তিনি অন্য যে কোনও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন। তবে যাবতীয় খরচ এবং ঝুঁকি বহন করতে হবে পার্থকেই। গত সোমবার থেকে এসএসকেএমে ভর্তি রয়েছেন পার্থ। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছিল। জানা যাচ্ছে, এখনও সেখানেই রাখা হয়েছে তাঁকে। কারণ, শারীরিক অবস্থান আরও অবনতি হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কিডনি ও ফুসফুসের সমস্যা ছিলই। বাড়তি বিড়ম্বনা হিসেবে ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম, সোডিয়ামের মাত্রাতে গোলমাল দেখা দেয়। পরিস্থিতির জন্য অবশ্য পার্থর খাদ্যাভ্যাসকেই দায়ী করেছেন চিকিৎসকদের একাংশ। চিকিৎসকদের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত জেল

কর্তৃপক্ষও। তাঁদের মতে, এই বয়সেও খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে পার্থর সংযমের অভাব রয়েছে, যা নানাবিধ শারীরিক অসুস্থতার একটা বড় কারণ। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত পার্থ গত আড়াই বছর ধরে জেলে। ২০২২ সালের ২২ জুলাই তাঁকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। ইডির পাশাপাশি পরে সিবিআইয়ের হাতেও গ্রেফতার হন পার্থ। জেলের ভিতর একাধিক বার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গ্রেফতারির পর ভুবনেশ্বর এমসে নিয়ে গিয়েও তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায় ইডি। একাধিক বার তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে জামিনের আবেদনও করেছেন আদালতে। প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আগেই পার্থকে জামিন দিয়েছিল। গত ১৩ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট জানায়, শর্তসাপেক্ষে ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জামিন পাবেন পার্থ। চার্জ গঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ান সংগ্রহ করা হয়ে গেলে তার আগেও জামিন পেতে পারেন তিনি। শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশই সোমবার কার্যকর করে বিচারভবন। কিন্তু সিবিআইয়ের মামলায় এখনও পার্থের জামিন হয়নি। ফলে এখনই তাঁর জেলমুক্তির সম্ভাবনা নেই।

কোন কড়া পদক্ষেপ নয়, স্যালাইনকাণ্ডে চিকিৎসককে রক্ষাকবচ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের সাসপেন্ড হওয়ার চিকিৎসক পল্লবী বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। নির্দেশ দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তবে ওই চিকিৎসককে তদন্তে সহযোগিতাও করতে হবে। সে কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, স্যালাইনকাণ্ডে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করা হয়। এই ১২ জনের তালিকাতেই ছিলেন পল্লবী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন উঠেছিল অ্যানাস্থেসিয়া নিয়ে। যদিও তাঁর দাবি, কোনও গোলযোগই হয়নি। অ্যানাস্থেসিয়ার কারণে রোগীর মৃত্যু হয়নি। কোনও কারণ ছাড়াই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পুলিশের তরফে এফআইআর দায়ের হতেই তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেই মামলাতেই এদিন এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। যদিও ইতিমধ্যেই স্যালাইনকাণ্ডে প্রধান বিচারপতির এজলাসে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা। তা নিয়েও চাপানউতোর জারি আছে। প্রসঙ্গত, এদিনই আবার পনেরো দিনের লড়াই শেষে বাড়ি ফিরছেন মেদিনীপুর স্যালাইন কাণ্ডে এসএসকেএমে চিকিৎসাধীন প্রসূতি মিনারা বিবি। গত ১২ জানুয়ারি গ্রিন করিডর করে তাঁদের এখানে আনা হয়েছিল। চলছিল মরণ-বাঁচন লড়াই। মিনারা ছাড়াও আরেক প্রসূতি মাম্পি সিংহকে ভেন্টিলেটর থেকে বের করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

দুর্নীতি মামলার তদন্ত প্রায় শেষ! বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হবে, বলল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় সিবিআই তদন্ত শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। স্পষ্ট বলা হয়েছে, দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আক্তার আলির দায়ের করা আর্থিক দুর্নীতির মামলায় প্রথম থেকেই তদন্ত করছে সিবিআই। ইডিও আলাদা করে তদন্ত শুরু করে। সম্প্রতি ইসিআইআর দায়ের করে তদন্ত চালাচ্ছে তাঁরা। তবে ইডির তদন্তে অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, ''ইডি যথাসময়ে মামলার চার্জশিট দিতে পারে না। এই মুহূর্তে আদালতের এই মামলায় আর কিছু করার নেই।'' তবে নিম্ন আদালতকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। নিম্ন আদালতে পরবর্তী শুনানির আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রায়াল শুরু করে যত দ্রুত সম্ভব বিচার শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, গত বছর ২৩ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি করের দুর্নীতি মামলার তদন্তভার হাতে নেয় সিবিআই। পরে সুপ্রিম কোর্ট তাতে শীলমোহর দেয়। এরপর গত ২৯ নভেম্বর চার্জশিটও জমা দিয়েছে সিবিআই। কিন্তু ইডি এখনও চার্জশিট দাখিল করতে না পারায় উষ্মা প্রকাশ করেছে আদালত। ইডি অবশ্য জানিয়েছে, ইতিমধ্যে ২২ জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। এদিকে অভিযুক্ত সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে ট্রায়াল শুরুর জন্য সোমবারই কনসেন্ট পেয়েছে সিবিআই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হতে বাধা নেই। আরজি কর হাসপাতালের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পরেই আর্থিক দুর্নীতির বিষয়টি সামনে আসে। মূল অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার হন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং পরে টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। এই দুজন মূল মামলাতেও গ্রেফতার হন। তবে সেই মামলায় তাঁরা জামিন পেলেও দুর্নীতির মামলায় জামিন পাননি সন্দীপরা।

'যা বলেছি ঠিক বলেছি', বিতর্কের মধ্যে গর্জে উঠলেন কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ 'যা বলেছি ঠিক বলেছি।' বিতর্কের মধ্যেই ফের গর্জে উঠলেন কুণাল ঘোষ। কয়েকদিন আগেই তিলোত্তমার মা-বাবাকে চক্রান্তকারীদের মুখপাত্র বলে তোপ দেগেছিলেন। মেয়ের মৃত্যুর পরেও চোখে জল কোথায়? সেই প্রশ্নও তুলেছিলেন। যা নিয়ে চাপানউতোর চলছিলই। এরইমধ্যেই এদিন সোশ্যাল মাধ্যমে বিস্ফোরক পোস্ট করতে দেখা যায় প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তাপস পালের স্ত্রী নন্দিনী পাল মুখোপাধ্যায়। কেন কুণাল ঘোষ এত অসংবেদনশীল, রূঢ় সেই প্রশ্নও তোলেন। যদিও এখন কুণালের পাল্টা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। সূত্রের খবর, মগরাহাটে একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি। খোঁচা দিচ্ছে পদ্ম শিবির। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, ''পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই। আইনের শাসন থাকলে অন্তত কথা বলার স্বাধীনতাটুকু থাকতো। মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন মানে রাজ্যের দশ কোটি মানুষকে সেই স্বরেই কথা বলতে হবে। আর কোনও ভিন্ন স্বর থাকা যাবে না। তিলোত্তমার মা-বাবার বক্তব্যকে কাটার জন্য তৃণমূল নেতারা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন তাতে তো মনে হচ্ছে ডান মে কুছ কালা হ্যায়।'' যদিও ফিরহাদ, কুণালের পর তিলোত্তমার মা-বাবার পিছনে সিপিএমকে দেখছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, আন্দোলনকারী ডাক্তারদেরও ব্যবহার করেছে সিপিএম। এখন রাজনৈতিক স্বার্থে তিলোত্তমার মা-বাবাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁর এ মন্তব্য নিয়েও চলছে চাপানউতোর।

বিশ বাঁও জলে তাজপুর বন্দর! 'ক্ষত' সঙ্গী করেই নতুন বাণিজ্য সম্মেলনের দিনক্ষণ ঘোষণা রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ এখনও ঝুলে তাজপুর। তার মধ্যেই আগামী মাসে নিউটাউনে আসর বসবে শিল্প সম্মেলনের। ফেব্রুয়ারির ৫ ও ৬ তারিখ চলবে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন। সেখানে যোগ দিতে চলেছে ২০টি দেশ। সেই বৈঠক থেকেই রাজ্যে এআই হাব তৈরির ঘোষণা করতে পারে আইটিসি ইনফোটেক। এছাড়াও, সেমিকন্ডাক্টর, বস্ত্র ও চর্ম শিল্পেও বিশেষ নজর দিতে চলেছে রাজ্য। কিন্তু বিনিয়োগের পরিমাণ ঠিক কতটা হবে সেই নিয়ে এখনও কাটেনি ধোঁয়াশা। এদিন নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি চূড়ান্ত তালিকা তৈরির কাজে লেগে পড়েছে আধিকারিকরা। কোন কোন সেক্টরে বিনিয়োগে বাড়তি জোর দেবে রাজ্য, সেই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখেই তৈরি করা হচ্ছে এই তালিকাটি। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, আসন্ন বিজিবিএস-এর মাধ্যমে মূলত সেমিকন্ডাক্টর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেক্টরেই জোর দিতে চায় রাজ্য সরকার। গত বছরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরে গিয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে আলোচনার পর কলকাতায় সেমিকন্ডাক্টর হাবের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চলতি শিল্প সম্মেলনে সেই হাব তৈরিতেই বাড়তি গুরুত্ব দিতে চায় রাজ্য। সময় বদলায়, বদলায় তারিখ, বছর কাটে কিন্তু কাটে না তাজপুর বন্দরের জট। প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা শুরুর পর কেটে গিয়েছে একটা দশকের উপর। ২০২২ সালে গ্লোবাল টেন্ডারের ঘোষণা পর রাজ্য সরকারকে বন্দরে কাজ করার ইচ্ছাপত্র বা লেটার অব ইনটেন্ট জমা দিয়েছিল আদানি গোষ্ঠী। কিন্তু এতটা সময় কাটিয়েও যেন এখনও বিশ বাঁও জলে সেই সমুদ্র বন্দর প্রকল্প। নেপথ্যে কোন কারণ? স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি জটেই রুখে গিয়েছে তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্পের কাজ। ইচ্ছাপত্র দেওয়ার পর তাজপুরের সাইট অফিসে একাধিকবার পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিলেন আদানি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা। কিন্তু এত পরীক্ষা নিরিক্ষার পরে আপাতত সেই সাইট অফিসেই ঝুলছে তালা।

উত্তরপ্রদেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভাঙল ৬৫ ফুট উঁচু মঞ্চ! মৃত পাঁচ, জখম প্রায় ৮০

লখনউ, ২৮ জানুয়ারিঃ মঙ্গলবার সকালে উত্তরপ্রদেশের বাঘপটে জৈন নির্বাণ উৎসবের মঞ্চ ভেঙে দুর্ঘটনা। মৃত্যু হল পাঁচ জনের। আহত অন্তত ৮০ জন। আহতদের মধ্যে রয়েছে নারী ও শিশুরাও। মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, ৬৫ ফুট উঁচু কাঠের মঞ্চ ভেঙে পড়ে ভক্তদের উপর। জৈন নির্বাণ উসব উপলক্ষে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে একটি অস্থায়ী মঞ্চটি তৈরি করা হয়েছিল। ওই মঞ্চে লাড্ডু বিতরণ চলার সময়ই আচমকা ভেঙে পড়ে সেটি। ওই সময়ে শতাধিক ভক্ত প্রভু আদিনাথের উদ্দেশ্যে লাড্ডু নিবেদন করতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং মঞ্চে জৈন সন্ন্যাসীরা উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চটির কাঠামো ভীড়ের ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ে। বহু মানুষ মঞ্চের নীচে আটকা পড়েন। বাঘপটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অস্মিতা লাল

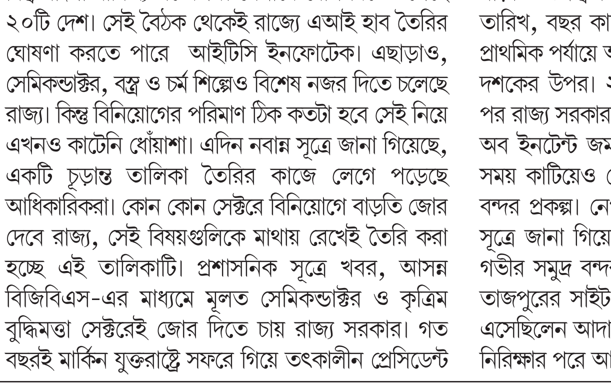

জানিয়েছেন, এই উৎসব গত প্রায় ৩০ বছর ধরে আয়োজন করা হচ্ছে। এবার বিপত্তি ঘটল। এখন পর্যন্ত ৪০ জনের মতো আহত হয়েছেন, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিসা চলছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ২০ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরপরই পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বিপর্যয় মোকাবিলায় বিশাল পুলিশ বাহিনী পাঠানো হয় এবং আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে স্থানীয় এলাকায়। পুলিশ ও প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ধরনের দুর্ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এদিন বিশাল উঁচু সেই মঞ্চ ভক্তদের উপর ভেঙে পড়তেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কাঠের তৈরি ওই মঞ্চটির উপর ৪-৫ ফুট উঁচু বিগ্রহ রাখা হয়েছিল। কাঠ এবং বাঁশের তৈরি সেই মঞ্চের উপর সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছিলেন ভক্তেরা। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, অতিরিক্ত ভার সহ্য করতে না পেরেই মঞ্চটি ভেঙে পড়েছে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, প্রতি বছর এখানে জৈনদের 'আদিনাথ নির্বাণ লাড্ডু' অনুষ্ঠান পালিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা যোগ দিতে আসেন। মঙ্গলবারও প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়েছিল। সেই সময়েই ঘটে বিপত্তি।

বইমেলার উদ্বোধনে নেতাজি স্মরণ মুখ্যমন্ত্রীর

এবারের বইমেলায় আরও বেশি বই বিক্রি হবে মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বইমেলার উদ্বোধনে কখনও অতীতে ফিরে গেলেন। কখনও আবেগঘন হলেন মুখ্যমন্ত্রী। সবাইকে বই পড়ার আহ্বান জানালেন। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আশাবাদী, এবার বইমেলায় গতবারের চেয়ে অনেকটাই বেশি বই বিক্রি হবে। বইমেলার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''গত বছর ৩০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। ২৭ লক্ষ মানুষ বইমেলায় এসেছিলেন। এবার আশা করি, তার চেয়ে বেশি বই বিক্রি হবে। আরও বেশি মানুষ আসবেন। কারণ, মানুষ বইমেলাকে ভালবাসেন।'' তিনি আরও বলেন, ''আমাদের দেশে কলকাতা বইমেলা অন্যতম সেরা। এই বইমেলাকে সেরার সের হিসেবে দেখতে চাই।'' গত কয়েক বছর ধরে সল্টলেকের সেন্ট্রল পার্কে আন্তর্জাতিক এই বইমেলা হচ্ছে। তার আগে বিভিন্ন জায়গায় তা আয়োজন করা হত। সেকথা উল্লেখ করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আগে অস্থায়ী বইমেলা ছিল। প্রতি বছর কোথায় বইমেলা হবে, তা নিয়ে একটা চিন্তা থাকত। এখন স্থায়ী বইমেলা প্রাঙ্গণ রয়েছে।'' এবছর বইমেলার থিম কান্ট্রি জার্মানি। সেই

দেশের প্রতিনিধিরা এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রসঙ্গ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''আমাদের মহান নায়ক নেতাজির সঙ্গে জার্মানির গাঢ় সম্পর্ক রয়েছে। নেতাজির কন্যা জার্মানির নাগরিক। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'' একইসঙ্গে জার্মানির ফুটবল খেলার কথা উঠে এল মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে। জার্মান প্রতিনিধিদের উদ্দেশে মমতা বলেন, ''আমাদের এই মহান দেশে নানা সম্প্রদায়, নানা ভাষা। আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করি।'' আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকায় ফুটবল প্রসঙ্গও উঠে আসে। মমতা বলেন, তিনি যখন শহরের বিভিন্ন রাস্তার রং নীল-সাদা করছিলেন তখন অনেকেই ভেবেছিলেন তিনি আর্জেন্টিনাকে অনুসরণ করছেন। কিন্তু মমতা বলেন, ''সব রং সবার জন্য। এতে কোনও ভেদাভেদ নেই। তবে সব রং সবার পছন্দ নাই হতে পারে এই যা। এছাড়া আর কোনও ভেদ থাকতে পারে না।'' জার্মানি এবং আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিদের মমতা এও মনে করিয়ে দেন, বাংলা কতটা ফুটবল পাগল। এদিন ৪৮-তম কলকাতা বইমেলা উদ্বোধন করে মমতা বলেন, ডিজিটালের বাড়বাড়ন্তের মধ্যেও মানুষ বই পড়ছেন। বই আমাদের প্রেরণা, দিশা। তাঁর কথায়, বই ঘর সাজানোর জিনিস নয়, হৃদয় সাজানোর জিনিস। তিনি চান, আরও বেশি করে মানুষ বই পড়ুক, কলকাতা বইমেলা আরও বড় হোক। মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, কলকাতা বইমেলা আমাদের সকলের গর্ব। দেশের সেরা। বিশ্বের নিরিখেও এটি আরও বড় হোক, এমনই চান তিনি। প্রসঙ্গত, কলকাতা বইমেলা চলবে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কের বইমেলা প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে এই মেলা। **ছবি-সৌরভ দত্ত**

সিপিএম নিজের স্বার্থে তিলোত্তমার মা-বাবাকে ব্যবহার করছে শোভনদেব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ 'এক্তিয়ার' বুঝিয়েছেন ফিরহাদ, কড়া আক্রমণ করেছেন কুণাল ঘোষ। এবার শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নিশানায় তিলোত্তমার মা-বাবা। তাঁর সাফ দাবি, ওনারা সিপিএমের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। কুণাল-ফিরহাদের আক্রমণের পর এবার ময়দানে শোভন দেব। তা নিয়েই তৈরি হয়েছে নতুন তরজা। শোভনদেবের কথায়, ''প্রথম থেকেই নানা সময়ে নানারকম বক্তব্য রাখছেন। তাঁরা নিজেদের মত দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। কিছু লোক মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে নিজেদের স্বরূপটা প্রকাশ করে ফেলেছেন। ডাক্তারদের আন্দোলনে ডাক্তারদের কোনও নৈতিকতাই ছিল না। কারণ, সরকারের মাইনে নিয়েছে আর প্রাইভেট প্রাকটিস করেছে। তাঁদের যাঁরা পরিচালনা করছিল সিপিএম। তাঁদের স্বরূপটা প্রকাশ পেয়ে গেল।'' এরপরই তাঁর সংযোজন, ''আমার ধারনা এখন পর্যন্ত মা-বাবা সিপিএমের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। সিপিএম তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য মা-বাবাকে ব্যবহার করছে।''

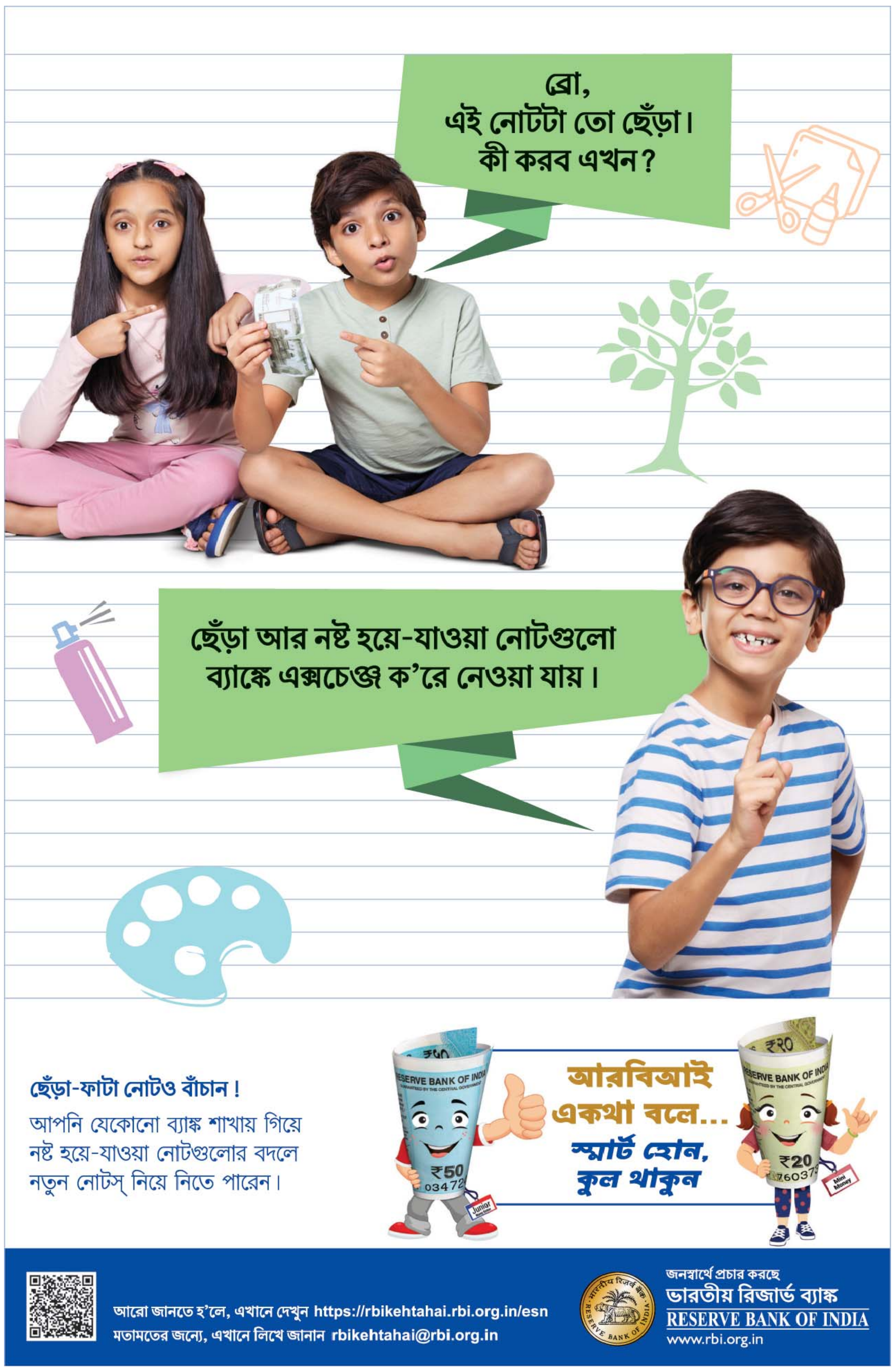

এএপি-কে সমর্থনে সিদ্ধান্ত, দিল্লিতে কেজরিওয়ালের দলের হয়ে প্রচার করবে তৃণমূল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টিকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এএপি-র সমর্থনে দিল্লিতে প্রচারও করবে তৃণমূল কংগ্রেস। সমাজবাদী পার্টির পর এবার তৃণমূল কংগ্রেসও কেজরিওয়ালের দলের সমর্থনে এগিয়ে এল।তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রের খবর, দলীয় সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা এএপি-র সমর্থনে প্রচার করবেন। আগামী ৩১ জানুয়ারি দিল্লির পূর্বাঞ্চল অধ্যুষিত এলাকায় ভোট প্রচার করবেন শত্রুঘ্ন সিনহা।

এদের দৌড় তো নিজের দেশের অসহায় হিন্দুদের নির্যাতন পর্যন্ত , কটাক্ষ তথাগতের

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু অঞ্চলে হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে বলে ক্রমাগত অভিযোগ উঠছে। বিতর্ক হচ্ছে এ সব নিয়ে। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা ‘ বাংলা ওপার বাংলা’ বলে উচ্ছ্বাস করতেন তাঁরা আমার টাইমলাইনে বাংলাদেশী মুসলমানদের মন্তব্যগুলি দেখলে চিনে রাখবেন।একদিকে হাবা ইউনুসের প্রশ্রয়, অন্যদিকে নৈরাশ্য, মূল্যবৃদ্ধি, আর মার্কিন সাহায্য বন্ধের কোপে পড়ে এই ইতর শ্রেণীর পাতি লেড়েগুলোর দাঁত-নখ বেরিয়ে আসছে। এদের দৌড় তো নিজের দেশের অসহায় হিন্দুদের নির্যাতন পর্যন্ত হবেই !

আজ রোমারিও ডি ফারিয়া সুজার জন্মদিন

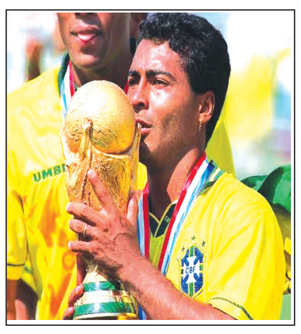

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ রোমারিও ডি ফারিয়া সুজা। (জন্ম ২৯ জানুয়ারি,১৯৬৬)। বিশ্ব ফুটবল মঞ্চে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য ব্রাজিল ১৯৯৪ সালে চতুর্থবারের মত বিশ্বকাপ জিতেছিল। ব্রাজিল জাতীয় দল ছাড়াও ক্লাব ফুটবলে রোমারিও সর্বকালের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গোলদাতাদের একজন। পেশাদারি জীবনে তিনি ১০০০-এর বেশি গোল করেছেন, এ দাবি তাঁর নিজের। তবে অনেকে এই সংখ্যাটি ৯০০-এর অধিক বলে মনে করেন।ক্লাব কেরিয়ারে ১৯৮৫ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত খেলেছেন ক্লাব ভাস্কো দাগামা,পিএসভি এইন্দহোভেন,বার্সেলোনা,ফ্ল্যামেঙ্গো, মতো ক্লাবে খেলেছেন।ব্রাজিল অলিম্পিক ফুটবল দলের সদস্য হিসেবে সিউলের ১৯৮৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ৭ গোল করে রৌপ্য পদক জয়ে সহায়তা করেন। ১৯৯০ এবং ১৯৯৪ এর বিশ্বকাপে তিনি ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। জাতীয় দলের হয়ে ৮৫ টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিনি ৭১টি গোল করেন। গোলসংখ্যার হিসেবে পেলের পরেই তার অবস্থান।১৯৯৪ সালে ফিফা তাঁকে ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত করে। সেই বছরেই তিনি গোল্ডেন বল বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন। এছাড়াও ফিফার শততম বর্ষপূর্তিতে ঘোষিত সেরা ১২৫ বেঁচে থাকা ফুটবলার-এর তালিকায় তাঁর নাম ছিল।২০০৫ সালের ২৮ এপ্রিল গুয়েতামালা দলের বিরুদ্ধে এক প্রদর্শনী ম্যাচে সবশেষ বারের মত ব্রাজিলের হলুদ-নীল জার্সি পরেন রোমারিও।

‘বেটি বাচাও বেটি পড়াও’ কর্মসূচির এক দশককালঃমহিলা-পরিচালিত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে বিকশিত ভারত-এর স্বপ্ন সফল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা এখন উজ্জ্বল

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৮ জানুয়ারিঃ আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গঠনের লক্ষ্যে আমরা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই এগিয়ে চলেছি। ‘ বেটি বাচাও বেটি পড়াও’ কর্মসূচিটি উন্নয়নের পথে যাত্রার এক দলিলবিশেষ। কারণ, নারী উন্নয়নের চিন্তাভাবনা থেকে আমাদের উত্তরোত্তর উত্তরণ ঘটছে নারী-পরিচালিত উন্নয়নের পথে। স্বামী বিবেকানন্দ একদা বলেছিলেন যে নারী সমাজের উন্নতি ছাড়া বিশ্বকল্যাণ প্রায় অসম্ভব। কারণ, একটিমাত্র ডানার ওপর নির্ভর করে কোনো পাখিই আর ওপরের দিকে উড়তে পারে না। স্বামীজির এই দর্শন ও চিন্তাভাবনা কাল ও সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে চিরন্তন বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্বামীজির এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ‘ বেটি বাচাও বেটি পড়াও’ কর্মসূচিটির সূচনা করেন হরিয়ানার পানিপথে গত ২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি। ভারতীয় শিশুদের লিঙ্গানুপাত যেভাবে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল, তার কার্যকর মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচিটি এক কথায় এক দিকচিহ্ন বলেই প্রতিভাত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দেশের মহিলা ও কন্যা-সন্তানরা যাতে যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা, যত্ন এবং মর্যাদা থেকে কোনভাবেই বঞ্চিত না থাকেন, তা নিশ্চিত করা হবে। ২০১১-র জনগণনায় শিশুদের লিঙ্গানুপাত গিয়ে দাঁায় ৯১৮-তে, যা ছিল নিঃ সন্দেহে একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়। সামাজিক বৈষম্য এবং রোগ নির্ণয় পদ্ধতির অপব্যবহারের কারণে দেশের শিশুদের লিঙ্গানুপাত ছিল ক্রমশ অবনমনের দিকে। এর মোকাবিলায় মানুষের গড় আয়ুচক্রের দিকে লক্ষ্য রেখে ‘বেটি বাচাও বেটি পড়াও’ কর্মসূচিটির সূচনা শুধুমাত্র লিঙ্গ বৈষম্যের এই প্রবণতাকেই রোধ করবে না, একইসঙ্গে উন্নত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে এমন এক সুদৃঢ় ভিত গঠন করবে যাতে দেশের নারী সমাজ নেতৃত্বদানের মতো মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে।গত এক দশককালে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এই বিশেষ কর্মসূচিটি এক অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য অনুযায়ী, জন্মের ক্ষেত্রে লিঙ্গানুপাত ২০১৪-১৫ সালের ৯১৮ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে উন্নীত হয়েছে ৯৩০-এ। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রসবের হার যেখানে ২০১৪-১৫ সালে ছিল ৬১ শতাংশ, তা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৭.৩ শতাংশে। অন্যদিকে, প্রসূতি মায়েদের প্রতি যত্ন ও পরিচর্যার আওতায় অন্তর্ভুক্তির সংখ্যাও ৬১ শতাংশ থেকে উন্নীত হয় ৮০.৫ শতাংশে। মাধ্যমিক পর্যায়ে কন্যা-সন্তানদের অন্তর্ভুক্তির হার ২০১৪-১৫ সালের ৭৫.৫১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ সালে দাঁড়ায় ৭৯.৪ শতাংশে। নবজাত পুত্র ও কন্যা-সন্তানদের ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুর হারও ক্রমশ কমতে থাকে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য যে সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করেছিলাম, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ চিন্তাভাবনার পথ অনুসরণ করে ‘ বেটি বাচাও বেটি পড়াও’ আন্দোদালন এখন সমস্তরকম পরিসংখ্যানকে ছাপিয়ে গিয়ে ক্রমশ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ‘ বাইক অভিযান’-এর মতো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মূলেই ছিল মহিলাদের ক্ষমতায়নের চিন্তাভাবনা। ২০২৩-এর অক্টোবরে ১৫০ জন মহিলা বাইক আরোহী ‘ বাইক অভিযান’-এর আওতায় ১০ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেন। দেশের মহিলা ও কন্যা-সন্তানরা যে দৃঢ় মনোবল ও মানসিকতার অধিকারী, এই অভিযান সেকথাই প্রমাণ করে। অন্যদিকে, ২০২২-এর ‘ শিক্ষা প্রবেশ উৎসব’ কর্মসূচির আওতায় স্কুলছুট ১ লক্ষ ৭৮৬ জন পড়ুয়া ছাত্রীকে আবার নতুন করে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। মানুষের জীবনে শিক্ষার রূপান্তরমুখী ভূমিকার এ হল এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবার, দক্ষতা সম্পর্কিত জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে কাজের জগতে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নারী-পরিচালিত উন্নয়নের দিকে আমাদের ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ১০টি বছর ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত। আমরা লক্ষ্য করেছি যে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সঙ্কল্প ও অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করেছিলাম, তার লক্ষ্যমাত্রা থেকে আমরা এখন অনেকটাই এগিয়ে রয়েছি। তবে, ‘ বিকশিত ভারত’ গঠনের লক্ষ্যকে সফল করে তুলতে একথা আমাদের অবশ্য মনে রাখা দরকার যে দেশ তথা জাতি গঠন প্রচেষ্টার চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে আমাদের কন্যা-সন্তান ও নারী সমাজ যাতে কোনভাবেই অবহেলিত না থাকে, তা নিশ্চিত করা। যতদিন পর্যন্ত না দেশের মহিলারা তাঁদের পূর্ণ সম্ভাবনা বিকাশের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত ভারতের উন্নয়ন যে সম্ভব নয়, একথা আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। আমরা বর্তমানে এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে উপস্থিত যখন এ বিষয়ে দৃঢ় এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। ভ্স্ত২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশে মহিলা শ্রমশক্তির হার ছিল ৪১.৭ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় এই হার অনেকটাই উন্নত বলা চলে। তা সত্ত্বেও পুরুষ কর্মীদের তুলনায় মহিলা কর্মীদের সংখ্যা এখনও অনেকটাই কম। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। তা হল, দেশের শহরাঞ্চলের মহিলা শ্রমশক্তির তুলনায় গ্রামাঞ্চলে মহিলা শ্রমশক্তির হার কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেশি। ভারতীয় মহিলাদের অধিকাংশই গৃহস্থালির কাজকর্মে নিযুক্ত থাকেন অথচ সেজন্য তাঁদের অর্থ উপার্জনের কোনরকম সুযোগ থাকে না। তাই, আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল এমন এক পরিবেশ ও পরিস্থিতি গড়ে তোলা যেখানে মহিলারা শুধুমাত্র গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত না থেকে, বাড়ির বাইরে অন্য কোনো কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। এর ফলে, পেশাগত দিক থেকে তাঁরা যেমন দক্ষ হয়ে উঠবেন, সেইসঙ্গে নিজেদের তথা পরিবারের প্রতি যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রেও পারদর্শিতা লাভের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। শুধু তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও স্বাদ তাঁরা অনুভব করবেন। তাঁদের শ্রম ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে দেশ কিভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে, সে সম্পর্কেও তাঁরা ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবেন। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের মধ্যে গুণগত ফারাক কমিয়ে আনা সম্ভব হলে দেশে জিডিপি বৃদ্ধির হারও ২০ শতাংশ উন্নত হবে। ভারতের পক্ষে এটি একটি সুযোগ মাত্র নয়, তা এক প্রয়োজনও বটে। ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির একটি দেশ রূপে গা‌ে ওঠার যে লক্ষ্য আমরা স্থির করেছি, মহিলা-পরিচালিত উন্নয়ন তাতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই, ‘ বেটি বাচাও বেটি পড়াও’ শুধু একটি কর্মসূচি মাত্র নয়, একইসঙ্গে তা নারী সমাজ তথা দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে এক আন্দোলন বিশেষ।প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সুচিন্তিত চিন্তাভাবনার পথ অনুসরণ করে এক ঐতিহাসিক রূপান্তর প্রচেষ্টার আমরা সাক্ষী রয়েছি। নারী সমাজের উন্নয়ন থেকে মহিলা-পরিচালিত উন্নয়নের পথে আমাদের যাত্রাপথে সামিল হয়েছেন অনেকেই। দেশের কন্যা-সন্তানরা বিভিন্ন কর্মসূচির নেতৃত্বদানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন ‘ বেটি বাচাও বেটি পড়াও’ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। আশা করি, দেশের স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিতে ভারতের ভবিষ্যকে আরও নতুনভাবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁরা এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবেন।

‘‘তাঁর চিন্তাকে দেশ চিরকাল লালন করবে’’, লালা লাজপত রায়কে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি ঃলালা লাজপত রায়ের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু মঙ্গলবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, ‘পঞ্জাব কেশরী’ লালা লাজপত রায় জির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ‘লাল, বাল, পাল’ ত্রয়ীদের একজন লাজপত রায় তাঁর নিজের ভাষা, নিজের পোশাক এবং স্বাধীনতার জন্য কঠোর লড়াই করেছিলেন। লালা জি ভারত মাতার স্বাধীনতার জন্য যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গকে একটি বিশাল শিখায় পরিণত করেছিল। তাঁর চিন্তাকে দেশ চিরকাল লালন করবে।প্রসঙ্গত,‘পঞ্জাব কেশরি’ নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন (জন্ম ২৮ জানুয়ারি ১৮৬৫)। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও লক্ষ্মী বিমা কোম্পানী স্থাপন করেছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের লাল-বাল-পালের অন্যতম নেতা। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অংশ নেন। সেখানে তিনি পুলিশের লাঠিতে গুরুতর আহত হন। ১৯২৮ সালের ১৭ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

সিরিয়ার ঘটনাবলীর যৌথ কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলেঃসর্বোচ্চ নেতা

ইরান,২৮ জানুয়ারিঃইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেছেনঃসিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী, মূল হোতা হলো আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। চক্রান্তের প্রধান কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলে রয়েছে।এইসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি যে তাদের হাতে সে সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে। এসব প্রমাণ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, (গত ১১ ডিসেম্বর বুধবার) ইমাম খোমেনি হোসাইনিয়ায় ইসলামি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ীর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ সাক্ষা করেছেন।এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সিরিয়ায় যা ঘটেছে তা আমেরিকা ও ইসরাইলের যৌথ পরিকল্পনার ফসল। হ্যাঁ, সিরিয়ার একটি প্রতিবেশী সরকার এ ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং করে যাচ্ছে-সবাই তা দেখছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। তিনি সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সাথে ইহুদিবাদী ও আমেরিকার আচরণকে এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করে বলেনঃ তারা যদি সিরিয়ার ঘটনার মূল হোতা না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য দেশের মত তারা কেন নীরব থাকল না? কেন তারা শত শত স্থাপনা, বিভিন্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো, বিমানবন্দর, গবেষণা কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ করার মতো অযাচিত হস্তক্ষেপ করলো?ঘটনার প্রথম দু'য়েক দিনেই সিরিয়ার ৭৫টি পয়েন্টে হামলার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে আমেরিকা। বিপ্লবের নেতা এ প্রসঙ্গে বলেনঃতাদের পাশাপাশি ইহুদিবাদীরাও সিরিয়ার ভূমি দখল করে তাদের ট্যাংক নিয়ে দামেস্কের কাছাকাছি চলে এসেছে। যেই আমেরিকা অন্যান্য দেশের ছোটখাটো সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনায় অনেক বেশি সংবেদনশীলতা দেখায়, তারা একটু প্রতিবাদও তো করলো না, উল্টো বরং তারা সাহায্য করেছে। তো, সিরিয়ার এই ঘটনায় কি প্রমাণ হয় না যে এইসব দুর্ঘটনার পেছনে তাদের হাত রয়েছে?হজরত আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী সিরিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদীদের জড়িত থাকার আরেকটি প্রমাণ ব্যাখ্যা করে বলেনঃ শেষের দিনগুলোতে সিরিয়ার একটি অঞ্চলের জনগণের জন্য-বিশেষ করে জয়নাবিয়াহ-এলাকার জন্য কিছু সাহায্য ও ত্রাণ পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু ইহুদিবাদীরা সমস্ত স্থলপথ এবং বিমানপথ বন্ধ করে দেয়। আমেরিকা এবং ইহুদিবাদীরা ওই সাহায্যগুলোকে ফ্লাইটের মাধ্যমেও আকাশপথে স্থানান্তর করতে দেয় নি। যদি তারা সিরিয়ার ঘটনার নেপথ্যে না থাকবে এবং কোন সন্ত্রাসী বা সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, তাহলে তারা সিরিয়ার জনগণকে সাহায্য করা বন্ধ করল কেন?সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃপ্রতিরোধ ফ্রন্টের বৈশিষ্ট্য হলোঃযত বেশি ধাক্কা দেবেন, তত তারা শক্তিশালী হবে। যত বেশি অপরাধযজ্ঞ চালাবেন, তত বেশি উদ্যমী হবে। আপনি তাদের সাথে যত বেশি লড়াই করবেন, তত বেশি তারা বিস্তৃত হবে। আমি আপনাদের বলতে চাই, মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিরোধ

আন্তর্জাতিক প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপ ২০২৫-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন অরুণাচলের তিন প্যারা-অ্যাথলেট

ইটানগর, ২৮ জানুয়ারি ঃ সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)-এর শারজায় অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপ ২০২৫-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন অরুণাচল প্রদেশের তিন প্যারা-অ্যাথলেট তেচি দাতাম, তেচি সোনু এবং লিখা নিপা। ২ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শারজায় অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে প্যারালিম্পিক কমিটি অব ইন্ডিয়া নির্বাচিত করেছে তাঁদের।তেচি দাতাম এবং লিখা নিপা শটপুট, ডিসকাস থ্রো, ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড়ে (এফ-৪৬ এবং টি-১৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তেচি সোনু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শটপুট এবং ডিসকাস থ্রো (এফ-৪৪)-তে। আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে তাঁদের নির্বাচন একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। জানা গেছে, আগামী ৩০ জানুয়ারি শারজার উদ্দেশ্যে তাঁরা অরুণাচল প্রদেশ থেকে বের হবেন।প্রসঙ্গত, প্রথমে তেচি সোনুকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত করেছিল প্যারালিম্পিক কমিটি অব ইন্ডিয়া। এবার আরও দুই অ্যাথলেটিক তেচি দাতাম এবং লিখা নিপাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে মাইলফলকের উচ্চ প্রশংসা এবং রাজ্য ও দেশকে গর্বিত করার জন্য উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। প্যারা-অ্যাথলিটদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেল পেমা খান্ডু লিখেছেন, ‘যেখানে ইচ্ছাশক্তি আছে, সেখানে উপায়ও আছে! অন্য দুই প্যারা-অ্যাথলিট তেচি দাতাম এবং লিখা নিপাও শারজায় অনুষ্ঠেয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক প্যারা অ্যাথলেটিক্স ২০২৫-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হযেছেন। তাঁদের নির্বাচন রাজ্যের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে অরুণাচলের ক্রীড়াবিদদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি তুলে ধরে।’

সঙ্গমের তীরে আস্থার জনসমুদ্র! প্রয়াগরাজে পুণ্যস্নান ১৫ কোটির বেশি ভক্তের

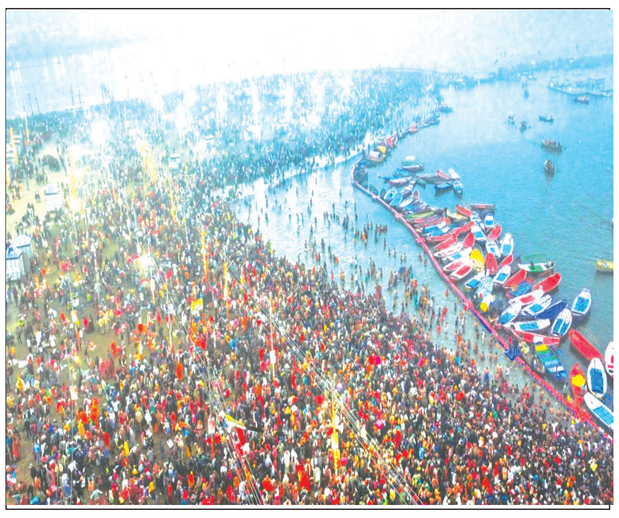

প্রয়াগরাজ, ২৮ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের ১৬-তম দিনে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করে পুন্য অর্জন করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। কনকনে শীতকে উপেক্ষা করেই, মঙ্গলবার ভোররাত থেকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। এযাব ১৫ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন।মঙ্গলবার সকালে সকালে উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবারই (সকাল ৮টা পর্যন্ত) ৩৫.৫০ লক্ষের বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিয়েছেন। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১৫ কোটিরও বেশি ভক্ত পুণ্যস্নান করেছেন। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। মহাকুম্ভ মেলা চলবে ৪৫-দিন ধরে।

পরিযায়ী শ্রমিক হত্যা মামলাঃকাশ্মীরের ৬টি ঠিকানায় তল্লাশি এনআইএ-র

শ্রীনগর, ২৮ জানুয়ারি ঃপরিযায়ী শ্রমিকদের হত্যা মামলায় মঙ্গলবার কাশ্মীরের ৬টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে জাতিয়ায় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। এসএসপি সন্দীপ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এনআইএ কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় মোট ৬টি জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে। এই এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রীনগর, বুদগাম ও সোপোরে, এছাড়াও আরও কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালানো হচ্ছে। এনআইএ সূত্রের খবর, পরিযায়ী শ্রমিকদের হত্যা মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত এই অভিযান।

বাঘপতে ওয়াচ টাওয়ার ভেঙে মৃত্যু ৫ জনের, আহত ৪০ জন

বাঘপত, ২৮ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের বাঘপত জেলায় লাড্ডু মহোৎসবের মধ্যে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। একটি ওয়াচ টাওয়ার ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এছাড়াও আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪০ জন। মঙ্গলবার বাঘপতের বারাউত শহরে জৈন সম্প্রদায়ের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'লাড্ডু মহোৎসব', সেই উৎসব চলাকালীন একটি ওয়াচটাওয়ার ভেঙে পড়ে।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রাণ কাজ ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেন। আহতদের যথাযথ চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি। বাঘপতের পুলিশ সুপার অর্পিত বিজয়বর্গীয় বলেছেন, বারাউতে জৈন সম্প্রদায়ের 'লাড্ডু মহোৎসব' অনুষ্ঠান চলাকালীন ওয়াচ টাওয়ার ভেঙে পড়ে। প্রায় ২০-২৫ জন আহত হয়েছেন। ২-৩ জন গুরুতর আহত, যাদের চিকিৎসা চলছে। পরে জেলাশাসক অস্মিতা লাল বলেছেন, জৈন সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান চলছিল। কাঠের কাঠামো ভেঙে পড়ে, তাতে ৪০ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে ২০ জনের চিকিৎসা চলছে, বাকি ২০ জন সামান্য আহত হয়েছেন। ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ওড়িশা আইআইটি হাব-এ উন্নীত হবেঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

ভুবনেশ্বর, ২৮ জানুয়ারি ঃ ওড়িশায় বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে, ওড়িশা উন্নীত হবে আইআইটি হাব-এ। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ওড়িশায় বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ উৎকর্ষ ওড়িশার মাধ্যমে, ওড়িশা সারা বিশ্ব থেকে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ওড়িশায় এমন পরিবেশ তৈরি করেছেন যাতে সারা বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা ওড়িশায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। ওড়িশা একটি আইটি হাব হয়ে উঠবে।

অর্থনীতি বলছে ভারতীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ও তাঁদের সাহায্য দরকারঃশশী থারুর

তিরুবনন্তপুরম, ২৮ জানুয়ারি ঃ ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে খোঁচা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তাঁর মতে, দেশবাসী কষ্টে রয়েছে। মঙ্গলবার তিরুবনন্তপুরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শশী থারুর বলেছেন, আমরা সবাই জানি, দেশবাসী এখন কষ্ট পাচ্ছে। কোনও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নেই, কোনও উল্লেখযোগ্য খরচ নেই। মধ্যবিত্তরা কষ্টভাব অনুভব করছে। আপনি যদি তথাকথিত লাইফস্টাইল পণ্যের দিকে তাকান, এই দেশের সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবন এবং মৌলিক আরামের জন্য যে জিনিসগুলি কেনেন, বিক্রি কমে যাচ্ছে এবং এই সবই, এটি একটি খারাপ লক্ষণ।কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে তাঁর প্রত্যাশা প্রসঙ্গে শশী থারুর বলেছেন, আমার একমাত্র প্রত্যাশা হল, অর্থমন্ত্রী এবং সরকার সাধারণ মানুষের পকেটে অর্থ ফেরত দেওয়ার আসল প্রয়োজনটি উপলব্ধি করবেন, যাতে তাদের জীবনযাত্রা সহজ হয়।

মৌনী অমাবস্যার আগে প্রয়াগরাজে পুণ্যার্থীদের ঢল

প্রয়াগরাজ, ২৮ জানুয়ারি ঃমৌনী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে বুধবার প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সামগ্রিক নিরাপত্তার খাতিরে স্থানীয় প্রশাসন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পরিকল্পনা কার্যকর করেছে। মেলা চত্বর তিন হাজারের মতো সিসিটিভি ক্যামেরায় সঙ্গে যুক্ত আছে।৩২৮ টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রিত ক্যামেরা, ৫০ হাজারেরও বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আবহাওয়া

পারদ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই শীতের আমেজ ফিরেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শীতের আমেজ রয়েছে দার্জিলিং ও কালিম্পঙ-সহ উত্তরবঙ্গের পাহা।ঘেঁষা জেলাগুলিতেও। আগামী কিছু দিন এমনই থাকবে আবহাওয়া। ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রা বেশ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে, ৩১ জানুয়ারির পর থেকে ফের বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.১ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত মোটামুটি ঠান্ডা অনুভূত হবে। কোথাও কোথাও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে অথবা সামান্য ওপরে থাকতে পারে। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে, ৩১ জানুয়ারির পর থেকে তাপমাত্রা বা।বে। ৩১ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সর্বনিম্ন থাকবে স্বাভাবিকের ওপরে।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ০৪মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৫মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,বুধবার, ইংরেজীঃ২৩জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১২ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিত্রঞ্চম সান্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৯মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১৩মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃ সকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃ দুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃ শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃরোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

হাওড়ার জগবল্লভপুরেও বাঘের আতঙ্ক, বনদপ্তরের দাবি এটি বাঘরোল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার জগবল্লভপুরেও বাঘের আতঙ্ক, বনদপ্তরের দাবি সম্ভবত এটি বাঘরোল। পাতা হয়েছে খাঁচা। হাওড়ার জগবল্লভপুরের প্রতাপপুর মোল্লাপাড়ায় বাঘের আতঙ্কে মশাল জ্বেলে রাতে শুরু হয়েছে রাত পাহারা। গত দু'দিন ধরে জগবল্লভপুরের পাতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত প্রতাপপুর মোল্লাপাড়া এলাকায় বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বনদপ্তর ও পুলিশের তরফে গ্রামবাসীদের আতঙ্কিত না হওয়া এবং আতঙ্ক না ছড়ানোর আবেদন করা হয়েছে। তারপরেও রাত জেগে মশাল জ্বালিয়ে গ্রাম পাহারা দিচ্ছেন এলাকার মানুষ। গ্রামের বাসিন্দা শেখ সিকান্দার বলেন, রাতে আমরা পাহারায় বেরিয়েছি তার কারণ বাচ্চারা এখানে খেলাধুলা করে। সবাই মিলে আতঙ্কে মশাল নিয়ে বেরিয়েছি। রাতের দিকে আতঙ্ক বেশি লাগছে। কিছু যাতে না হয় তার জন্যই বেরোনো। পুলিশ এবং বনদপ্তর দুজনকেই জানানো হয়েছে। পুলিশ এসেছিল। বনদপ্তরও এসেছিল। বনদপ্তর খাঁচা পেতে গেছে। তবে খাঁচায় এখনও কিছু ধরা পড়েনি। আমাদের খুবই আতঙ্ক লাগছে।

জয়নগরে এক যুবতী খুনের ৬ দিনের মধ্যে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৮ জানুয়ারি ঃ এবার জয়নগরে এক যুবতী খুনের ৬ দিনের মধ্যে খুনের মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠালো পুলিশ। প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই জয়নগরে খুন হতে হয়েছিলো মুর্শিদাবাদের যুবতীকে। তাদের দুজনের একসাথে ছবির সূত্র ধরে খুনের কিনারা করলো পুলিশ। জয়নগরে যুবতী খুনের ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত। ধৃতের নাম গিয়াসউদ্দিন গাজী,বয়স ৩২বছর। বাড়ি বকুলতলা থানার মধ্য মনিরতট গ্রামে। তাকে মঙ্গলবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতের পেশ করা হয়।পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়। কর্মসূত্রে গুজরাটে থাকতো বকুলতলা থানা এলাকার মধ্য মনিরতটের বাসিন্দা গিয়াসুদ্দিন। সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে তার সাথে আলাপ হয় মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা লতিফা খাতুনের। দুজনেই বিবাহিত। দুজনেরই একাধিক প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আলাপের পর ক্রমে দুজনের সম্পর্ক নিবিড় হয়। মাঝেমধ্যেই গিয়াসুদ্দিনের কাছে টাকা চাইতো লতিফা। তা নিয়ে সম্প্রতি তাদের মধ্যে অশান্তি তৈরি হয়। গিয়াসুদ্দিন ছাড়াও আরও একাধিক জনের সাথে সম্পর্ক তৈরি হয় লতিফার। বিষয়টি জানতে পারে গিয়াসুদ্দিন। আর তারপর থেকেই দুজনের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও বাড়ে । মাঝেমধ্যেই অতিরিক্ত টাকার দাবি মানতে পারছিল না গিয়াসুদ্দিন। আর সেই কারণেই তাকে খুনের পরিকল্পনা করে। নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে মুর্শিদাবাদ থেকে লতিফাকে নিজের বাড়িতে ডাকে গিয়াসুদ্দিন। তারপর তাকে খুন করে ফাঁকা মাঠের পাশে ফেলে দেওয়া হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,গত সপ্তাহের মঙ্গলবার গভীর রাতে খুন করা হয় লতিফাকে। তার পর তাঁর দেহ ফেলা হয় জয়নগরের মায়াহাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দপুর রথতলা এলাকার রাস্তার পাশে ফাঁকা ধানক্ষেতের পাশে। ওই দিনই দেহ উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে বকুলতলা থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে ঐ এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে। তার পরেই লতিফা ও গিয়াসুদ্দিনের একসাথে ছবি হাতে পায় পুলিশ। গিয়াসুদ্দিনের সাথে লতিফার সম্পর্কের বিষয়টি তখনই সামনে চলে আসে। এই ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল গিয়াসুদ্দিন। সে তার শ্বশুরবাড়িতে ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।বকুলতলা থানা এলাকায় গিয়াসুদ্দিনের শ্বশুরবাড়ি থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে সোমবার রাতে। অভিযুক্তকে মঙ্গলবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করলে বিচারক দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। এব্যাপারে বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী বলেন, অভিযুক্তকে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আর ও কেউ যুক্ত আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখবে। পুরো ঘটনার আইন মেনে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

সমাজসেবী বিকে ঘোষের স্মরণে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, হুগলি, ২৮ জানুয়ারি ঃ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রয়াত বীরেন্দ্র কুমার ঘোষের স্মরণে মাখলা ডাক্তার বি সি রায় মেডিসিন ব্যাংক এর উদ্যোগে ও বাঘাযতীন ক্লাবের সহযোগিতায় প্রয়াত বি কে ঘোষ চারিটেবিল ট্রাস্ট এর উদ্যোগে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হলো স্থানীয় ক্লাব প্রাঙ্গনে। এই অনুষ্ঠানে ২০০ জন মানুষকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় ও ১৫০ জন দরিদ্র মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ মাখলা ডাক্তার বি সি রায় মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক তপন ঘোষ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বপন ঘোষ সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। পৌরসভার সিআইসি তথা এদিন ক্লাবের সম্পাদক বলেন আমরা এই দিনটিকে স্মরণ করি বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ দেশের জন্য ও বীরেন্দ্র

কুমার ঘোষ এই দিনে প্রয়াত হন তিনি অনেক কাজ করেছিলেন তাই তার স্মরণে আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ করি। এখানে অনেক গরীব মানুষের বাস সারা বছর আমরা সাধারণ মানুষের পাশে থাকি এবং নানান কাজকর্ম করি এটা ১৬ তম বর্ষ কিন্তু আমরা আগামী দিনেও করে যাব। ডাক্তার বি সি রায় মেডিসিন ব্যাংকের অবদান সাধারণ মানুষকে বিনা পয়সায় ঔষধপত্র দেওয়া হয় চক্ষু পরীক্ষা করা হয় চশমা দেওয়া হয়। ডাক্তার বি সি রায় মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক তপন ঘোষ বললেন এই দিনে আমরা প্রয়াত বিকে ঘোষের স্মরণে বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও গরিব মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় সারা বছর নানা রকম পরিষেবা আমরা দিয়ে থাকি।

শীতের পরশ দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে, শীঘ্রই ফের বাড়বে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ পারদ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই শীতের আমেজ ফিরেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শীতের আমেজ রয়েছে দার্জিলিং ও কালিম্পঙ-সহ উত্তরবঙ্গের পাহাড়ঘেঁষা জেলাগুলিতেও। আগামী কিছু দিন এমনই থাকবে আবহাওয়া। ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রা বেশ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে, ৩১ জানুয়ারির পর থেকে ফের বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.১ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত মোটামুটি ঠান্ডা অনুভূত হবে। কোথাও কোথাও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে অথবা সামান্য ওপরে থাকতে পারে। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে, ৩১ জানুয়ারির পর থেকে তাপমাত্রা বা।বে। ৩১ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সর্বনিম্ন থাকবে স্বাভাবিকের ওপরে।

হাওড়ার বালিহল্টের কাছে গ্যারেজে আগুন, আগুনে জখম ১

দুরন্ত বার্চা, হাওড়া, ২৮ জানুযারি ঃ হাওড়ার বালিহল্টের কাছে গ্যারেজে আগুন, আগুনে জখম ১। সোমবার গভীর রাতে হাওড়ার বালিহল্টের কাছে একটি গ্যারেজে বিধ্বংসী আগুন লাগে। দমকলের চারটি ইঞ্জিন প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে, দোতলা বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরের গ্যারেজে ওই আগুন লাগে। গ্যারেজে প্রচুর পরিমাণ গাড়ির টায়ার, ডিজেল, সিলিন্ডার সহ অন্যান্য দাহ্য বস্তু মজুত ছিল। সেই কারণেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় ওই গ্যারেজের মালিক অগ্নিদগ্ধ হন। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। বালি ফায়ার স্টেশনের ওসি সোমনাথ প্রামাণিক জানান, দোতলা একটি বিল্ডিংয়ের একতলায় প্রায় দেড় হাজার স্কোয়ার ফুট এলাকা জুড়ে একটি গ্যারেজে সোমবার রাত ২-৩৫ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে গাড়ির টায়ার, দুটি সিলিন্ডার, এয়ার মিসুলিং মেশিন, ২০০ লিটারের দুটি ডিজেল ড্রাম, একটি চার চাকা গাড়ি সহ অন্যান্য জিনিসপত্র ছিল। তবে, দোতলাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। একতলায় যেখানে আগুন লাগে সেখানে গ্যারেজ মালিক জিয়াউল খান নামের এক যুবক আটকে পড়েছিলেন। তাঁকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আগুন মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ আয়ত্বে আসে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বইমেলায় যাতায়াতের সুবিধার্থে এবারও বিশেষ সরকারি বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার ৪০ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলার উদ্বোধন সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে। ২৮ জানুয়ারি অর্থা মঙ্গলবার থেকে মেলা চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বইমেলায় যাতায়াতের সুবিধার্থে অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিশেষ বাস চালাবে পরিবহণ দফতর। সূত্রের খবর, কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে একাধিক রুটে চলবে বিশেষ বাস, যার গন্তব্য করুণাময়ী অর্থা বইমেলা প্রাঙ্গণ। দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে বাস। যতদিন বইমেলা চলবে, ততদিন অর্থাৎ ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই বাস পাবেন বইমেলায় যাতায়াতকারীরা। তবে ছুটির দিনগুলিতে বাড়তি পরিষেবা মিলবে না। সেন্ট্রাল পার্কের পাশেই করুণাময়ী বাস টার্মিনাস। বিভিন্ন জায়গা থেকে সেখানেই বইমেলাগামী বাসগুলি থামবে। আবার করুণাময়ী থেকে শহরের বিভিন্ন রুটে পৌঁছে যাবে বিশেষ বাস। এই পরিষেবার জন্য অতিরিক্ত কর্মী, অফিসারদের বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নামানো হচ্ছে বাড়তি তিনটি এসি বাসও। এছাড়া সরকারি বাসের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। পরিবহণ দফতর জানিয়েছে, করুণাময়ী থেকে কোন বাস কোন রুটে যাবে, বাসগুলির সামনে কাচের জানলায় তা লেখা থাকবে। তা দেখে যাত্রীরা নিজেদের গন্তব্য অনুযায়ী বাসে উঠতে পারবেন।

পরকীয়া প্রেমের জেরে খুন হলো হলো স্বামী এবার কুলপিতে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৮ জানুয়ারি ঃ কুলপিতে ভয়াবহ কান্ড। পরকীয়াপ্রেমের বলি স্বামী। চাঞ্চল্য এলাকায়। কুলপিতে প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠলো এবার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির তুলসিচক এলাকায়। সোমবার রাতে নিজের বাড়ির সামনে কুলপির বাসিঙ্ক্ত্বগ গৌতম হালদারের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। রাতেই পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। মঙ্গলবার দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্তশুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, গৌতমের স্ত্রী প্রতিমা দীর্ঘদিন ধরে এক যুবকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। গুরুদাস গায়েন নামে ঐ যুবকের বাড়ি কুলতলি থানার জামতলা এলাকায়।জামতলাতেই বাপের বাড়ি প্রতিমার। ১৬ বছর আগে গৌতমের সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে হয়। কিন্তু সেই সম্পর্ক সুখের হয়নি। স্ত্রীর সঙ্গে অন্য একজনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানাজানি হওয়ার পরে গৌতমের সংসারে অশান্তি প্রায়দিন লেগেই থাকতো। একাধিকবার অশান্তির জল গড়িয়েছিল পুলিশ পর্যন্ত। গ্রামে সালিশি সভা বসিয়ে তাঁদের মিটমাট করে নিতে ও বলা হয়ে ছিল। ১৪ বছরের মেয়ের মুখ চেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে রাজি হয়ে ছিলেন গৌতম,দাবি তাঁর দিদির। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের সন্দেহ, সোমবার রাতে পেশায় টোটো চালক গৌতমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে গুরুদাসই। ইতিমধ্যেই গুরুদাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রতিমা মণ্ডলকে ও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁকে ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত?তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

সুন্দরবনের নদীতে প্ল্যাসটিক দূষণ কমায় পরিযায়ী পাখি বেড়েছে এবছর

দুরন্ত বার্তা,সুন্দরবন, ২৮ জানুয়ারি ঃ সুন্দরবনে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বাড়ায় খুশি পাখি প্রেমীরা। গত বছরে সুন্দরবনে ৮ হাজার ৭৭৬টি পরিযায়ী পাখি এসেছিল শীতের সময়ে। চলতি বছর শীতের সময়ে সেই পরিসংখ্যান এবার একলাফে অনেকটাই বেড়েছে। সংখ্যাটা ৩১ হাজার ৯২৬। সুন্দরবনে ব্যাঘ্র প্রকল্পের সমীক্ষার এক রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই তথ্য। অর্থাৎ সুন্দরবনে পরিযায়ী পাখি বেড়েছে

২৫০ শতাংশ। পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে,নদীতে প্ল্যাসটিকের দূষণ কমায় ওএবছর পরিবেশ অনুকূল থাকায় এই সংখ্যাটা এত বেড়েছে। সুন্দরবনে পাখি ফেরাতে ২২ শে জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত পাখি উৎসবের আয়োজন করেছিল সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প। আর উৎসবের দিনগুলিতেই ৬টি টিম পরিযায়ী পাখিদের নিয়ে সমীক্ষা চালায় সুন্দরবনের ৪০০০ স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে।২৬ শে জানুয়ারি সেই সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।সেই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, একাধিক বিরল প্রজাতির পাখি দেখা গিয়েছে এবার সুন্দরবনে। এর মধ্যে ছিল লেসার স্যান্ড প্লুভার, কমন রেড শ্যাঙ্ক, বিভিন্ন ধরনের মাছরাঙা, ব্ল্যাক হেডেড গাল । সব মিলিয়ে এ বার মোট ১৫৪ প্রজাতির পাখি দেখা গিয়েছে এই সুন্দরবনে । তাদের মধ্যে ৫১টি পরিযাযী এবং ১০৩টি সুন্দরবনের বাসিন্দা। ১২টি বিলুপ্ত প্রজাতির পাখিও রয়েছে এর মধ্যে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা রাজেন্দ্র জাখর বলেন,পরিযায়ী পাখিদের সুন্দরবনে এসে নিরাপত্তা নিয়ে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করাই ছিলো তাঁদের মূল লক্ষ্য। পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে, নদীতে প্লাস্টিক দূষণ কম হওয়ায় এবারে পাখির অবাধে বিচরণ বেড়েছে। যা খুব ভালো লক্ষন।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে

মুম্বাই, ২৮ জানুয়ারী ঃ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক, ভারতের একটি বিশ্বব্যাপী কার্ড পেমেন্ট নেটওয়ার্ক, রূপে-এর সাথে অংশীদারিত্বে, গর্বের সাথে ইউপিআই সক্ষম রূপে ক্রেডিট কার্ড, ফার্স্ট আর্ন চালু করার ঘোষণা করেছে। এই ক্রেডিট কার্ডটি ফিক্সড ডিপোজিট দ্বারা সমর্থিত এবং তাই সকলেই অনলাইনে তাৎক্ষণিকভাবে এই অনন্য ক্রেডিট কার্ডটি গ্রহণ করার যোগ্য। এটি ইউপিআই পেমেন্টে ক্যাশব্যাকও অফার করে যার ফলে এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারকারীদের জন্য লাভজনক হয়ে ওঠে।

সরকারি কাজে বাধা! ৪ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিধাননগর কমিশনারেটে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ কাজের দিন গেট আটকে স্লোগান, জমায়েত,

অবরোধ, হট্টগোলের অভিযোগে চার চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিধাননগর কমিশনারেটে চিঠি দিল রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। চিকিৎসা সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে কাউন্সিলে। তা মীমাংসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। রোগী-রোগীর পরিজনদের ভাগ্য নির্ধারিত হয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের বৈঠকে। অভিযোগ, বিগত কয়েক মাস ধরে কাজের দিন গেট আটকে স্লোগান, হট্টগোল, অবরোধ চলছে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে। ফলে রোগী স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব পালনে বাধা পেতে হয় কাউন্সিলকে। সূত্রের খবর, এই অব্যবস্থা আটকাতেই বিধাননগর কমিশনারেটে চিঠি দিয়েছেন কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার ডা. মানস চক্রবর্তী। সংবাদ প্রতিদিনকে ফোনে তিনি জানিয়েছেন, প্রত্যেকটা বৈঠকের আগেই কয়েকজন চিকিৎসক দল বেঁধে এসে সমাবেশ করে গেট আটকে চিৎকার করছেন। এতে বৈঠক শুরু করতে অসুবিধা হচ্ছে। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে এই চত্বরে। সেই কারণেই বিধাননগর কমিশনারেটে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ডা. মানস চক্রবর্তীর কথায় বিরক্তি স্পষ্ট। তাঁর বক্তব্য, কাজের দিনে দলবেঁধে এসে হইচই, অশান্তি, এমনকি একবার সারা রাত ঘেরাও করে বসেছিল। নিরাপত্তার কারণেই আমরা চিঠি দিয়েছি পুলিশকে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ফের বৈঠক রয়েছে। সূত্রের খবর, এই চার চিকিৎসকের তালিকায় রয়েছেন ডা. মানস গুমটা, ডা. উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. সুবর্ণ গোস্বামী, ডা. রঞ্জন ভট্টাচার্য্য। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের মধ্যে ডা. উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে এই খবর পেয়েছি। আমাদের কাছে কোনও কাগজ আসেনি। এই বিষয়ে কোনও তথ্য নেই। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য ডা. কৌশিক বিশ্বাসের কথায়, বিগত কয়েক মাস ধরে দেখছি কতিপয় অতিবাম চিকিৎসকরা মিলে একটা অশান্তি তৈরি করতে চেষ্টা করছেন। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সার্বিক কাজে বাধা সৃষ্টির অভিযোগে তাদের নামে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

গোঘাটে এনজিও-র নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নিয়োগ

বনস্পতি দে, গোঘাট, ২৮ জানুয়ারি ঃ গোঘাটের একটি স্কুলে গ্রুপ ডি কর্মী নিযুক্ত হয়েছেন। অভিযোগ, এনজিও-র নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নিয়োগ হয়েছে। ২০২৪-এর মাঝামাঝি সময় থেকে কাজ শুরু করলেও বেতন পাচ্ছেন না অনেকেই সমান্তরালভাবে উঠে এসেছে এই অভিযোগও। কিন্তু সরকারি শিলমোহর ছাড়া কীভাবে এই নিয়োগ হল, তা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ আবার আজব যুক্তি খাড়া করেছে। কর্মীর অভাব থাকায়, তারা প্রশ্ন তোলেনি, কিন্তু বেতন কে দেবে, তা জানা নেই, দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষের। নিয়োগের বিষয় নিয়ে স্কুল পরিদর্শকের কাছেও কোনও খবর নেই। এনজিও-র মাধ্যমেই নিযুক্ত হওয়া এক কর্মী বলেন, আমাকেই ফোন করেছিল এনজিও-র তরফ থেকে। বলেছিল স্কুলের ময়লা পরিষ্কারের কাজ দেওয়া হবে। তারপর স্কুল কর্তৃপক্ষও কাজে নেয়। চার মাস কাজ করছি, কিন্তু মাইনে পাইনি। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে, এনজিও কাজ দিয়েছে, মাইনের বিষয়ে এনজিও-কেই ফোন করতে হবে। আরেক প্রতারিত চাকরিপ্রাপক বলেন, ওই সংস্থা আমাদের বলেছিল, এনজিও-র মাধ্যমে কাজ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের পাড়ার সুব্রত মণ্ডল নামে এক

ব্যক্তির আন্ডারে আমি কাজে ঢুকেছি। আমাকে ৩০ হাজার টাকা অনলাইনের মাধ্যমে দিয়েছি। প্রতারিতরা ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সরকারি স্কুলে গ্রুপ ডি কাজের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগ। এনজিও-র আর কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। যে ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তিনি মেদিনীপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এপ্রসঙ্গে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি নারায়ণচন্দ্র পাঁজা বলেন, আমি জানি যে একটি এনজিও, এই সমস্ত প্রার্থীদের বিভিন্ন স্কুলে পাঠিয়েছিল। এখানে দায়বদ্ধ থাকে এনজিও। তারাই বেতন দেবে। এখানে স্কুলের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি চন্দন মাইতি বলেন, স্কুলগুলোতে শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী নিয়োগ দীর্ঘদিন নেই। ছাত্রছাত্রী প্রচুর। সেই তাগিদেই হয়তো কাজে লাগিয়েছিল। তবে স্কুলগুলোর আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল।

মহাকুম্ভে প্রবীণদের সেবা, তীর্থযাত্রীদের জন্য আরামদায়ক থাকার জায়গার ব্যবস্থা করছে ভারতীয় রেল

২৮ জানুয়ারী ঃ প্রয়াগরাজে চলমান মহাকুম্ভ মেলায় আগত লক্ষ লক্ষ ভক্তদের জন্য মসৃণ ও সুবিধাজনক ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য ভারতীয় রেল ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সিইও শ্রী সতীশ কুমার বলেন, অভূতপূর্ব তীর্থযাত্রীদের আগমনকে সামলাতে রেল ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, ১৪ জানুয়ারী ১৩২ থেকে ১৩৫টি বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করেছে ভারতীয় রেল এবং আসন্ন মৌনী অমাবস্যার জন্য ট্রেন পরিষেবা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা ২০২৫ সালের মহাকুম্ভের সবচেয়ে শুভ দিন। শ্রী সতীশ কুমার বলেন, এই উপলক্ষে য়৬০টি বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করছে, যার মধ্যে ১৯০টি বিশেষ ট্রেন রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ভক্তদের বিশাল আগমন পরিচালনা করার জন্য তিনটি জোন এনআর, এনইআর এবং এনসিআর-এর বিশেষ ট্রেন। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের ফলে প্রতি চার মিনিটে একটি ট্রেন চলাচল নিশ্চিত হবে, লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ এবং নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমণ নিশ্চিত হবে।তিনি উল্লেখ করেন যে ভারতীয় য়হা কুম্ভমেলাকে সমর্থন করার জন্য প্রয়াগরাজ এবং এর আশেপাশে ৫,০০০ কোটি টাকার অবকাঠামো তৈরি করেছে, যা সময়োপযোগী আপগ্রেড এবং বর্ধিত ক্ষমতা নিশ্চিত করে। নতুন রোড আন্ডার ব্রিজ এবং রোড ওভার ব্রিজ, ট্র্যাক ডাবলিং এবং স্টেশন আপগ্রেডের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যা রেল লাইনের যানজট কমিয়ে এই রেকর্ড-ব্রেকিং ট্রেন পরিষেবা সম্ভব করেছে।তিনি আরও বলেন, ভারতীয় রেলওয়ে ভক্তদের জন্য নির্বিঘ্ন ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য যাত্রী সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে।

নিজের খরচে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অনুমতি পেলেন পার্থ

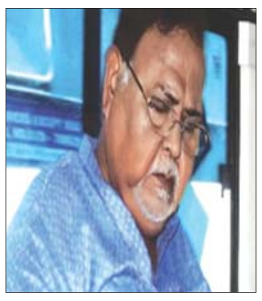

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ এসএসকেএম থেকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে নিজের ঝুঁকিতে এবং নিজের খরচে। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিলেন বিচার ভবনের বিচারক। গত ২০ জানুয়ারি জেলে অসুস্থ হয়ে পড়ায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পার্থবাবুকে। সোমবার আদালতে পিটিশন জমা করেন তিনি। আবেদন করেন যে, এসএসকেএমে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হতে পারছেন না। তাই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক তাঁকে।

এর পরেই এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে রিপোর্ট তলব করে পার্থের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চায় আদালত। মঙ্গলবার সেই রিপোর্ট আদালতে জমা দেয় এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ। তাতে জানানো হয়েছে, পার্থের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে কিছু সমস্যা রয়ে গিয়েছে। সংক্রমণের সমস্যাও রয়েছে। তার পরেই বিচারক নির্দেশ দেন যে, বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন পার্থ। তবে চিকিৎসার খরচ তাঁকেই দিতে হবে।

আরামবাগে বেহাল সেতু,প্রধান সড়কে আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ,২৮ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল সেতু। বার বার প্রশাসনকে জানিয়েও সুফল না মেলায় এ বার প্রধান সড়কে আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে প্রায় ঘণ্টা চারেক বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনা ঘটেছে আরামবাগের আরান্ডি এলাকায়। ঘটনাস্থলে বিডিও সুব্রত মল্লিক এসে সেতু ঠিক করার আশ্বাস দিলে উঠে যায় অবরোধ। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আরান্ডি এলাকায় রাস্তার পাশে যে খাল রয়েছে, সেই খালের উপর থাকা কংক্রিটের সেতু কয়েক বছর আগে ভেঙে পড়ার পর থেকেই চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই বিষয়ে ভুক্তভোগী বাসিন্দা মমতা সাঁতরা, শেখ সাকির আলিদের বক্তব্য, নতুন ভাবে সেতু সংস্কারের দাবি বার বার তোলা হলেও কোনও কাজ হয়নি। পঞ্চায়েত থেকেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

বাধ্য হয়ে ক্ষিপ্ত শতাধিক গ্রামবাসী রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ছিলেন মহিলরাও। রাস্তায় গাড়ির টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি দেখতে আসেন আরামবাগের বিডিও সুব্রত মল্লিক। তাঁকে ঘিরে ধরে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। মহিলারা ঘিরে রাখেন বিডিও-কে। বেশ কিছু গ্রামবাসী এসে বিডিওকে এ-ও বলেন, 'ওই ভাঙা সেতুর উপর দিয়ে একবার হেঁটে আসুন। সেতুর নীচে যে খাল রয়েছে, সেখানেও আপনাকে হাঁটতে হবে। না হলে আমরা আপনাকে ছাড়ব না।'অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে বিডিও আশ্বাস দেন, দ্রুত সেতুর সংস্কারের কাজ করা হবে। সেই আশ্বাসে গ্রামবাসীরা অবরোধ তুলে নেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তথা আরান্ডি-১ নং অঞ্চল তৃণমুল সভাপতি মুন্সি ইকবাল ঘটনাস্থলে গেলে তাঁকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই সেতু দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে যুক্ত করেছে। দৈনন্দিন কাজে যাঁরা বেরোন, তাঁদের পক্ষে যাতায়াত ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে, ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতে খুবই সমস্যা হচ্ছে। অথচ এই সেতুর সংস্কার নিয়ে দু'টি পঞ্চায়েত সমিতিই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে এ দিন গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের পরে সেতুর সংস্কার নিয়ে তপরতা শুরু হয়েছে।

সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেনের ডঃ স্বপন দত্ত বাউলকে স্বর্ন পদকে সম্মান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ বিশ্ববাঙালির জীবন্ত কিংবদন্তি বিশ্ববাংলার গৌরব ও অহংকার বিশ্বনন্দিত সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেনের ৬৯ তম জন্ম জয়ন্তী উৎসব কলকাতা সল্টলেক সেক্টর ৩ রঙ্গ মঞ্চ অডিটোরিয়াম ইস্ট্রান জোনাল কালচারাল সেন্টারে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো।নাচে গানে কবিতার সারাদিন ধরে জমজমাট অনুষ্ঠানে অসংখ্য কবি ,সাহিত্যিক ,শিল্পী, সাংস্কৃতিক জগতের মানুষ ও গুণীজনের উপস্থিত ছিলেন । উক্ত বাঙালি বিশ্বকোষ অনুষ্ঠানে গৌরবময় উপস্থিতি সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেনের কাছে স্বর্ণ পদকে সম্মানিত হয়ে পৃথ্বীরাজ সেনের আশির্বাদ পেলেন ডঃ স্বপন দত্ত বাউল। নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতনের বাউল গান শুনে প্রশংসায় পঞ্চমুখ য়্বপন দত্ত বাউলকে জড়িয়ে ধরে সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেন বলেন বাউল তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না।। ডঃ স্বপন দত্ত বাউল বলেন এর আগে বর্ধমানের জেলা শাসক ডক্টর সুব্রত গুপ্ত ও পরে দিল্লিতে ভারত মহাসভা হিন্দু হলে আমি স্বর্ণ পদকে সম্মানিত হযেছিলাম আমার বহুমূখী প্রতিভার জন্য। এবার সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেন মহাশয় স্বর্ন পদক তুলে দিলেন আমার নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানে বার্তায় অনন্য অবদানের জন্য। আমি এই নিয়ে জীবনে ৩ বার স্বর্ন পদকে সম্মানিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৫৯ সংখ্যা, বুধবার ১৫ মাঘ, ১৪৩১

নানা রংয়ের শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্র সাহিত্য দূরের কথা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ছিলনা।১৮৯৭সালে বরিশাল থেকে বিপিন দাশগুপ্ত কাশী গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে প্রথমবার ক্ষিতিমোহন সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনেছিলেন। আবার কালীমোহন ঘোষের কাছে রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন ক্ষিতিমোহনের কথা শাস্ত্রজ্ঞ,পণ্ডিত,সাহিত্যরসিক, মুক্তমনা ধার্মিক,এমন মানুষের অন্বেষণে তিনি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাদর আহ্বান জানালেন,ক্ষিতিমোহন সাগ্রহে সবকিছু ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন ১৯০৮সালে। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন বোলপুর স্টেশনে যখন নামি তখন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে।সে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় রাত্রি।আর তার পরের দিনের প্রভাত কম স্মরণীয় নয়। বোলপুর থেকে পায়ে হেঁটে শান্তিনিকেতনের কাছে এসে শুনি উদাত্ত কণ্ঠের গান -আপনি জাগাও মোরে-দেহলী নামে তাঁর গৃহের দ্বিতলে দাঁড়িয়ে কবি গান ধরেছেন।আজও সেই গানের সুর আমার কানে লেগে আছে। বিশ্বভারতীর সূচনা পর্বে শান্তিনিকেতনে বহু জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হয়েছিল।সেই গুণীজনসভায় ক্ষিতিমোহন একাই উজ্জয়িনী-রাজসভার নবরত্নের সমান ছিলেন।পাণ্ডিত্য অনেকের আছে তবে খাঁটি পাণ্ডিত্য সোরগোল করে ঘোষণা করতে হয় না।আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।অগাধ পাণ্ডিত্য যে কত সহজে ধারণ করা যায় সেকথা আচার্য ক্ষিতিমোহনের কথা ও তাঁর মুখের আলোচনা শুনলে বোঝা যেত।এমন সরস পাণ্ডিত্য নিতান্তই দুর্লভ। পরবর্তী সময়ে বিশ্বভারতী তার সর্বোচ্চ সম্মান দেশিকোত্তম উপাধি প্রদান করে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কে সম্মানিত করেছে।রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে ক্ষিতিমোহনকেই সকলে মেনে নিয়েছিলেন 'আশ্রম গুরু' হিসেবে। কিছু দিনের জন্য তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্যও হন। তাঁকে শান্তিনিকেতনের কুলস্থবির বলা হয়। সত্যসন্ধানী ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে,ভাবের মিলনে দুজন দুজনকে আপন করে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ কে ঘিরে বসত কাব্য, সাহিত্য আলোচনা চলত অভিনয়ের মহড়া,বসত গান কবিতার আসর।এর মধ্যে ছুটিতে ক্ষিতিমোহন বেরিয়ে পড়তেন। সংগ্রহ করে আনতেন সন্তবানী, সংকলন করে আনতেন বাউল গান।কবির উৎসাহে প্রকাশিত হতে লাগলো তাঁর বই। জীবনের সায়াহ্নে প্রকাশিত হল চিন্ময়বঙ্গ।বইটির মলাটে ছবি এঁকে দিলেন সখা নন্দলাল বসু।গুজরাতি হিন্দি ভাষায় বই প্রকাশিত হল। হিন্দি বই ক্ষ্মসংস্কৃতি সঙ্গমরং জন্য পেলেন গান্ধী পুরস্কার।প্রয়াণের অল্প কিছুদিন পরে পেঙ্গুইন থেকে ছাপা হল Hinduism। ইউরোপের সব ভাষায় অনূদিত হয়ে বইটি আজও ছাপা হচ্ছে।কত সংস্করণ না হল বইটির, বিশেষত আমেরিকায়।আজ যে সব প্রশ্নে যেসব সমস্যায় পৃথিবী জর্জরিত ক্ষিতিমোহনের বইয়ে আছে তার সমাধান। মিথ্যে মনে হবে সাম্প্রদায়িকতা, তুচ্ছ মনে হবে জাতিভেদ।অন্যায় মনে হবে নারী অবরোধ। সব মানুষের হৃদয়ে ফুটে উঠবে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। ক্ষিতিমোহন ছিলেন একদিকে অধ্যাপক অন্যদিকে পর্যটক।বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছেন সব জায়গা ঘুরে বলেছেন শান্তিনিকেতনই সবতীর্থসার।প্রাত্যহিক জীবনে মানুষটা ছিলেন সহজ,অনাড়ম্বর।

তলস্তয় এবং গোর্কীর চিন্তাদর্শন

লিও তলস্তয় এবং ম্যাক্সিম গোর্কী- দুজনেই রুশ সাহিত্যের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৯০০ সালের ৮ অক্টোবর, এই দুই সাহিত্যিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাতের সময় তাদের আলোচনা এবং সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে, কারণ এটি শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত পরিচিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাদের সাহিত্য, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক চিন্তাভাবনাকেও প্রভাবিত করেছিল। তলস্তয় ও গোর্কীর সম্পর্ক। তলস্তয় ছিলেন একজন বিশাল দার্শনিক, নৈতিক শিক্ষাবিদ এবং War and Peace" "Anna Karenina-র মতো মহান উপন্যাসের স্রষ্টা। অন্যদিকে গোর্কী ছিলেন রুশ বিপ্লবী লেখক এবং বাস্তববাদী সাহিত্যের একজন পথিকৃৎ। তলস্তয়ের সাথে গোর্কীর পরিচয় তাদের বয়সের অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। তলস্তয় তখন ৭২ বছর বয়সে প্রবীণ এবং সম্মানিত লেখক ছিলেন, আর গোরকি তখন মাত্র ৩২ বছর বয়সের এক উদীয়মান সাহিত্যিক। তাদের মধ্যে মতাদর্শের কিছু ভিন্নতা ছিল, যেমন;তলস্তয়ের অহিংস জীবনধারা এবং গোরকির বিপ্লবী চিন্তাভাবনা। তবে উভয়েই রাশিয়ার দারিদ্র্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ১৯০০ সালের ৮ অক্টোবরের সাক্ষাৎ । তাদের এই সাক্ষাত সম্পর্কে কিছু বিশদ পাওয়া যায় গোর্কীর লেখা স্মৃতিকথা থেকে। তিনি বলেন, তলস্তয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় তিনি তলস্তয়ের সরলতা, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক গভীরতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তলস্তয় গোরকিকে সাহিত্য এবং মানুষের জীবনের নৈতিক দিক নিয়ে অনেক পরামর্শ দিয়েছিলেন। তলস্তয় তখন ধর্ম এবং অহিংসার উপর তার দার্শনিক চিন্তাভাবনা নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন, যেখানে গোরকি রুশ জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সমাধানে একটি সক্রিয় রাজনৈতিক পদ্ধতির কথা ভাবছিলেন। তাদের এই মতের ভিন্নতা তাদের আলোচনা আরও অর্থবহ করে তুলেছিল। গোর্কীর অনুভূতি- গোর্কী পরে লিখেছিলেন যে তলস্তয়ের সাহচর্য তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তলস্তয়ের মানবিকতা ও সাহিত্যিক গুণাবলী তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি তলস্তয়ের চিন্তাভাবনাকে সম্মান করতেন, যদিও তিনি তলস্তয়ের অহিংস মতাদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন না। তলস্তয় এবং গোর্কীর এই সাক্ষাৎ রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাদের আলোচনা শুধুমাত্র সাহিত্যিক আদান-প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি রুশ সমাজ ও দার্শনিক চিন্তাধারার এক বিশেষ যুগের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি তলস্তয়ের অহিংসা আদর্শকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

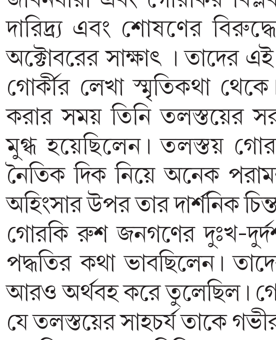

আপনার সন্তানদের ইহজীবন ত্যাগ করতে হবে। এই ধরনী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাদের থাকার অধিকার তারা নিজেরাই হারিয়েছে। নারী শক্তিকে বারবার অপমানিত করতে গিয়ে তারা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এবং তাদের দলে যে সব বীররা অংশ গ্রহণ করেছে তারা প্রত্যেকেই শক্তিহীন হয়ে পড়বে। তাদের যুদ্ধ করার অধিকার তারা হারিয়েছে। তারা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে জয়ী হওয়ার যে স্বপ্ন দেখছে সেটা হবে না। তারা মনে করে আমরা বীর। কিন্তু এই সব ভারত সেরা বীরদের পরাজয় স্বীকার করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

মহাভারতে আমরা দেখতে পাই নারী শক্তির মাহাত্ম্য। সেখানে নারী জাতিকে অসম্মানিত করার পরিনাম হচ্ছে পতন। কৌরব বংশ একেবারে শেষ হয়ে গেল নারী জাতিকে অপমানিত করার ফলে। গান্ধারী পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর সন্তানদের রক্ষা করতে পারবেন না। কারণ তারা দৌপদীকে অপমানিত করেছে। প্রকাশ্যে তাঁর বস্ত্র ধরে টানাটানি করেছে। এর পরিনাম হচ্ছে তাদের মৃত্যু। গান্ধারী এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, তুমি আমার সন্তানদের রক্ষা করতে পারো। তুমি ছাড়া আর কারোর শক্তি নেই আমার সন্তানদের রক্ষা করার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তরে বলেছিলেন, মাত, আপনার কথাতে তো আমি আপনার সন্তানদের রক্ষা করতে পারবো না। তাদের রক্ষা করার আমার কোনও অধিকার নেই। আপনার সন্তানরা তাদের বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়েছে। তাদেরকে রক্ষা করা মানেই হল একটি অপসংস্কৃতিকে রক্ষা করা। অসামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। অপকর্মকে রক্ষা করা। সেটা আমি করতে পারবো না। আপনার সন্তানদের রক্ষা করার শক্তি চাই।

আধুনিক ভারত নির্মাণে সুভাষ চন্দ্র বোস যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা কি সত্যিই বাস্তবে রূপ লাভ করতে পেরেছিল তা নিয়ে জিজ্ঞাস্য এখনও

বিশেষ প্রতিবেদক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত সুভাষচন্দ্র বসুও একজন ভাবুক কবি, জীবন-কাব্যের মহাকবি এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতোই সংযমী ও সংগ্রামী আদর্শ পুরুষ আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশের মতোই একজন স্বপ্ন সাধক ছিলেন। সাধারণভাবে কাকে কবি বা সাহিত্যিক বলা হয়ে থাকে? মানুষের মুখের ভাষাকে আর অভিধানের কারাগারে আবদ্ধ নিষ্প্রাণ শব্দকে যিনি প্রাণচঞ্চল করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনে গতিশীল করে তুলতে পারেন, তাঁকেই কবি বা সাহিত্যিক বলা চলে। যাঁর অন্তর-দ্বার উন্মুক্ত নয় বা যাঁর হৃদয় প্রেমরসে সঞ্জীবিত নয়, তিনি কখনো কবি বা সাহিত্যিক হতে পারেন না। ছবির যেমন ল্যাণ্ডস্কেপ থাকে, সাহিত্যিকদেরও তেমনি সাহিত্য আবেগের একটা পটভূমিকা থাকে। টুকরো টুকরো জীবন, টুকরো টুকরো পরিবেশের মধ্য দিয়ে কবি ও সাহিত্যিকের অ্যাডভেঞ্চার একটি পরিপূর্ণ জীবন সত্যের দিকে এগিয়ে চলে। আর এই সত্যকে উপলব্ধি করে যিনি স্বরূপে সেটাকে মূর্তায়িত করে তুলতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি বা সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারেন। সুভাষচন্দ্র বসুকে যখন বাংলা তথা ভারতবর্ষ পেয়ে ছিল, তখন এদেশের সংস্কৃতি -জগতে এক বিপুল আলোড়ন চলছিল, মতদ্বৈধ রাজনীতির আবর্তে মানবিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তখন এক ভয়াবহ শূন্যতার আতঙ্ক দেখা দিয়েছি। প্রাণহীন বস্তুর সচলতার মতই এক যান্ত্রিক তাড়নায় বাংলা তথা ভারতের অস্তিত্ব তখন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। এক ভয়াবহ শূন্যতা তখন যেন সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছিল। আর সে সময়ে এই শূন্যতার হাত থেকে মুক্ত করে জাতিকে নিজের সংস্কৃতি তথা সংহতির মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা নিয়েই ক্রমান্বয়ে কেশবচন্দ্র সেন, অরবিন্দ ঘোষ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমান্য তিলক এবং গান্ধীজি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এরপরে রচিত হয়েছিল ভবিষ্যৎ পথ। এর ফলে চিন্তায়, ধারণায় এবং কর্ম-প্রণালীতে কিছু পরিমাণে বৈপরিত্য থাকলেও অনেকটা একাগ্রতা এসেছিল। আর অবশেষে সেই একাগ্রতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, টেকচাঁদ ঠাকুর প্রমুখের মধ্যে দিয়ে সুচারুরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এসবের ফলে তখন চিরাগত কুসংস্কার আর ভণ্ডামি, নিপীড়ণ-স্পৃহা আর বীভৎসতা এবং শোষণের বিরুদ্ধে সেই সাহিত্যিক জেহাদ শুরু হয়েছিল, যা কোন কল্পনাবিলাসী সংগ্রাম ছিল না; এই সংগ্রাম ছিল মরুভূমির বুকে বালির রসে গজিয়ে ওঠা সুতীক্ষ্ণ কাঁটার মত;যার আঘাতে নিদ্রিতের নিদ্রা ও তন্দ্রাচ্ছন্নের তন্দ্রা ভাঙা সম্ভব ছিল। কিন্তু একইসাথে একথাও সত্যি যে, এই সংগ্রাম যতই বাস্তবতার স্পর্শে সজীব হোক না কেন, ভাববিলাসিতার মোহ একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবে তা সত্ত্বেও এই যুগন্ধরদের বাস্তববোধ এবং সংস্কার স্পৃহা সমগ্র জাতিকে ধীরে ধীরে আত্মসচেতন করে তুলছিল। আর এই ক্রম জাগরণের কালেই এক জ্যোতিষ্কের মতোই সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আর বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল আর ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। তাই বাংলার চিন্তা ও সাহিত্য-জগতে তখনও বঙ্কিমী প্রভাব পুরোপুরি ভাবে বজায় ছিল আর বিবেকানন্দের আদর্শ তখন জাতির প্রাণে এক নতুন চেতনার সঞ্চার করেছিল যে প্রভাব এবং চেতনার হাত থেকে সুভাষচন্দ্রও নিষ্কৃতি পাননি। যদিও সুভাষচন্দ্র কখনও সমসাময়িক সাহিত্যিক বা কবিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিরাট বিরাট উপন্যাস বা কবিতা রচনা করেন নি, এবং একজন সাহিত্যিকে বা কবি হিসাবে কোন খেতাবও পান নি, কিন্তু তবুও তিনি যে কত উঁচুদরের একজন সাহিত্যিক বা কবি ছিলেন বা রাজনৈতিক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে অনায়াসে এসব হতে পারতেন, আজও একথার জ্বলন্ত প্রমাণ;বহুজনকে লেখা তাঁর পত্রাবলী, বিভিন্ন সভাস্থলে প্রদত্ত ভাষণ, রণাঙ্গণের রোমাঞ্চকর পরিবেশে আজাদ হিন্দ বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশাবলী ইত্যাদির মধ্যে পাওয়া যায়। মানুষের সমগ্র জীবন যদি একটা কাব্য হয়, তাহলে এদেশে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব মুহূর্ত থেকে শুরু করে হারিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের বিপুল এবং বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তিনি যে সাহিত্য বা মহাকাব্য রচনা করে গিয়েছেন, সেটা নিঃসন্দেহে সর্বকালের জন্য এপিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। যেমন ঐ দূরে, বহুদূরে, ঐ নদীর ওপারে, ঐ বনভূমি আর পর্বত পেরিয়ে রয়েছে আমাদের দেশ, চির-ঈপ্সিত জন্মভূমি, যার কোলে বসে প্রথম এই পৃথিবীকে দেখেছি। আর আজ আবার আমরা চলেছি যার কোলে। ঐ শোনো, ভারত ডাকছে, ডাকছে ভারতের রাজধানী দিল্লী, ডাকছে আটত্রিশ কোটি আশী লক্ষ ভারতবাসী, ভাই ভাইকে ডাকছে, রক্তে এসে পৌঁছেছে রক্তের ডাক। এই তো সম্মুখে রয়েছে পথ, যে পথ তৈরী করে গিয়েছেন আমাদের অগ্রজেরা। সেই পথ ধরেই আমরা করবো যাত্রা। করবো যাত্রা শত্রুর ব্যূহের ভিতর দিয়েই। এই পথ দিয়েই পৌঁছব অন্তরের ঈপ্সিতধামে, নয়তো, ভগবান যদি করেন, এই পথের প্রান্তেই অর্জন করবো ঈপ্সিত অমর মরণ।

সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টির এমন নিষ্কলঙ্ক স্বচ্ছতা, লক্ষ্যাভিমুখীতায় এমন

নিশ্চিন্ত প্রত্যয়, ভাব এবং ভাষার সমন্বয়ে শব্দের এই প্রচণ্ড গতিশীলতাকে কি সার্থক সাহিত্যের নিদর্শন বলা যেতে পারে না? তাঁর মুখ থেকে প্রবুদ্ধ আত্মবিশ্বাসে উচ্চারিত;'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরাণ নিবোধত';যদি অমর সাহিত্যের ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত হয়ে থাকে তবে সুভাষচন্দ্রের আত্মজ এই শব্দনিচয়ও নিঃসন্দেহে তার সমভাগী।

সুভাষচন্দ্রের সমকালে প্রথম জীবনে যাঁরাই সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের পক্ষেই রোম্যান্সের সঙ্গে বাস্তবতার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটানো হয়ত সম্ভব হয়নি, যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য পরবর্তীকালে নিজেদের বাস্তব -বাদীতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। কিন্তু, সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যিক দৃষ্টির মধ্যে প্রথম থেকেই রোম্যান্স ও বাস্তবতা পাশাপাশি কাজ করে গিয়েছিল। বস্তুতঃ পক্ষে বাঙালির সহজাত সাহিত্য-প্রীতি নিয়েই সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাজনীতির নির্মম বাস্তবতা তাঁর সেই সাহিত্য প্রীতিকে স্বাভাবিক পথে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠবার সুযোগ না দিলেও, তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে সেটা অপরূপ সৃজন-প্রতিভায় সৌরভ -মণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছিল। তাঁর জীবন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যেখানেই তিনি ভাঙ্গার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেখানে তিনি গঠনের আদর্শও তুলে ধরেছিলেন, যেটা শুধুমাত্র একজন প্রকৃত সাহিত্য-সেবীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাই সুভাষচন্দ্র তাঁর সমসাময়িকের মধ্যে এক ব্যতিক্রম ছিলেন। তবে তা বলে সুভাষচন্দ্র যে স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না, সেটা কিন্তু নয়। কিন্তু সেই স্বপ্ন কোন পরগাছার মত অলীককে জড়িয়ে ছিল না; বরং তাঁর সেই স্বপ্নের ভিত্তিমূল বাস্তবের কংক্রীটে গ্রথিত ছিল। বাস্তব ছাড়া স্বপ্নের সার্থক অস্তিত্ব যেমন কখনো সম্ভব নয়, তেমনি আবার স্বপ্নকে বাদ দিয়ে বাস্তবের মূল্যায়ন আসলে মাংস-রুধির ও মনকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কঙ্কালের মাধ্যমে মানুষের মূল্যায়নের মতোই সত্য। সুভাষচন্দ্রের দর্শন-প্রতীতীই তাঁর এই মতবাদের মূল ভিত্তি ছিল। আর তাই তাঁর সাহিত্যিক মনের পরিচয় পেতে গেলে, সবার আগে তাঁর দার্শনিক মনের কথা জানবার প্রয়োজন রয়েছে। সুভাষচন্দ্রের দর্শন পক্ষপাতদুষ্ট ভারাক্রান্ত মতবাদের আবিলতায় পুষ্ঠ ছিল না। তাঁর দর্শন ছিল স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ। আর একারণেই সুভাষ চন্দ্রকে তাঁর প্রথম জীবনে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদে বিভ্রান্ত হয়ে পড়া এক দার্শনিকরূপে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। মাত্র ১৫/১৬ বছর বয়সে কটক থেকে তিনি নিজের মা-কে যে পত্রটি লিখেছিলেন, সেটাই একথার প্রমাণ দেয়। তখন তাঁর এই ধারণাই হয়েছিল যে পরম সত্যকে মানুষের মনের দ্বারাই আয়ত্ত করা যায়। শঙ্করের মায়াবাদই সমস্ত জ্ঞানের মূল।

যদিও পরবর্তীকালে নেতা সুভাষচন্দ্র যে শঙ্করাচার্যের প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেন নি,;একথার যথেষ্ট প্রমাণ থাকলেও, কিন্তু তবুও যেদিন প্রকৃত জমির উপরে দাঁড়িয়ে তিনি যথার্থ মাটির আহ্বান পেয়েছিলেন এবং তাঁর মননশীলতার সঙ্গে বাস্তবের সংঘর্ষে রোম্যান্স তিক্ততার গরলে ছেয়ে গিয়েছিল, সেদিন সেই গরলকে আর তিনি মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পারেননি। কারণ দর্শন বাস্তব-বর্জিত গগণচারী হোক, এটা তিনি কোনদিনই চান নি। আর তাই যে দর্শনের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক রয়েছে, এরপরে সেই ব্যবহারিক দর্শনের সন্ধানেই তিনি তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। আর তখন বৈষ্ণবের সেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তাঁকে প্রথম মুক্ত প্রাণের প্রশান্ত বিস্তৃতির ইসারা দিয়েছিল, যেটার মধ্যে দেওয়ার আনন্দ থাকলেও নেওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এ হল সেই অপূর্ব প্রেমদর্শন, যার মধ্যে জীবাত্মা আর পরমাত্মার কোন ভেদ নেই এবং যার স্বীকৃতি রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন দর্শনে জ্ঞানের মধ্যেই মুক্তির দর্শন পাওয়া যায়। পরমানন্দ ও পরাচেতনাই জ্ঞানের বিশুদ্ধিতার পাথেয়। কিন্তু, এই পরাচেতনার স্থান সাধারণ চেতনার বাইরে এক অলৌকিক জগতে অবস্থিত, যেখানে যেতে গেলে যোগ সাধনা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকবার দরকার রয়েছে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাস্তব বর্জিত হয় না। বরং এই জ্ঞান সাধারণ চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর এই যে সাধারণ চেতনা বাস্তবকে পূর্ণ করে রয়েছে, এর মূল প্রকৃতিই হচ্ছে প্রেম। তাই সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন;'আমার দৃষ্টিতে বাস্তবতার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম'; যার মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা থাকলেও বাস্তবের মতোই নিত্য পরিবর্তনশীল ও প্রগতির অভিসারী। এই প্রগতি বা পরিবর্তনের স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রথমে এসেছিল হিন্দু সাংখ্য দর্শন। পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পেন্সরের মতে, প্রগতি অর্থাৎ বিবর্তন মানেই হচ্ছে সরল থেকে জটিলের দিকে চলে যাওয়া। আর হেগেলে জানিয়েছিলেন, বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বাহ্যজগতে ও অন্তর্জগতে উভয়েই দ্বান্দিক, সংঘাত সমাধানের মধ্যে দিয়েই জীবনের প্রগতি। সুভাষচন্দ্রের মত ছিল যে, এই হেগেলীয় মতবাদেই সত্যের পরিমাণ বেশী; কারণ, এতে চেতনার ক্রিয়া রয়েছে। তাই তিনি বলেছিলেন; অচেতনাই বাস্তব, আর চেতনার মূল হচ্ছে প্রেম। যার বিকাশ নিয়তই সংঘাত ও সমাধানের মধ্য দিয়ে চলছে।

প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে, যার মধ্যে চরম বাস্তব লুকিয়ে রয়েছে। তাই স্বপ্নবিলাসী হলেও সুভাষচন্দ্র নিছক কল্পনাশ্রয়ী স্বপ্নের পূজারী ছিলেন না, বরং চরম বাস্তবের মধ্যেই তাঁর স্বপ্ন-সাধনা নিহিত ছিল। তিনি নিজেই বলেছিলেন, I confess that I am a dreamer. I may tell my enemies that in dreaming of Indiaós freedom– I am in a very good company. If I did not dream of India's freedom– I would have accepted the chains of slavery as something eternal."

শুধু তাই নয়, তিনি যদি চরম বাস্তববাদী না হতেন, তাহলে কখনই নির্দ্বিধায় বলতে পারতেন না- I am talking as a realist and from experience.

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, এবং বঙ্কিমচন্দ্র, গিরীশ ঘোষ, নবীন সেন প্রমুখের লেখনী আর রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সুভাষচন্দ্রকে তাঁর সাহিত্যিক মনের দিক থেকে বাস্তববাদী হয়ে উঠতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করেছিল। সাহিত্যিক মন না থাকলে যেমন সাহিত্যিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া যায় না, তেমনি আবার সাহিত্যিক সমাজে নিজেকে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করাও সম্ভবপর হয় না। সাহিত্যের আরও একটা গুণ হল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সাযুজ্য রচনা করা। আর এই সাযুজ্য নিয়েই এদেশে সুভাষ জীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর নিজের ভাষায়;

তিনিই (শিক্ষক বেণীমাধব দাস) আমাকে শেখান কি করে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হয়, প্রকৃতির প্রভাবকে জীবনে গ্রহণ করতে হয়; শুধু সৌন্দর্যবোধের দিক থেকে নয়; নৈতিকবোধের দিক থেকেও বটে। তাঁর উপদেশ অনুযায়ী আমি দস্তুরমত প্রকৃতির পূজা সুরু করে দিয়েছিলাম।

লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে প্রকৃতি লাস্যময়ী ছিলেন না, বরং জীবন-দাতৃ এবং নৈতিকবোধ-দাতৃ ছিলেন, যা তাঁকে সাহিত্যিক মন নিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে এক নির্দিষ্ট নৈতিক লক্ষ্যাভিসারী, প্রত্যয়িত আদর্শের পরিচ্ছন্ন প্রবক্তা এবং একাগ্র অনুগামী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। মান্দালয় জেল থেকে লেখা তাঁর চিঠিগুলিই একথার নিষ্কলঙ্ক সাক্ষ্য দেয়। যেমন;১৯২৬ সালে মান্দালয় জেল থেকে দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে তাঁর লেখা একটি পত্রের কিছুটা অংশ ছিল- প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্যে মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত..।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র-এর সঙ্গে কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা চলতে থাকে

বিশেষ প্রতিবেদক

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর কথোপকথন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সমন্ধে স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের সান্নিধ্যে আসেন ১৩৩২

সালে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তপোবন বিদ্যালয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অনেক কৌতুহল ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিয়োগান্তক সাহিত্য পছন্দ করেন না। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই বিয়োগান্তক। তাঁর লেখায় শুধু সমাজের সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন, সমাধান দেননি। সাহিত্য নিয়ে এইসব প্রসঙ্গ ওঠায় শরৎচন্দ্রত্তবললেন, ঠাকুর কতলোক যে আত্ম-স্বীকৃতি জানিয়ে আমাকে কত পত্র দিয়েছে তার সীমা নেই। তাঁদের কথাই আমি লিখেছি আমার উপন্যাসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন,আমার কাছেও কত লোক যে Confession করেছে এবং তা যে কী বীভৎস তা কাউকে জানাবার উপায় নেই কারণ, তারা বলেছে একথা যেন গোপন থাকে।

সমাজ পচে গিয়েছে সত্য কিন্তু তাই বলে আমরা যদি দুঃখের চিত্র, হতাশার ছবি, বিকৃত মনস্তত্ত্বের অভিব্যক্তি লোকের সামনে তুলে ধরি তবে কারও কোন উপকারই আমরা করতে পারিনা। সাহিত্যিকের দায়িত্ব গঠনমূলক চিত্র তুলে ধরা, যার ফলে তারা হতাশার মধ্যে আশা ও দুঃখের মধ্যেও পায় শান্তির ঈঙ্গিত। বাস্তববাদের সঙ্গে যদি আদর্শবাদের সমন্বয় না থাকে তবে কোন সুফলই হবে না। আদর্শ চরিত্র রূপায়ন করলে তা থেকে মানুষ পাবে উদ্দীপনা - বাস্তব অসুবিধা এবং ভাগ্য বিপর্যয়কে প্রতিহত করে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে। সাহিত্যিক যদি পাঠকের মনে ভরসার সৃষ্টি করতে না পারে, কল্যাণের ঈঙ্গিত দিতে না পারে তবে সে সাহিত্যের মূল্য কতটুকু?

ঠাকুরের প্রেমল কণ্ঠের প্রজ্ঞাদীপ্ত কথাগুলি অবাক বিস্ময়ে শুনছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর এতদিনের লালিত চিন্তার স্রোত যেন থমকে দাঁড়াল।

কাতরকণ্ঠে শরৎচন্দ্র বললেন, এমন করে কখনও তো ভাবিনি ঠাকুর, -এতদিন ভাবনার ধারাটাই ছিল উল্টো রকমের। সমস্যাটা তুলে ধরেছি,ভেবেছি সমাজ সংস্কারক করবে তার সমাধান। এখন কি আর শেষ সময়ে অন্য ভাবের রচনা সৃষ্টি করতে পারব? ব্যথাহীন কণ্ঠে কথাগুলো বলে ঠাকুরের জ্যোতির্ময় মুখের দিকে তাকালেন শরৎচন্দ্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসাদীপ্ত কণ্ঠে বললেন, অবশ্যই পারবেন। এখনই লেগে পড়েন।

অনুশোচনার সুরে... শরৎচন্দ্র খুব আফসোস করে বললেন;ঞ্ঠাকুর আমার জীবনের প্রথম উপন্যাস লেখার আগে কেন আপনার কাছে এলাম না।

এরপর শরৎচন্দ্র খানিক মৌনতা অবলম্বন করে বসে রইলেন। তাঁর মন তখন আরো হাজারো প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার অস্থির হয়ে উঠে। এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করে যান ঠাকুরকে।

শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াছিলেন।সেই প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো। শরৎচন্দ্র;ঈশ্বরের অস্তিত্বে আপনি বিশ্বাস করেন? আমার তো কিছুই বিশ্বাস হয় না। আমি একেবারে নাস্তিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর;আমি তো আছি, আমার অস্তিত্ব তো দেখতে পাচ্ছি।

শরৎচন্দ্র;আচ্ছা, পাবনায় আপনার এত নিন্দা কেন? নিন্দুকের উপর আপনার রাগ হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর;না। আমি মনে করি, প্রত্যেকে নিজের হিসাব মত দেখে। আমি দেখেছি, একজন হয়তো গাই দুয়াতে যেয়ে, দুধ একটু কম হল বলে, গরুটাকে মারলে, বললে---হারামজাদী আজ দুধ কম দিলি। সে ভেবে দেখল না, কি জন্য গরুর দুধ কম হল। ভাল গয়লা যে, সে বিবেচনা করে দেখে যে, হয় গরুর খাওয়া কম হয়েছে, নয় তার ব্যারাম পীড়া কিছু হয়েছে।

শরৎচন্দ্র; 'সকল বিষয়েরই কি solution হয়'? শ্রীশ্রীঠাকুর;ঞ্চসকল বিষয়েরই solution হয়, কেবল supreme cause-এর solution হয় না।

শরৎচন্দ্র; 'মানুষের প্রবৃত্তি খারাপ দিকেই যায় কেন'?

শ্রীশ্রীঠাকুর;যে কাজে আপাতত সুখ আছে, মানুষ তাতেই আসক্ত হয়, কিন্তু তার পরে যে দুঃখ আসে তখন তা মনে করে না। যেমন একজন মদ খেল, খেয়ে নেশা হলো, স্ফুর্তি হলো, কিন্তু পরক্ষণেই কতরকম অবসাদ অশান্তি আসে। শরৎচন্দ্র 'পাপ পূণ্য কি'? শ্রীশ্রীঠাকুর;ঞ্চযে কাজে মনের প্রসারণ নিয়ে আসে, আনন্দ নিয়ে আসে, তাই পুন্য। আর এর বিরোধী যা, অর্থাৎ যে কাজে মনের সঙ্কোচ নিয়ে আসে, বিষাদ নিয়ে আসে, মৃত্যু নিয়ে আসে তাই পাপ।

শরৎচন্দ্র 'ভগবান কি দেখা যায়?' শ্রীশ্রীঠাকুর;'হ্যাঁ'। শরৎচন্দ্র; ভগবানের উপর আমাদের ভালবাসা হয় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর,তাঁতে আমরা আসক্ত নই, অন্য বিষয়ে আসক্ত আছি, এই বুঝতে হবে। তাঁতে যখন আসক্ত হব, তখন অন্য দিকের আসক্তি কমে যাবে।

শরৎচন্দ্র 'তাঁর প্রতি ভালবাসা কি করে হবে?' শ্রীশ্রীঠাকুর;আমার মনে হয়, ভালবাসলেই ভালবাসা হয়, আমরা যাতে আসক্ত হই, তারই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হয়। আপনি যখন আইনে আসক্ত হলেন, আইন পড়তে লাগলেন, তখন আইনের বিষয়ে জ্ঞান আসতে আরম্ভ হলো। ছেলেবেলায় যখন লেখাপড়ায় আসক্ত হলেন, পড়তে আরম্ভ করলেন, পন্ডিত হলেন। সেইরূপ ভগবানের উপর আসক্তি হলেও, তাঁর চর্চ্চায় তাঁর ধ্যানাদিতে তাঁর জ্ঞান চলে আসে।

শরৎচন্দ্র 'আমরা পাপ করলেই ভগবান শাস্তি দেন না কেন ?'

শ্রীশ্রীঠাকুর;ভগবান এত দয়ালু যে আমাদের ভাল কাজেও রাজী থাকেন, মন্দ কাজেও রাজী থাকেন। মন্দ কাজ করবার সময়ও বারণ করেন না, ডাকাতি করতে যাচ্ছে, তাকেও বারণ করেন না, ভগবান এত দয়ালু। একজন খুন করে ফাঁসিতে যাবার সময় ডাবের জল খেয়ে বলেছিল---কৈ, খুন করেছি বলে তো ডাবের জল আমার কাছে তিতা লাগে না! ভগবান যদি রুষ্ট হতেন, তবে ডাবের জল আমার কাছে তিতা হয়ে যেত, তিনি তো আমায় ক্ষমা করেছেন---মানুষ আমাকে ক্ষমা করতে পারল না। তবে পাপের শাস্তি কি রকম পায়?

---ঠেকে শেখার মত।

থিসিয়াসের জাহাজ সম্পর্কে এখনও প্রশ্ন

শঙ্করলাল কর্মকার

থিসিয়াসের জাহাজ। ডেলিমা একটি প্রাচীন দার্শনিক সমস্যা যা আজ পর্যন্ত সমাধান হয়নি।

থিসিয়াস ছিলেন একজন গ্রীক রাজা। যিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে যখন ফিরে আসেন তখন শহরের মানুষ তার বিজয় উদযাপন করে এবং তার ঐতিহাসিক যুদ্ধ জাহাজটি সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সময় পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে জাহাজের কাঠের টুকরোগুলি ক্ষয় হতে থাকে তাই মানুষ প্রতি বছর পুরনো কাঠগুলো বদলে দেয়। এভাবে কাঠ বদলাতে বদলাতে অবশেষে জাহাজের সমস্ত কাঠ একদিন পরিবর্তন হয়ে যায়।

ফলে প্রশ্ন ওঠে- জাহাজটি কি এখনও থিসিয়াসের একই জাহাজ রয়েছে যেটি তিনি যুদ্ধজয়ে ব্যবহার করেছিলেন? এটি কি তার আসল ঐতিহ্য ধরে রেখেছে?

যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে কিভাবে সম্ভব? যখন মূল কাঠগুলো জাহাজে আর নেই?

আর যদি উত্তর না হয়, তাহলে কোন পর্যায়ে জাহাজটি তার পরিচয় হারিয়েছে ?

প্রথম কাঠের পরিবর্তনের পর? নাকি একেবারে শেষ কাঠের পর? এই প্রশ্নটি আরও একটি বড় দার্শনিক প্রশ্নের জন্ম দেয়।

একটি বস্তু কি তার আসল পরিচয় ধরে রাখতে পারে যদি তা বাহ্যিকভাবে সম্পূর্ণ বদলে যায়।

আবার ধরা যাক- কেউ পুরনো কাঠের টুকরোগুলো সংগ্রহ করে একটি নতুন জাহাজ তৈরি করেছে, তাহলে নতুন নির্মিত এই জাহাজটাকে কি থিসিয়াসের জাহাজ হিসাবে অভিহিত করা যাবে?

একটি সহজ উদাহরণ। ধরুন আপনি যে ফুটবল দলটি পছন্দ করেন সেখানে প্রতিদিন এক একজন খেলোয়াড় বিক্রি হয়ে নতুন খেলোয়াড় আসে। একদিন আপনি মাঠে গিয়ে দেখতে পেলেন সেই দলটির শুধু নামটা রয়েছে আর বাকি সব খেলোয়াড় বদলে গেছে।

এখন আপনি কি সেই দলটিকে এখনও আপনার দল হিসেবে মনে করবেন। যে দল বিভিন্ন সময় ট্রফি এনে দিয়েছে। যার বিজয়ে আপনি আনন্দিত হয়েছেন, শিহরিত হয়েছেন, গৌরবান্বিত হয়ে যার বিজয় উদযাপন করেছেন।

যদি পুরনো খেলোয়াড়রা সবাই অন্য দলে চলে যায় এবং নতুন দলটি আপনার পুরনো দলকে পরাস্ত করে। তখন কি আপনি রোদন করবেন নাকি আগের মতো আনন্দে শিহরিত হবেন?

এবার অন্য আর একটা বিষয় নিয়ে ভাবা যাক। আপনি যে শহরটি ভালোবাসেন। যার সাথে রয়েছে আপনার নাড়ীর সম্পর্ক। আপনার নীড়ের সম্পর্ক। যেখানে সময়ের সাথে সাথে পুরনো জায়গাগুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে। আপনার প্রিয় গাছগুলো কাটা হয়ে গেছে। প্রিয় খেলার মাঠ উধাও হয়ে গেছে। প্রিয় পুকুরটি ভরে গেছে। এমনকি প্রিয় মানুষগুলোও হারিয়ে গেছে। শুধু শহরের নামটা রয়ে গেছে।

আপনি কি সেই শহরের সাথে আগের মতো সম্পর্ক অনুভব করবেন? নাকি বুকের ভেতর এক অব্যক্ত হাহাকার নিয়ে দিন পার করে যাবেন? ধরা যাক, আপনি একটি নির্দিষ্ট পরিচয় তৈরি করেছেন যা দিয়ে আপনি অন্যদের মাঝে পরিচিতি পেয়েছেন। আপনার বিশ্বাস, নীতি, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং পছন্দ-অপছন্দ সেগুলো ধীরে ধীরে আপনাকে তৈরি করেছে ।

সময়ের সাথে সাথে সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে গেছে, আপনার নীতির জায়গায় নতুন নীতি এসেছে।

আপনি যা আগে বিশ্বাস করতেন এখন তা পরিহাস বলে মনে হয়। শুধু তাই না। আপনার চরিত্রও বদলে গেছে।

বকেয়া টাকা প্রদানের দাবীতে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া টাকা মেটানোর দাবীতে এমজিএনআরজিএস এর কাজে যুক্ত রুরাল ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার। বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি এদিন জেলা প্রশাসনকে ৫ দফা দাবী সম্বলিত একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয় অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। এদিন দুপুরে টাউন হল থেকে মিছিলের মাধ্যমে প্রায় দেড়শো জন কন্ট্রাক্টর ও ভেন্ডাররা জেলা কালেক্টরেট বিল্ডিং পর্যন্ত যান এবং অতিরিক্ত জেলা শাসককে তাদের ডেপুটেশন কপি তুলে দেন। অ্যাসোসিয়েশনের জেলা প্রেসিডেন্ট শরীফ মিঞা জানান, প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে এমজিএনআরজিএস প্রকল্পের কাজে যুক্ত এই জেলার প্রায় হাজার খানেক কন্ট্রাক্টর ও ভেন্ডাররা তাদের বকেয়া টাকা পান নি। এই বকেয়া টাকার পরিমাণ প্রায় তিনশো কোটি টাকারও অধিক। ফলে চরম আর্থিক সংকটে দিন কাটাচ্ছেন এমজিএনআরজিএস এর কাজে যুক্ত কন্ট্রাক্টর ও ভেন্ডাররা। তারা বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ব্যাঙ্ক, মহাজনদের কাছে ঋণ নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু সরকার তাদের টাকা বকেয়া রেখে দেওয়ায় সঠিক সময়ে সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না। ফলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সহ বিভিন্ন মহাজন তাদের ঋণের টাকা পরিশোধ করে দেবার জন্য চাপ দিচ্ছে। কারুর ব্যাক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে অর্থ পরিশোধ করে আসছে ব্যাঙ্ক কর্মীরা। পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, সামাজিক সম্মান ক্ষুন্ন হচ্ছে। এমনকি বকেয়া টাকা না পেলে ভবিষ্যতে তাদের আত্মহত্যা ছাড়া কোন দ্বিতীয় পথ থাকবে না বলে জানান শরীফ মিঞা। অপর দিকে অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি সেখ পারভেজ উদ্দিন জানিয়েছেন, তারা দীর্ঘদিন ধরেই বকেয়া টাকা পাওয়ার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছেন, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনরকম সদর্থক বার্তা তারা পাচ্ছেন না। এদিকে আর্থিক সঙ্কটে মহজনের ঋণশোধ করতে না পারায় পূর্বস্থলীর বাসিন্দা তাদেরই এক সহকর্মী দেবাশীষ দে আত্মঘাতী হয়েছেন এবং অপর এক সহকর্মী বাবলু মোল্লার আর্থিক সঙ্কটে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়। সুতরাং প্রশাসনের মাধ্যমে সরকার তাদের দাবীগুলি মেনে নিয়ে কাজের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে তাদের জীবন জীবিকা রক্ষা করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

দিঘায় জগন্নাথ ধামের কাছেই চৈতন্যদ্বার, শুরু হল কাজ

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৮ জানুয়ারি ঃ পুরী জগন্নাথ মন্দিরের মূল পাণ্ডা দয়িতাপতির পরামর্শ মেনে দিঘায় জগন্নাথ ধামের কাছে 'চৈতন্য দ্বার' সরিয়ে আনা হচ্ছে। পাশাপাশি জগন্নাথ ধামের পুরোহিত এবং সেবাইতদের যাতায়াতের জন্য নতুন করে শুরু হল প্রবেশদ্বার বানানোর কাজ। আগামী ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ ধাম উদ্বোধন হওয়ার কথা। তার আগে দ্রুত মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জগন্নাথ ধামের পূর্বদিকে যে বিশ্রাম কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে, তার সামনে নতুন প্রবেশ দ্বার তৈরি করা হচ্ছে। গত দু-তিন দিন ধরে ওই অংশে মন্দিরের সীমানা বরাবর যে লোহার প্রাচীর বানানো হয়েছিল, তা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তার পরিবর্তে শুরু হয়েছে নতুন নির্দেশ মতো নবদ্বার তৈরি কাজ শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জগন্নাথ মন্দিরে যাঁরা পুরোহিত এবং সেবাইত নিযুক্ত হবেন তাঁরা যাতে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন তার জন্য নতুন প্রবেশদ্বার তৈরি করা হচ্ছে। মাইতি ঘাটে যাওয়ার মুখে যেখানে এই দ্বার তৈরি হবে সেখানে ট্রাফিক পুলিশের সিগন্যাল এবং বিদ্যুতের খুঁটি রয়েছে। সেগুলি অন্যত্র সরানো হয়েছে ইতিমধ্যে। জগন্নাথ দেবের প্রস্তাবিত মাসির বাড়ির কাছে যেখানে আগে চৈতন্যদ্বার হওয়ার কথা ছিল। সেখানে আলাদা একটি তোরণ বানানো হচ্ছে। সব কাজই করছে রাজ্য সরকারের সংস্থা হিডকো করছে। প্রসঙ্গত, গত ১২ ডিসেম্বর দিঘার জগন্নাথ ধামের কাজ ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে সময় তিনি ঘোষণা করেন, আগামী ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ায় জগন্নাথ ধাম খুলে দেওয়া হবে। মন্দির উদ্বোধনের এক মাস আগে ট্রাস্ট কমিটির হাতে জগন্নাথ ধাম হস্তান্তর করতে হবে হিডকোকে। জগন্নাথ দেবের মূল মন্দির- সহ বাকি আরও পাঁচটি মন্দির, ভোগ ঘর, ভাঁড়ার ঘর, বিশ্রাম কক্ষ ইত্যাদি নির্মাণ হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দয়িতাপতি এসেছিলেন। তিনি নির্মিয়মান মন্দিরের অভ্যন্তরের পরিকাঠামো কিছুটা বদলানোর নির্দেশ দেন ট্রাস্ট কমিটিকে। সেই পরামর্শ মেনে জগন্নাথ ধামে একাধিক তোরণ এবং দ্বার তৈরি করা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। এর জন্য ৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

হুগলির হরিপাল ব্লকে দুয়ারে সরকার শিবিরে বার্ধক্য ভাতার আবেদন পত্র জমা লক্ষ্য করার মত

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৮ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারের নবম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবির ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। শিবির গুলিতে মানুষের ঢল লক্ষ্য করার মতো। সারা রাজ্যের সঙ্গে হরিপাল ব্লকের ও বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে দুয়ারে সরকার শিবির চলছে। রাজ্য সরকারের ৩৭ টি প্রকল্পের সুবিধা পেতে সাধারণ মানুষ দুয়ারে সরকার শিবিরে ভিড় জমাচ্ছেন। এদিন হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এই দুয়ারে সরকার শিবিরে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা কোলে বার্ধক্য ভাতার আবেদনে আয়ের শংসাপত্র দিতে টেবিল চেয়ার নিয়ে নিজেই বসে পড়েছেন। তিনি জানালেন বহু মানুষ বার্ধক্য ভাতার আবেদন জমা দিতে তৎপর আজকে এই শিবিরে সর্বাধিক ৪২৩ জন উপভোক্তা বার্ধক্য ভাতার আবেদন পত্র জমা দেন। শুধু তাই নয় বিধবা ভাতা লক্ষ্মীর ভান্ডার খাদ্য সাথী তপশিলি জাতিদের শংসাপত্র স্বাস্থ্য সাথী সামাজিক সুরক্ষা কৃষক বন্ধু বিদ্যুৎ সংযোগ মানবিক সহ বিভিন্ন প্রকল্পে মানুষ আবেদন পত্র জমা করেন। সাথে সাথে পঞ্চায়েত ট্যাক্স প্রদানেও মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন উক্ত পঞ্চায়েতের কর আদায়কারী জানান মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন তাই ট্যাক্স প্রদানে তারা যথেষ্ট আগ্রহী। শিবিরের দায়িত্বে থাকা শ্রম আধিকারিক সৈকত পোদ্দার জানান মানুষ হাতের কাছে পরিষেবা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট খুশি। তারা এই প্রকার শিবির আরো কয়েকটি করার জন্য অনুরোধ রেখেছেন। তিনি জানান রাজ্য সরকারের আরেকটি জনপ্রিয় প্রকল্প সামাজিক সুরক্ষা, এই প্রকল্পে মানুষের সাড়া মিলছে ব্যাপকভাবে তিনি বলেন আজকের এই দুয়ারে সরকার শিবিরে প্রায় ১৯৪৪ জন উপভোক্তা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে আবেদন জমা করেন। জানা গেছে আজকের এই শিবিরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ব্যবসায়ে উৎসাহিত হয়ে প্রায় ১৪ জন ঋণের জন্য আবেদন জানান। শিবিরের শেষে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন।

কোটি টাকার প্রকল্পে সাজবে বোলপুরঃ এস এস ডি এ বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৮ জানুয়ারি ঃ কোটি টাকার প্রকল্পে সাজতে চলেছে বোলপুর। মঙ্গলবার শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নযন পর্ষদের (এস এস ডি) বোর্ড মিটিং অনুষ্ঠিত হলো বোলপুর গীতাঞ্জলিতে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বিধান রায়, এস আর ডি এ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, এস এস ডি এ চেয়ারম্যান মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, নব দায়িত্ব প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বিভাস চৌধুরী সহ বিশ্বভারতীর আধিকারিক এবং প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিঃ। এদিন বোলপুরের পাশাপাশি, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী নিয়েও আলোচনা হয়। আলোচনা হয়, বাফার জোনের। পাশাপাশি, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে কিভাবে শান্তিনিকেতনের গরিমা ধরে রাখা যায়। ২০০৪ সালে তদানীন্তন এস এস ডি এ চেয়ারম্যান সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি পরিকল্পনা করেন। কিন্তু আইনগত কারণে সেই মামলা এখনও সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে আছে। ৯ ফেব্রুয়ারী তার শুনানী আছে। বিভাস চৌধুরী যিনি বোলপুরের কাছে হাটসেরান্দিরতে বেড়ে ওঠেন। তিনি বলেন, এখন জনসংখ্যা বেড়েছে। তাই পরিকল্পনা প্রয়োজন। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, অনুমতি যেমন পঞ্চায়েত বা জেলাপরিষদ দেয়, তেমনি দেবে। কিন্তু এস এস ডি এ-র কাছ থেকে নো অবজকশন নিতে হবে। তাহলে যেভাবে অপরিকল্পিত ভাবে বিল্ডিং তৈরি করে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে তা দূর হবে। পাশাপাশি, ৪৪ টি মৌজা নিয়ে গঠিত এস এস ডি এ-র পরিধি বাড়াতে হবে। এদিন অনুব্রত মণ্ডল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে ধমক দিয়ে বলেন, অপরিকল্পিতভাবে অনুমতি দেওয়ার খবর আমার কানে এসেছে।

মালদায় শুরু হলো ক্রেতা সুরক্ষা মেলা

মালদা, ২৮ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার মালদায় শুরু হলো ক্রেতা সুরক্ষা মেলা। সেই উপলক্ষ্যে মালদা কলেজ মাঠ থেকে একটি সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বের করা হয়। সেই শোভাযাত্রায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে, পাশাপাশি মালদার ঐতিহ্য গম্ভীরা ও মুখোশ শিল্পীদের নৃত্য এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। মঙ্গল দ্বীপ জ্বেলে মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পাঁচ মন্ত্রীসহ বিশিষ্টরা। মালদার স্বামী বিবেকানন্দ ক্রীড়াঙ্গনে এই মেলা চলবে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। স্বাগত ভাষণ দেন মূল উদ্বোধক ও রাজ্যের উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। তিনি জানান, ক্রেতা সুরক্ষা ও উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা, একইসঙ্গে ক্রেতাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই এই মেলার আয়োজন। মন্ত্রী জানান, ক্রেতা সুরক্ষার দপ্তর আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ক্রেতাদের অধিকার সুরক্ষিত করার চেষ্টা করছে। এই উদ্দেশ্যেই এমন মেলার আয়োজন। মন্ত্রী দাবি করেন, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যেখানে মুখ্যমন্ত্রী এই দপ্তরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পৃথক ক্রেতা সুরক্ষার দপ্তর গঠন করে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কলকাতা থেকে বিভিন্ন জেলা এবং গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছেও অধিকার সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দপ্তর কাজ করে চলছে। অন্যান্য রাজ্যে খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে এই দপ্তরের কাজকর্ম যুক্ত। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গে পৃথকভাবে এই দপ্তর মানুষের জন্য কাজ করছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা ও উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, রাজ্যের অচিরাচরিত শক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গোলাম রব্বানী, সেচ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলা সভাধিপতি, বিধায়ক, পুরপ্রধান সহ বিশিষ্টরা প্রমুখ। মেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আলোচনা সভা, সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় ৭০ টি টল হয়েছে ক্রেতা সুরক্ষা মেলায়।

আসাম সরকার কলকাতায় সফল বিনিয়োগকারীদের রোডশো আয়োজন করেছে

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ আসাম সরকার কলকাতার হোটেল তাজ বেঙ্গলে একটি অত্যন্ত সফল বিনিয়োগকারীদের রোডশো আয়োজন করেছে, যা বহুল প্রত্যাশিত অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০ বিনিয়োগ ও অবকাঠামো শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫ এর পূর্বসূরী হিসেবে কাজ করবে। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত এই শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্য আসামের রূপান্তরমূলক প্রবৃদ্ধির যাত্রা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি প্রধান বিনিয়োগ গন্তব্য এবং প্রবেশদ্বার হিসেবে এর অপরিসীম সম্ভাবনা প্রদর্শন করা। অশোক সিংহল, আসাম সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সেচ মন্ত্রী, অশোক সিংহল একটি মূল বক্তব্য রাখেন, যিনি আসামের গতিশীল অবকাঠামো উন্নয়ন, সবুজ শক্তি উদ্যোগ এবং বৈচিত্র্যময় উৎপাদন খাতের উপর জোর দিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন শ্রীমতি সোনালী ঘোষাল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের FICCI-এর সহ-সভাপতি আসাম সরকারের প্রধান সচিব মুকেশ চন্দ্র সাহু, আইএএস এবং আসাম ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পি. বিজয়া ভাস্কর রেড্ডি, আইএএস, বিশিষ্ট শিল্প নেতাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। সিংহল তার ভাষণে ধুবড়ি-ফুলবাড়ি সেতু এবং জাগিরোড ইলেকট্রনিক্স সিটির মতো রূপান্তরমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামো পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে আসামের প্রচেষ্টা তুলে ধরেন। তিনি সৌরশক্তি, সবুজ হাইড্রোজেন এবং অ্যামোনিয়া উৎপাদনের উদ্যোগের মাধ্যমে সবুজ জ্বালানিতে রাজ্যের নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেন। আসাম আইটি এবং ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ সক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক্স, ফার্মা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, এফএমসিজি এবং পেট্রোকেমিক্যাল সহ উৎপাদন খাতে প্রবৃদ্ধিও বৃদ্ধি করছে। তিনি রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, চা বাগান এবং অ্যাডভেঞ্চার এবং ইকো-ট্যুরিজমের সুযোগের কথা উল্লেখ করে আসামের সমৃদ্ধ পর্যটন সম্ভাবনার উপর জোর দেন এবং বিনিয়োগকারীদের এই অব্যবহৃত সুযোগগুলি অন্বেষণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। মন্ত্রী আসামের সীমান্তের কাছে ভুটানের আসন্ন ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস সিটি-এর দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা সিঙ্গাপুর এবং দুবাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কল্পনা করা হয়েছে। আসামের নিজস্ব শিল্প নীতিমালার মাধ্যমে উৎপাদন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা হয়েছে, যা মূলধন ভর্তুকি, SGST পরিশোধ এবং উৎপাদন-সংযুক্ত প্রণোদনা সহ কাস্টমাইজেবল প্রণোদনা প্রদান করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১০০ কোটির বেশি বিনিয়োগ এবং ২০০ টিরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্পগুলি বিশেষভাবে তৈরি সমাধানের জন্য যোগ্য। আজ অবধি, রাজ্য ১৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ২১টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে, যার মধ্যে পেপসিকো এবং ডালমিয়া সিমেন্টের মতো প্রধান কোম্পানিগুলি বিনিযোগে করেছে। মন্ত্রী সিংহল এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সাথে অংশীদারিত্বে নির্মিত আসাম স্কিল ইউনিভার্সিটি এবং আইটিআই এবং পলিটেকনিক আধুনিকীকরণের জন্য টাটা টেকনোলজিস এবং ডাসল্ট সিস্টেমের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মী ক্ষমতায়নের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। অতিরিক্তভাবে, সম্পূর্ণরূপে সবুজ শক্তি দ্বারা চালিত টাটা সেমিকন্ডাক্টর OSAT ইউনিট ১৫,০০০ সরাসরি কর্মসংস্থান তৈরি করতে প্রস্তুত, যা ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় আসামের অবস্থানকে সুদৃঢ় করবে। ইন্টারেক্টিভ প্রশ্নোত্তর পর্বের সময়, মন্ত্রী সিংহল আসামের বিনিযগে নীতি, প্রণোদনা এবং ব্যবসা করার সহজতা সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আস্থা এবং উৎসাহ জাগিয়ে তোলে। এই রোডশোতে ইমামি লিমিটেড, সোনা ভেটস, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড, গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট লিমিটেড এবং আরও অনেক বিশিষ্ট সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিল। জ্বালানি, অবকাঠামো, সেমিকন্ডাক্টর, টেক্সটাইল, আইটি-আইটিইএস এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রের কোম্পানিগুলির সাথে বিজনেস-টু-গভর্নমেন্ট (বিটুজি) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড, কোটরা কলকাতা, জিইই লিমিটেড, ইমামি লিমিটেড, আনমোল ফিডস প্রাইভেট লিমিটেড, মেন্ডাইন ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড, গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট লিমিটেড, সিকম গ্রুপ, জিডি মাইনিং, সোনা ভেটস, আরসি আগরওয়াল মেমোরিযাল হাসপাতাল, হোটেল পোলো টাওয়ারস গ্রুপ, জেআইএস কলেজ অফ ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস, মেরলিন প্রজেক্টস লিমিটেড, প্রেস্টিজ আইসক্রিমস প্রাইভেট লিমিটেড, এসএইচআরএম বায়ো টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড এবং হোটেল সোনার বাংলা গ্রুপের মতো শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলি মন্ত্রী সিংহলের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছিল। এই আলাপচারিতাগুলি আসামের বিনিয়োগ এবং শিল্প জুড়ে অংশীদারিত্বের জন্য বিভিন্ন সুযোগ তুলে ধরে। এই বৈঠকগুলিতে ব্যবসায়ী নেতারা আসাম সরকারের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ অন্বেষণে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। অনেকেই অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০-তে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন এবং আসামের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। সিংহল প্রকাশ করেছেন যে অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০ বিনিয়োগ ও অবকাঠামো শীর্ষ সম্মেলন ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানান যে শীর্ষ সম্মেলনের আগে ২৪ ফেব্রুয়ারি ৮,০০০-এরও বেশি তরুণ- তরুণীর অংশগ্রহণে একটি দুর্দান্ত ঝুমইর নৃত্য পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন।

আবারও হাসপাতালে ভর্তি করানো হল মৃত মামণির শিশুসন্তানকে

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৮ জানুয়ারি ঃ আবারও মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হল মৃত মামণি রুইদাসের শিশুসন্তানকে। পেটের সমস্যা নিয়ে মাতৃমা বিল্ডিংয়ের শিশু বিভাগে ভর্তি রয়েছে সে। চিকিসকেরা জানিয়েছেন, এখন সুস্থ রয়েছে সে। চলতি মাসের শুরুতে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মামণি-সহ পাঁচ প্রসূতি। পরে মামণির মৃত্যু হয়। অভিযোগ উঠেছিল, স্যালাইন নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। মামণির চার বছরের এক কন্যাসন্তানও রয়েছে। সে এখনও জানেই না যে, মা আর নেই। মামনির মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্রকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল পরিবার। কিন্তু বাড়ি গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে আবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসার পরে সে ছাড়াও পায়। এরপরে সোমবার রাতে আবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। মামণির স্বামী দেবাশিস রুইদাস বলেন, 'সপ্তাহে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। আবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় চন্দ্রকোনা থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।'' তিনি জানিয়েছেন, তাঁদের চার বছরের মেয়ে মায়ের মৃত্যুর বিষয়ে এখনও কিছুই জানে না।

পুরুষ সহকর্মীর লালসার শিকার দুই নার্স! গ্রেপ্তার স্বাস্থ্যকর্মী

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ জানুয়ারি ঃ কর্তব্যরত অবস্থায় দুই নার্সিং পড়ুয়াকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে উত্তপ্ত আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুরুষ নার্সকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে তাতেও উত্তেজনা থামানো যাচ্ছে না। নিগৃহীত নার্সদের অভিযোগ, এমার্জেন্সিতে ঢুকে তাঁদের শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। এমনকী ডিউটি অফ করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। ঘটনা আলিপুরদুয়ার জেলা সদর হাসপাতালের। অভিযোগকারী দ্বিতীয় বর্ষের দুই নার্সিং পড়ুয়া। কর্মরত অবস্থায় এমার্জেন্সি বিভাগে ঢুকে তাঁদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছেন হাসপাতালের এক পুরুষ নার্স। শুধু শারীরিকই নয়, মানসিকভাবেও তাঁদের হেনস্তা করা হয়েছে। কাজের মাঝে এমন সমস্যা হওয়ায় প্রথমে নার্সিং সুপারকে বিষয়টি জানান পড়ুয়ারা। নার্সিং পুয়ারা সকলে স্বাক্ষর করে স্মারকলিপি পেশ করেন। এরপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ জানান সুপার। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হন হাসপাতালের পুরুষ নার্স। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগেও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। নানা সময়ে এমার্জেন্সি বিভাগে ঢুকে ওই পুরুষ নার্স মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেন, এমন অভিযোগ তুলেছেন অনেকেই। এমনকী কর্তব্যরত নার্সিং পড়ুয়াদের ডিউটি বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেন তিনি। এবার দুই পড়ুয়ার সঙ্গে এই ঘটনার পর সকলেই প্রতিবাদে নামেন। একযোগে বিক্ষোভও দেখান। একসঙ্গে সই করা অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। আর তা পেয়ে পদক্ষেপ নিতে আর দেরি করেননি হাসপাতালের সুপার। থানায় যোগাযোগ করে অভিযুক্ত পুরুষ নার্সকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। হাসপাতালের তরফে তার বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে কি না, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।

গুলেন বারি সিনড্রোমে রাজ্যে মৃত্যু ছাত্রের, শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ গুলেন বারি সিনড্রোমে এবার দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। এই ঘটনা রাজ্যে প্রথম বলেই প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের প্যারীচরণ সরকার রাষ্ট্রীয়.উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির পুয়ার জিবিএসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবরে সোমবারই প্রতিবেশীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবরটি মঙ্গলবার ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আমডাঙার টাবাবেরিয়ে গ্রামের বাসিন্দা সুশান্ত মণ্ডল পেশায় দিনমজুর। তাঁর স্ত্রী মালবিকাদেবী গৃহবধূ। ওই দম্পতির একমাত্র সন্তান অরিত্র। গত ২২ তারিখ অরিত্র সন্ধ্যায় ঘুম থেকে উঠে মাকে গলা ব্যথার কথা জানিয়েছিল। পরিবার তখন বিষয়টিকে ঠান্ডা লেগেছে বলেই মনে করে। রাতে তার জ্বর আসার কারণে ওষুধও খায়। পরের দিন ঘুম থেকে ওঠার পর আর দু'হাতে জোর পায় না অরিত্র। একথা শুনে তৎক্ষণাত ছেলেকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান মালবিকাদেবী। সেখানে চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই অরিত্র পড়ে গিয়েছিল বলেই জানা গেছে। তখনই চিকিৎসকের পরামর্শে তড়িঘড়ি পড়ুয়াকে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তৎক্ষণাত শুরু হয় চিকিৎসা। পরে কলকাতায় এনে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়। করোনার পর বিশ্ব স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নতুন আতঙ্ক গুলেন বারি সিনড্রোম বা জিবিএস। ক্রমশ দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে এই রোগ। ইতিমধ্যেই মুম্বই, পুণেতে অনেককে, বিশেষ করে ছোটরা বিরল এই স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এই রাজ্যেও আক্রান্তদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে।

রাতারাতি পুকুর বুজিয়ে বাড়ি তৈরির চেষ্টা, প্রতিবাদে ফুঁসছে গোটা গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ প্রশাসনের নাকের ডগায় দিনে দুপুরে ট্রলিতে করে মাটি ও আবর্জনা নিয়ে এসে ভরাট করা হচ্ছে পুকুর। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুকুরের ওই জায়গা ভরাট করে সেই জায়গায় বাড়ি করার পরিকল্পনা করেছে পুকুর মালিক। চোখের সামনে এভাবে পুকুর ভরাট হতে দেখে স্থানীয় পুর কাউন্সিলরের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু, তারপরেও কোনও পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি কাউন্সিলরকে। ঘটনা বাঁকুড়ার তামলীবাঁধ বাগানবস্তি এলাকার। চাপানউতোরের মধ্যেই এখন কড়া পদক্ষেপ আশ্বাস দিয়েছে বাঁকুড়া পুরসভা। বাঁকুড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তামলীবাঁধ এলাকার বাগানবস্তি এলাকায় আজ থেকে কয়েক বছর আগেও ছিল একটি পুকুর। বাগানবস্তি পুকুর নামের সেই পুকুরে সান বাঁধানো ঘাটও ছিল। বাসন ধোয়া থেকে শুরু করে স্নান করা এবং গৃহস্থালির বিভিন্ন প্রয়োজনে পুকুরটির জল ব্যবহার করতেন স্থানীয়রা। সম্প্রতি সেই পুকুরটি ভরাট করে সেই জায়গায় বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেন পুকুরের মালিক আকলিমা বিবি। অভিযোগ, আসলে জমির চরিত্র বদনালোর চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রথমে পুকুরটি ঘিরে ফেলা হয়। পরে ট্রলিতে করে বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি, রাবিশ ও আবর্জনা নিয়ে এসে ধীরে ধীরে পুকুরটি বুজিয়ে ফেলার কাজ শুরু হয়। বর্তমানে পুকুরটির বেশিরভাগ অংশ বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রতিবাদে স্থানীয় কাউন্সিলরের দ্বারস্থ হন স্থানীয়রা। কিন্তু তারপরেও বন্ধ হয়নি পুকুর ভরাট। অভিযোগ বারংবার নিষেধ করার পরেও পুকুর ভরাট করার ক্ষেত্রে অনড় মনোভাব দেখিয়ে চলেছেন পুকুরের মালিক পক্ষ। পুকুর মালিক পুকুর ভরাটের কথা কার্যত স্বীকারও করে নিয়েছেন। তাঁর দাবি, পুকুর ভরাট করে জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে তবেই সেখানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। পুরসভার দাবি, এভাবে পুকুর ভরাট করে সেই জমির শ্রেণি বদল করা যায় না। দ্রুত পুকুরের মালিকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে পুরসভার তরফে।

মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার মুখে রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সমালোচনায় বিভিন্ন মহল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ জানুয়ারি ঃ মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার মুখে রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের এই তুঘলকী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনায় বিভিন্ন মহল। উল্লেখ্য, ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যজুড়ে মাদ্রাসা বোর্ডের হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই কারণে সম্প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষা ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের পক্ষে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই জেলা স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করতে হবে। সেই মোতাবেক অধিকাংশ প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার কারণে রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর ঘোষণা করে ২৮ থেকে ৩০ জানুয়ারি মধ্যে রাজ্য স্তরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে হুগলীর চুচুড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষা সংগঠনের বীরভূম জেলা সভাপতি ড. মহঃ ফজলে মৌলা খান বলেন, ১০ ফেব্রুয়ারী থেকে হাইমাদ্রাসা পরীক্ষা। তিন ফেব্রুয়ারী চুচুড়ায় রিপোর্টিং টাইম। ৪ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা। দশ তারিখ থেকে মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা। একটি জলপাইগুড়ি বা দার্জিলিংয়ের পরীক্ষার্থী কিভাবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে? খেলাকে নিয়ে ছেলে খেলা না করতে চাইলে বোর্ডের পরীক্ষার পর রাজক্রীড়া স্তরের প্রতিযোগিতা করা উচিত।

ছিনতাইকারী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ জানুয়ারি ঃ আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করল মালদা থানার পুলিশ। গতকাল গভীর রাতে পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চলের নিত্যানন্দপুর বাইপাস জাতীয় সড়কে বেশ কিছু দুষ্কৃতী ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। মূলত দূরপাল্লার লরি গুলোকে দাঁড় করিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লুট করে দুষ্কৃতীদের দল। সে সময় মালদা থানা পুলিশের বিশেষ টিম ওই রাতেই টহল দিচ্ছিল এলাকায়। পুলিশের নজরে আসতেই দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করে যদিও বেশ কিছু দুষ্কৃতীর পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও একজন পুলিশের জালে ধরা পড়ে।

Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NieT 12 Memo 67/Khal/2025
Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e Tender, of different schemes which are available in **www.wb.etenders.gov.in** web site and Last date of submission **07/02/2025 (6.00 PM)**
Sd/-
Pradhan,
Khalagram Gram Panchayat

Brajarajpur GP Under indpur Block
Mudunia Gunnath
Bankura Pin-722121
Notice Inviting e-Tender
NIeT-16/24-25, Memo No-57/Braja/2025, Date-25/01/2025 Last date of Submission **01.02.2025 (5p.m)**
Pradhan, Brajarajpur GP, Indpur Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in **www.wbtender.gov.in** website.
Sd/-Pradhan
Brajarajpur Gram Panchayat

TENDER NOTICE
NIT No.: 03(e)/NGP/2024-25
dated 28.01.2025
Notice Inviting e-Tender No: **03(e)/NGP/2024-25** of the office of the Pradhan, Nowahatu Gram Panchayat, Murulahar, Dist: Purulia invites e-tender for the works. Both Technical and Financial bid submission closing date (online): **11.02.2025 up to 05- 00 pm**. Date of opening of Technical Proposals (online): **14.02.2025 from 11-00 am**. The Scheme list, Estimated cost, Earnest Money, and other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as in the website **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Nowahatu Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER
1. Re e-Tender Reference No- **P-I/08/105/EO/15th F,C/ 2024-25,Dated-24/01/2025** Tender ID: **2025_ZPHD_806122_1 to 5** has been floated 6nos tender fund 15 th F.C
2. **e-Tender Reference No- P-I/09/141/EO/ BEUP -269 /2024-25, Dated-28/01/2025** Tender ID: **2025_ZPHD_807923_1 to 2** has been floated 2nos tender Fund BEUP (2023-24),269 Purbasthali uttar A.C. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

পূর্ব রেলওয়ে
হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম
নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তাং. ২৭.০১.২০২৫
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই বছরের জন্য দুই পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ১৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২৪টি এসএলআর-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **www.ireps.gov.in**-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। **নিলাম ক্যাটালগের বিশদ ঃ (১) নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৫-২এ । **ট্রেন ঃ** ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৩টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। (২) **নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল- এইচডব্লুএইচ-এল-২৫-২বি । **ট্রেন ঃ** ১১টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২১টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা।
HWH-566/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞান

রাতের আকাশে মাঝেমধ্যেই অরোরার চমকে মুগ্ধ হয় মেরু এলাকার মানুষ

রাতের আকাশে মাঝেমধ্যেই অরোরার চমকে মুগ্ধ হয় মেরু এলাকার মানুষ। সেই অরোরার রহস্য উন্মোচন করতে আগ্রহী মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। নাসা অরোরার রহস্য জানতে দুটি রকেট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার রাতের আকাশজুড়ে আলোর অনন্য ঝলকের রহস্য গভীরভাবে দেখতে চায় তারা। নাসার গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার থেকে মহাকাশ পদার্থবিদ মারিলিয়া সামারা ও রবার্ট মিশেলের নেতৃত্বে দুটি মিশনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আলাস্কার ফেয়ারব্যাঙ্কসের পোকার ফ্ল্যাট রিসার্চ রেঞ্জ থেকে রকেট উৎক্ষেপণ করা হবে। কিছু অরোরা ঝিকিমিকি ধরনের আবার কিছু অরোরার স্পন্দন টের পাওয়া যায়। অরোরার ভিন্নতা জানা যাবে এ মিশন থেকে। আলাস্কার ভেনেটিতে থেকে রকেটের গতিপথ পর্যবেক্ষণ করা হবে। মানমন্দির থেকে স্থলভিত্তিক ক্যামেরা ব্যবহার করে অরোরার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন তাঁরা। অরোরা বোরিয়ালিসকে উত্তরীয় আলো বলা হয়। যখন সূর্য থেকে চার্জযুক্ত কণা পৃথিবীর ওপরের বায়ুমণ্ডলে পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ করে, তখন অরোরার চমকানো আলোকশক্তি দেখা যায়। সাধারণ ঘটনা হলেও অরোরার বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করতে চান বিজ্ঞানীরা।

আমাদের গ্রহের চারপাশের মহাকাশের পরিবেশ সম্পর্কে নতুন তথ্য জানার সুযোগ আছে এ মিশনের মাধ্যমে। নাসা থেকে পাঠানো রকেট অরোরার মধ্য দিয়ে উৎক্ষেপণ করতে চায়। উৎক্ষেপণের সময় ইলেকট্রন ও পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া অধ্যয়নের জন্য রকেটে বিশেষ যন্ত্র যুক্ত করা হবে। একেকটি রকেট একেক ধরনের অরোরাকে পর্যবেক্ষণ করবে। শুধু দৃশ্যমান অরোরা নয়, যেসব অরোরা দেখা যায় না, তা নিয়েও জানতে আগ্রহী বিজ্ঞানীরা এ মিশনের মাধ্যমে।

মাউন্ট এভারেস্টের চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ উঁচু দুটি পর্বতের খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের নাম মাউন্ট এভারেস্ট। তবে মাউন্ট এভারেস্টের চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ উঁচু দুটি পর্বতের খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। যদিও এসব কাঠামোর উপস্থিতি ভূপৃষ্ঠের নিচে। নতুন এক গবেষণা বলছে, দুটি দানবীয় কাঠামো পৃথিবীর কেন্দ্র ও ম্যান্টেলের সীমানায় রয়েছে। আর তাই ধারণা করা হচ্ছে, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে এই পর্বত দুটি অবস্থিত। নেচার জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা ফলাফলে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ভূপৃষ্ঠের নিচে থাকা পর্বত দুটির উচ্চতা প্রায় এক হাজার কিলোমিটার। অপর দিকে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা প্রায় ৮.৮ কিলোমিটার। পর্বত দুটির বয়স প্রায় ৫০ কোটি বছর। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী আরওয়েন ডিউস জানিয়েছেন, কেউ আসলে জানে না এগুলো কী।

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, দুটি দানবীয় কাঠামো পৃথিবীর কেন্দ্র ও ম্যান্টেলের মধ্যে অবস্থান করছে। এ দুটি পর্বত আসলে একটি বিশাল টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে রয়েছে। একটি টেকটোনিক প্লেট অন্য প্লেটের নিচে ঢুকে যাওয়ার কারণে পর্বত দুটি তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা কয়েক দশক আগেই

জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের শকওয়েভের কারণে পৃথিবীর গভীরে বিশাল কাঠামো তৈরি হয়েছে। পর্বতের কাঠামো আশপাশে থাকা টেকটোনিক প্লেটের চেয়ে বেশি গরম।

ধারণা করা হচ্ছে, 'আমাদের ভূপৃষ্ঠের নিচের বিশাল অংশ এখনো উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হচ্ছে। এতে অনেক কঠিন কাঠামো ভবিষ্যতেও তৈরি হতে পারে। নতুন সন্ধান পাওয়া পর্বতগুলো ভূপৃষ্ঠের নিচে টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষের ফলে নতুন কাঠামো তৈরির বিষয়ে জানার সুযোগ করে দেবে।'

চাঁদে নিজেদের নভোচারী ও পতাকা পাঠানোর জন্য কাজ করছে বিভিন্ন দেশ

১৯৬৯ সালে নীল আর্মস্ট্রং ও বাজ অলড্রিন চাঁদের বুকে প্রথম অবতরণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার চন্দ্র বিজয় অভিযান মানব ইতিহাসের স্মরণীয় একটি ঘটনা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। পাঁচ দশকের বেশি সময় পর প্রথমবারের মতো চাঁদে মানুষ পাঠাতে বর্তমানে বেশ ব্যস্ত সময় পার করছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। তবে শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয়, বর্তমানে আরও বেশ কয়েকটি দেশ চাঁদে নিজেদের নভোচারী ও পতাকা পাঠানোর জন্য কাজ করছে। এ তালিকায় নতুন দেশ হিসেবে নাম লিখিয়েছে ফিনল্যান্ড। চাঁদে অভিযানে যাওয়ার বিষয়ে সম্প্রতি আর্টেমিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ফিনল্যান্ড। ৫৩ তম দেশ হিসেবে এ চুক্তি করেছে দেশটি। এর ফলে ফিনল্যান্ড নিজেই চাঁদে অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুসন্ধান চালাবে। এক বিবৃতিতে নাসা জানিয়েছে, ফিনল্যান্ড মহাকাশে নিরাপদে ও দায়িত্বশীল উপায়ে অন্বেষণের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মানবতার উপকারের জন্য কাজ করবে ফিনল্যান্ড। ফিনল্যান্ডের অর্থমন্ত্রী উইল রাইডম্যান বলেন, 'ফিনল্যান্ডের অনেক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরেই মহাকাশ অনুসন্ধানের উপযোগী বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আর্টেমিস চুক্তির মাধ্যমে আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য মিত্রদের সঙ্গে আমাদের অংশীদারত্বকে শক্তিশালী করব। আমাদের লক্ষ্য মহাকাশ অনুসন্ধানে ফিনল্যান্ডের মহাকাশ সেক্টরের জন্য সুযোগ উন্মুক্ত করা।' ফিনল্যান্ডের যোগদান উপলক্ষে নাসার সহযোগী প্রশাসক জিম ফ্রি জানিয়েছেন, ফিনল্যান্ড চুক্তিতে যোগদানের মাধ্যমে অবাধে বৈজ্ঞানিক তথ্য ভাগাভাগি করতে আগ্রহী। মহাকাশ নিয়ে নিরাপদে কাজ করার পাশাপাশি মহাকাশের পরিবেশ সংরক্ষণ করতে চায় দেশটি।

সূর্যাস্তের ৪৫ মিনিট পর থেকে আকাশে গ্রহের এ মেলা দেখা যাবে

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে। তুমি আছ, বিশ্বনাথ, অসীম রহস্যমাঝে নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে।' শুনেছেন অনেকেই। বিস্ময়কর মহাকাশের দারুণ এক ঘটনা দেখার সুযোগ মিলবে পৃথিবী থেকে। বিরল এ মহাজাগতিক ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার আকাশে একই সঙ্গে দেখা যাবে ছয়টি গ্রহ। সূর্যাস্তের ৪৫ মিনিট পর থেকে আকাশে গ্রহের এ মেলা দেখা যাবে।

সন্ধ্যার আকাশে ছয়টি গ্রহ সারিবদ্ধভাবে দেখা যাবে। শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহসূর্য অস্ত যাওয়ার পর খালি চোখে দেখার সুযোগ মিললেও ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহ দেখতে প্রয়োজন হবে টেলিস্কোপ। ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশ থেকেই দেখা যাবে এই গ্রহ মেলা। শুক্র ও শনি গ্রহ আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিমে বেশ আলোকিত অবস্থায় দেখা যাবে। বৃহস্পতি গ্রহ দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে অবস্থান করলেও মঙ্গল গ্রহ থাকবে পূর্ব আকাশে। এসব গ্রহ প্রায় তিন ঘণ্টা পর্যন্ত দেখা যাবে। গ্রহগুলোর মধ্যে শুক্র সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান ও উজ্জ্বলভাবে দেখা যাবে। লাল রঙের কারণে মঙ্গল গ্রহকে মনে হবে জ্বলন্ত বাল্ব। পশ্চিম আকাশে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো শনি গ্রহকে দেখা যাবে। তবে দূরত্বের কারণে ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহকে ছোট আকারের উজ্জ্বল বিন্দু মনে হবে।

হাইড্রোজেন উৎপাদন কমপ্লেক্স তৈরি করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি প্রতিষ্ঠান এইএস এনার্জি

চিলির আতাকামা মরুভূমির সেরো আরমাজোন পাহাড়ের চূড়ায় তৈরি করা হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম টেলিস্কোপ 'এক্সট্রিমলি লার্জ টেলিস্কোপ'। এখানেই রয়েছে ইউরোপীয় সাউদার্ন অবজারভেটরির তৈরি ভেরি লার্জ টেলিস্কোপও। তবে এক্সট্রিমলি লার্জ টেলিস্কোপের মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে বড় আকারের নবায়নযোগ্য হাইড্রোজেন উৎপাদন কমপ্লেক্স তৈরি করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি প্রতিষ্ঠান এইএস এনার্জি। এই হাইড্রোজেন উৎপাদন কমপ্লেক্সের কারণে এক্সট্রিমলি লার্জ টেলিস্কোপ টেলিস্কোপটি আলো দূষণের মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর ফলে টেলিস্কোপটির স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ভেরি লার্জ টেলিস্কোপের ওপরেও প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। ১৯৯০ দশকে ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ তৈরি করা হয়। তখন টেলিস্কোপটি তৈরিতে খরচ হয়েছিল প্রায় ৩৫ কোটি মার্কিন ডলার। মহাবিশ্বের অজানা রহস্য জানতে ভেরি লার্জ টেলিস্কোপে মোট চারটি শক্তিশালী টেলিস্কোপ আছে। প্রতিটি টেলিস্কোপ ২৭ ফুট চওড়া। হাইড্রোজেন উৎপাদন কমপ্লেক্সের কারণে ভেরি লার্জ টেলিস্কোপের কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়ে ইউরোপীয় সাউদার্ন অবজারভেটরির পরিচালক জেভিয়ার বারকনস বলেন, নতুন প্রকল্পের কারণে আকাশের উজ্জ্বলতা প্রায় ১০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

তখন বিশ্বের সেরা মানমন্দির ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ স্থানের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। উত্তর চিলির আতাকামা মরুভূমির ৮৭৪০

ফুট উচ্চতার পর্বত মাউন্ট প্যারানেল। এই এলাকা এখনো আলোক দূষণ থেকে মুক্ত বলা হয়। এখানে রাতের আকাশ প্রতি বছর প্রায় ১১ মাসের বেশি সময় পরিষ্কার থাকে বলে পর্যবেক্ষণ করা অনেক সহজ। সবচেয়ে অন্ধকার জায়গা বলে এখানে ভিএলটি স্থাপন করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভিএলটির মাধ্যমে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের ব্ল্যাক হোলের আশপাশে নক্ষত্র অনুসন্ধানসহ অনেক বৈজ্ঞানিক মিশনে কাজ করেছেন। ২০২৩ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বের ২৮টি শক্তিশালী মানমন্দিরের মধ্যে ভেরি লার্জ টেলিস্কোপে সবচেয়ে কম আলো দূষণ হয়। তবে হাইড্রোজেন উৎপাদন কমপ্লেক্স তৈরি হলে ভেরি লার্জ টেলিস্কোপটির মাধ্যমে ৩০ ভাগ গ্যালাক্সি কম দেখা যেতে পারে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা কর্মচারীদের জন্য আরও উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদান

মালিগাঁও, ২৮ জানুয়ারিঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার জোনের রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য কর্মক্ষেত্র ও জীবন যাপনের মান আরও উন্নত করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। কর্মচারীদের তাদের ভূমিকা পালন করতে প্রয়োজনীয় সংস্থান প্রদান করার যে প্রতিশ্রুতি রেলওয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই সমস্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে। একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো নতুন কোয়ার্টার নির্মাণের পাশাপাশি বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টারগুলি পুনর্নির্মাণ করা। এই পুনর্নির্মাণ কাজের মাধ্যমে কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের জন্য উন্নতমানের সুযোগ-সুবিধা সহ স্টাফ কোয়ার্টারগুলি আপডেট করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মসৃণ ও নিরাপদে রেলওয়ে পরিচালনার জন্য কর্মীদের অমূল্য অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। পাঁচটি ডিভিশন জুড়ে বিস্তৃত সমগ্র জোনে স্টাফ কোয়ার্টার পুনর্নির্মাণ করা এবং নির্মাণ করার সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। রানিং ওয়াটার, পার্কিং এরিয়া এবং উন্নত নর্দমা ব্যবস্থার উন্নত সুযোগ-সুবিধা সহ মালিগাঁও অঞ্চলে নতুন টাইপ-২ থেকে টাইপ-৬ পর্যন্ত ১১৬টি কোয়ার্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। সমগ্র জোন জুড়ে থাকা শিশু উদ্যানগুলিও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাগুলির সাথে উন্নত করা হয়েছে, যার মধ্যে দর্শনার্থীদের বৈচিত্র্যময় প্রয়োজন ও পছন্দ পূরণ করতে আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা, সবুজ লন এরিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে স্টাফ কোয়ার্টারের পুনর্নির্মাণ ও নির্মাণকার্য অগ্রগতির পথে রয়েছে। উন্নত জল সরবরাহ ও নালা-নর্দমার ব্যবস্থা প্রদান করতে ১৩৫টি টাইপ-২ ও টাইপ-৬ কোয়ার্টারের কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। এছাড়াও স্টাফ কোয়ার্টারগুলির দিকে যাওয়া কলোনির রাস্তাগুলি বিটুমেন সারফেস ও কংক্রিট সারফেস দ্বারা পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনসুকিয়া ডিভিশনে ৪৬২টি ক্ষতিগ্রস্ত কোয়ার্টার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে এবং টাইপ-২ টাইপ৪ পর্যন্ত ৮৬টি কোয়ার্টার নির্মাণের কাজ অগ্রগতির পথে রয়েছে। রঙিয়া ডিভিশনে টাইপ১ কোয়ার্টারের পরিবর্তে ৮০টি টাইপ-১ কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

গাজায় বাড়িঘরে ফিরবে গৃহহীনরা

গাজার উত্তরাঞ্চলে একসময়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এলাকায় নিজ বাড়িতে ফেরার পর ৪৪ বছর বয়সী সাবরাইন জানুনের আবেগঅনুভূতি ছিল মিশ্র প্রকৃতির।

এই নারী বিবিসিকে বলছিলেন, 'আমরা আবার আমাদের পরিবার ও স্বজনদের দেখতে পেয়ে খুশি...(কিন্তু) সেই সঙ্গে কান্না আসছে বিধ্বস্ত বাড়িঘর, ধ্বংসস্তূপ দেখে।' সাবরাইন আরও বলছিলেন, 'নৈসর্গিক দৃশ্যের টানে লোকজন এখানে হাঁটতে আসতেন। এখন এর অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে।' গতকাল সোমবার উত্তর গাজায় নিজেদের বাড়িঘর তথা ধ্বংসস্তূপের মাঝে ফেরা লাখো ফিলিস্তিনিরই একজন সাবরাইন। সম্প্রতি ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গাজার বিভিন্ন অংশে আশ্রয় নিয়ে থাকা দুর্দশাগ্রস্ত এ মানুষেরা নিজ এলাকায় ফিরতে শুরু করেছেন। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে ১৫ মাসের বেশি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলার পর গাজা উপত্যকায় এ যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর গাজার অন্যান্য বাসিন্দাদের মতো সাবরাইনও কয়েকবার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। সর্বশেষ বাস্তুচ্যুত হন মধ্যাঞ্চলীয় গাজার দেইর আলবালাহ এলাকা থেকে। যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার পর গতকাল সকালে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের উত্তর গাজায় ফিরতে উপত্যকার উপকূলীয় সড়ক 'আলরশিদ স্ট্রিট' খুলে দেয় ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। এ সময় বাড়িমুখী মানুষের ঢলে শামিল হন সাবরাইন। গাজার একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, দুই ঘণ্টায় দুই লাখের বেশি ফিলিস্তিনি এ সড়ক ধরে উত্তরাঞ্চলে ফিরেছেন। এ যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে অনেক ফিলিস্তিনি তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথা জানান। এমন ফিলিস্তিনিদের একজন ২৪ বছর বয়সী ইসরা শাহিন। গাজা সিটিতে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পর তিনি বলছিলেন, 'এটা অনেক দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর এক যাত্রা।' ইসরা বলছিলেন, 'মাঝপথ পর্যন্ত লোকজন আনন্দেই ছিল, তারা গাইছিল ও সে রকমই কিছু করছিল। কিন্তু বাড়ি পৌঁছাতে যত সময় লাগছিল, ততই তারা হতাশ হচ্ছিল। শেষমেশ, আমরা যখন ''গাজায় স্বাগতম লেখা এক প্রতীকের কাছে পৌঁছালাম, তখন ফিলিস্তিনি পতাকা হাতে বহু মানুষ আবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে।' অনেকে আবার ভিন্নপথে গাড়িতে করে গাজার উত্তরে রওনা করেন।

Change of Name

I, Milon Shaikh (Old Name) S/O– Anarul Shaikh resident of Vill-Fataipur, Po-Boxipur, Ps-Tehatta, Dist.- Nadia, West Bengal, Pin-741155 do hereby decrale that I have changed my name from Milon Shaikh to Milan Shaikh and hencefort I shall be known as Milan Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/01/2025 . My name Milan Shaikh & Milon Shaikh both are same and one identical person.

Change of Name

I, Samartha Mondal (Old Name) S/O– Sannyasi Mandal resident of Vill-Raninagar Dhawrapara, Po-Gopinathpur, Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741155 do hereby decrale that I have changed my name from Samartha Mondal to Samartha Mandal and hencefort I shall be known as Samartha Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/01/2025. My name Samartha Mandal & Samartha Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, ROY CHOWDHURY KAJAL, DAUGHTER OF LATE MADON MOHAN DAS,RESIDING AT 4TH FLOOR, VASUDHA APARTMENT, 362(146) GT ROAD, BAIDYABATI, CHANDANNAGAR - 712222, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAJAL ROY CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 28/01/2025.THAT ROY CHOWDHURY KAJAL AND KAJAL ROY CHOWDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Ramzan Ali (Old Name) S/o Abdul Rahman Residing at 62, Dhobia Bagan, Near- R.G Party Club, Kamarhati S.O, District - Kolkata, Pin - 700058 India shall henceforth be known as Ramjan Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-01-2025. Ramzan Ali (Old Name) and Ramjan Ali (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Tinku Roy (Old Name) wife of Chandi Charan Roy, residing at Balitikuri Chakpara, Dist.- Howrah, Pin-711113, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Labanyalata Roy (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/01/2025. Labanyalata Roy (New Name) and Tinku Roy (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I SANJAY JAISWAL (OLD NAME), S/O C.K. JAISWAL, RESIDENT OF 260/ 1B,A.P.C. ROAD,BEADON STREET, KOLKATA-700006.MY NAME WRONGLY ENTERED IN MY DAUGHTER ADHAR CARD SANJAY JAISWAL VIDE ADHAR CARD NO.8948 9519 5942 HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY KUMAR JAISWAL (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2025. SANJAY JAISWAL(OLD NAME) AND SANJAY KUMAR JAISWAL(NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, VIKAS GATTANI(OLD NAME),S/O PURUSHOTTAM GATTANI,RESIDING AT 1/3,D.J.LANE,UTTARPARA KOTRUNG(M),PO-BHADRAKALI, DIST-HOOGHLY,PIN-712232,WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIKASH GATTANI(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/01/2025.VIKAS GATTANI(OLD NAME)AND VIKASH GATTANI (NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SHEALESH KUMAR SAH,SON OF JIUT SAH, RESIDING AT 145,KESHAB CHANDRA SEN STREET,PO - RAJA RAM MOHAN SARANI, KOLKATA - 700009, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAILESH SAH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 27/01/2025.THAT SHEALESH KUMAR SAH AND SAILESH SAH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, JEEUT SAH,SON OF SOHAG SAH, RESIDING AT BINDWAL,PO - CHAINPUR, SIWAN - 841439, BIHAR,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JIUT SAH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 27/01/2025.THAT JEEUT SAH AND JIUT SAH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, PANPATTI DEVI,WIFE OF JIUT SAH, RESIDING AT BINDWAL,PO - CHAINPUR,SIWAN - 841439, BIHAR, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PANPATI DEVI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 27/01/2025.THAT PANPATTI DEVI AND PANPATI DEVI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I KRISHNA KANTA BASU,S/O KASHINATH BASU ,R/O HABRA ASHOKENAGAR KALYANGARH (M), NORTH 24 PARGANAS, 743263, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNA BASU,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/01/2025,THAT KRISHNA KANTA BASU AND KRISHNA BASU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Majana Bibi (Old Name) wife of Soharab Molla, residing at Vill.- Duttapara, P.O.- Duttapara, P.S.- Swarupnagar,Basirhat, Pin- 743286, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Marzana Bibi (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/01/2025. Marzana Bibi (New Name) and Majana Bibi (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Khalek Mondal (ole name) son of Ramjan Mandal, residing at Vill: Kanthalia, P.O-Nandanpur, P.S- Karimpur, Nadia-741165, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Khalek Mandal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 28/01/2025. Khalek Mondal (ole name) and Khalek Mandal (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Jahera Khatun, W/o Sk. Mustak Ali @ Sekh Mustaq Ali, residing at Vill.- Bosepara, P.O. & P.S.- Pandua, Dist.- Hooghly, Pin – 712149, W.B., India, declare that, in my son, Sk. Jahir's Birth Certificate issued by Pandua G.P., Pandua, Hooghly, Vide no. – 724, Date of Regd. 10.05.2005, Date of Birth 17.04.2005, my name has been recorded as Ranu Bibi in place of my actual name Jahera Khatun which is recorded in my Aadhaar Card and Voter Id Card. As per affidavit vide no. 934 before the Notary Public at Chinsurah, Dist.- Hooghly on 21.01.2025, Jahera Khatun and Ranu Bibi is the same and one identical person.

Name Change

I, JITESH KUMAR MEHTA@ JITESH KR.MEHETA S/O MANTOON MEHETA @ MANTUN KUMAR(OLD NAME),RESIDING AT ATGHARA BRINDABAN GARDEN ROAD, P.O.- DHALUA P.S.- NARENDRAPUR, DIST- SOUTH 24 PARGANAS,PIN-700152, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY AND MY FATHER'S NAME AND WE SHALL HENCEFORTH KNOWN AS JITESH MEHTA S/O MANTUN MEHTA(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/01/2025. JITESH MEHTA S/O MANTUN MEHTA (NEW NAME) AND JITESH KUMAR MEHTA@ JITESH KR.MEHETA S/O MANTOON MEHTA @ MANTUN KUMAR (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, MARIA GOMES (Old Name) W/O MD RASHID Residing at 15/1D, Sir Syed Ahmed Road, P.S.-Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SHAMA BEGUM (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 28-01-2025. MARIA GOMES (Old Name) and SHAMA BEGUM (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Rafiqurzzaman S/o Late Sk Babujan Residing at Golabari, P.o - Golabari Bazar, P.s - Shasan, District - 24 Pgs(N), Pin- 743423 West Bengal India shall henceforth be known as Sk Rofiquar Zzaman. I declare that Sk Rafiqurzzaman and Sk Rofiquar Zzaman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-01-2025.

Name Change

I, Manish Bagani S/o Late Narendra Kumar Bagani Residing at Martin Royal Orchid, 183, S.K Deb Road, P.o - Sreebhumi, P.s - Lake Town, District-24 Pgs(N), Pin - 700048 West Bengal India shall henceforth be known as Manish Kumar Bagani as declared before the Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Kolkata vide affidavit no 4210 Date 27-01-2025. Manish Kumar Bagani and Manish Bagani both as same and one identical person.

Name Change

I, Manish Kumar Bagani S/o Late Narendra Kumar Bagani Residing at Martin Royal Orchid, 183, S.K Deb Road, P.o - Sreebhumi, P.s - Lake Town, District - 24 Pgs(N), Pin-700048, West Bengal India that my deceased father who previously known as Narendra Bagani shall henceforth be known as Narendra Kumar Bagani by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-01-2025. I Declare that My deceased Father Narendra Kumar Bagani and Narendra Bagani both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Mohammad Ferdous Rahaman S/o Khalek Sekh Residing at Manshree, Pranballabpur, District - Barddhaman, Pin - 713404 West Bengal India shall henceforth be known as Sk Mohammad Ferdoush. I declare that Sk Mohammad Ferdoush and Sk Mohammad Ferdous Rahaman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 28-01-2025

Name Change

I, PAYAL J DUDHANI, C/O KESHAV DUDHANI RESIDING AT 40, DOBSON ROAD, NEAR HOWRAH A C MARKET, GOLABARI, HAORA(M CORP), HOWRAH, WEST BENGAL, PIN- 711101,MY ACTUAL NAME IS PAYAL J DUDHANI BUT IN SOME VALUABLE DOCUMENTS IT IS WRITTEN AS PAYAL DUDHANI, NOW VIDE AFFIDAVIT DECLARE DATED 27.01.2025 BEFORE THE LEARNED JUDICIAL MAGISTRATE(1 ST CLASS) AT KOLKATA THAT BOTH PAYAL J DUDHANI AND PAYAL DUDHANI ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON .

Name Change

I, Salid Mondal resident of Vill-Gadarchak, PO Selampur, P.S. Goghat, Dist. Hooghly, PIN-712122 do hereby solemnly affirm and declare that my father's actual name is SAFIK MONDAL instead of SAFIKUL MONDAL, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate, Arambagh, Hooghly dated 24.01.2025. Safik Mondal and Safikul Mondal both are the same and one identical person.

Name Change

I REJAUL KARIM SEKH S/O PACHAN SEKH MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY PASSPORT AS REJAUL KARIM. AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR, COURT ON 24-1-25 REJAUL KARIM SEKH AND REJAUL KARIM IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS REJAUL KARIM SEKH R/O VILL+PO MAHATPUR PS. CHAPRA DIST. NADIA

Name Change

I, Manoj Jaiswal (old name) son of Late Ramprasad Jaiswal, residing at P-69, Scheme VII M, CIT Road, P.S-Manicktala, Kolkata-700054, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Manoj Kumar Jaiswal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/01/2025. Manoj Jaiswal (old name) and Manoj Kumar Jaiswal (new name) both are same and one identical person

মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপে নতুন যাত্রী-বান্ধব বৈশিষ্ট্য যুক্ত

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, ২৬.০১.২০২৫ তারিখে ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে এই অ্যাপে এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি চালু করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যটি এই অ্যাপের সমস্ত ব্যবহারকারীকে নতুন পরিষেবা চালু, বিশেষ পরিষেবা, পরিষেবার ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিবর্তন এবং পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার মতো মেট্রো পরিষেবা সম্পর্কে নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি পেতে সক্ষম করবে। শ্রী রেড্ডি আশা প্রকাশ করেছেন যে এই সুবিধা লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে সঠিক সময়ে মেট্রো পরিষেবা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে সহায়তা করবে। মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সকলকে মেট্রোতে ঝামেলামুক্ত ভ্রমণ উপভোগ করতে এবং বুকিং কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইন এড়াতে এই অ্যাপ এবং অন্যান্য ডিজিটাল টিকিটিং সিস্টেম ব্যবহার করার জন্য আবেদন করেছে।

নদীয়ায় আলমারি ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি বিদ্যালয়ে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ কথায় আছে চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী, আর এবার যেন সেই প্রবাদ বাক্যটাই বাস্তবতার রূপ নিলো নদীয়ায়। বিদ্যালয়ের পাঁচটি আলমারি ভেঙ্গে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত নৃসিংহ পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে বিদ্যালয় খোলার সময় নজরে আসে প্রধান শিক্ষকের ঘরের দরজা খোলা। এবং ভেতরে পাঁচটি আলমারি ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। আলমারিতে থাকা নগদ বারো হাজার টাকাও গায়েব হয়েছে এই চুরির ঘটনায়। শুধু তাই নয়, চুরি করে পালানোর সময় নতুন সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ডিভিআর মেশিন নিয়ে পালিয়েছে চোরের দল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমিত্র বিদ্ধান্ত জানান, তার চাকুরী জীবনে আর চার দিন রয়েছে, তারি মধ্যে এই প্রথম বিদ্যালয়ে এরকম ঘটনা ঘটলো। সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

রেল ইঞ্জিনের ধাক্কায় মৃত্যু সিভিক ভলান্টিয়ারের

দুরন্ত বার্তা, গাজোল, ২৮ জানুয়ারি ঃ গাজোলের ছোট কান্দর এলাকায় একটি রেল ইঞ্জিনের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। একলাখির দিক থেকে গাজোলের দিকে আসছিল ওই রেল ইঞ্জিন। মৃতের নাম কেষ্ট বর্মণ (৩৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল থেকে কেষ্ট বর্মণকে রেললাইনের ওপর বসে থাকতে দেখেন অনেকে। সেসময় ওই লাইনে ট্রেন আসে না। কিন্তু হঠাৎই একটি ইঞ্জিন যে চলে আসবে তা বুঝতে পারেননি কেষ্ট। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে যায় বিপত্তি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

টোকাটুকি বা মোবাইল নিয়ে ধরা পড়লে পরীক্ষা বাতিল পরীক্ষার্থীর

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ পরীক্ষার হলে টোকাটুকি বা মোবাইল ফোন নিয়ে ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর ওই বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হবে বলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে। সংসদের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকায় পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রত্যেক ঘরে দুইজন করে পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোন ঘরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ এর বেশি হলে সেখানে তিন জন পর্যবেক্ষক রাখতে হবে বলে জানান হয়েছে। ভেনু সুপার ভাইজারের পরিবর্তে পরীক্ষার্থীদের সামনে প্রশ্নপত্র খোলার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য আগামি ৩ মার্চ থেকে রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

রটন্তী কালীপুজোয় তারাপীঠে ভক্তদের ঢল, মহাভোগের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ২৮ জানুয়ারি ঃ রটন্তী কালীপুজো উপলক্ষ্যে তারাপীঠে ভক্তদের ঢল নেমেছে। দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত মা তারার আশীর্বাদ নিতে হাজির হয়েছেন। ভোরবেলা মঙ্গল আরতির মাধ্যমে মন্দিরের গর্ভগৃহের দরজা ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। প্রতিদিনের মতো এদিনও মা তারাকে দুপুরে বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যায় মাকে

রাজরাজেশ্বরী বেশে সুসজ্জিত

করা হয় এবং এরপর হয় বিশেষ সন্ধ্যারতি। তবে আজকের দিনটি বিশেষ। কারণ নিশি রাতে অমাবস্যার মহাপুজো অনুষ্ঠিত হয়, যা ' তারা অঙ্গে কালীপুজো' নামে পরিচিত। এই পুজো গভীর রাতে অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি ভক্তদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রটন্তী কালীপুজোর দিনে মায়ের তিনবার আরতি করা হয়- ভোরবেলা মঙ্গল আরতি, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, এবং নিশি রাতে কালীপুজোর বিশেষ আরতি। এই বিশেষ পুজোর দিনে মায়ের জন্য বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হয়। যাতে থাকে খিচুড়ি, বলির পাঁঠার মাংস, পায়েস, পাঁচ রকম ভাজা, এবং বিভিন্ন মিষ্টি। তারাপীঠ মন্দির চত্বরে এই বিশেষ দিনে ভক্তদের ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুজোর জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করেও ভক্তরা মা তারার দর্শন ও আশীর্বাদ পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছেন।

গ্যাস উত্তোলনকারী সংস্থার পিটে পড়ে মৃত ২ শ্রমিক, আশঙ্কাজনক তিন

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৮ জানুয়ারি ঃ বেসরকারি গ্যাস উত্তোলক সংস্থার বর্জ্য মিশ্রিত জলেই মৃত্যুফাঁদ। আর তাতে পড়ে প্রাণ হারালেন দুই শ্রমিক। আশঙ্কাজনক আরও তিনজন। মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুরের কাঁকসার ঘটনায় তুমুল শোরগোল এলাকায়। যে বেসরকারি সংস্থায় গ্যাস উত্তোলনের কাজ করতেন তাঁরা, তাদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে সরব হন এলাকাবাসী। মৃত দুই যুবকের নাম আকাশ বাদ্যকর, বয়স ২৫ বছর। কাঁকসার জামবনের বাসিন্দা। অপরজন মালদার বছর ছাব্বিশের অনুপ সরকার। আশঙ্কাজনক আরও তিন যুবককে প্রথমে দুর্গাপুরের শোভাপুর সংলগ্ন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে বিধাননগরের বেসরকারি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা গেছে, অন্যান্যদিনের মতো মঙ্গলবার সকালে সর্বভারতীয় বেসরকারি গ্যাস উত্তোলক সংস্থার দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানার পারুলিয়ার ২৪২ নম্বর পিটে কাজে যোগ দিয়েছিলেন আকাশ ও অনুপ। গ্যাস উত্তোলন হওয়ার পর আচমকা সেখানে জমা থাকা বর্জ্য মিশ্রিত জলে পড়ে যান পাঁচ ঠিকা শ্রমিক। সহকর্মীরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় শোভাপুর সংলগ্ন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে আকাশ বাদ্যকর ও অনুপ সরকারকে বিধাননগরের মাল্টিসুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। আরও তিনজন যুবক বর্তমানে ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সেপটিক শক থেকে, নিরাময় চিকিৎসার সুফলে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৮ জানুয়ারি ঃ চিকিৎসকের সুচিকিৎসায় সেপসিক শক থেকে প্রাণ ফিরে পেলেন এক রোগী। রোগীর নাম আব্দুল আহাদ। বাড়ি বীরভূমের লাভপুরের অন্তর্গত দারোন্দা রাণীপুর গ্রামে। ১১ বছর বয়সী আব্দুল আহাদ ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি গুরুতর স্বাস্থ্য সংকট নিয়ে শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হয়। উল্লেখ্য, শরীরের ইমিউন সিস্টেমের অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া, যা সংক্রমণের কারণে ঘটে। এটি রক্তপ্রবাহে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, বা ছত্রাক প্রবেশের কারণে হতে পারে। সেপসিস একটি গুরুতর সংক্রমণ যা অঙ্গ ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। সেপসিস হওয়ার কারণে নিউমোনিয়া, মূত্রনালীর সংক্রমণ, ভাইরাল সংক্রমণ, ছত্রাক সংক্রমণ হতে পারে। সেপসিসের লক্ষণ হলো শরীরের টিস্যুতে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহের ফলে ইস্কেমিয়া, অঙ্গের কর্মহীনতা হতে পারে। ডাক্তারবাবুদের মতে, আবদুলকে ভর্তি করানোর সময় তার অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটজনক। তার রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসকরা দেখেন সে গুরুতর সেপসিস, শ্বাসকষ্ট, সেপটিক শক এবং মাল্টি অর্গ্যান ডিসফাংশন সিন্ড্রোমে আক্রান্ত। আবদুলকে সাথে সাথেই হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়, যেখানে সে টানা চারদিন চিকিৎসাধীন ছিল। চিকিৎসক এবং হাসপাতালের কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় অবশেষে আবদুলের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। চারদিনের আইসিইউ চিকিৎসার পর তাকে সাধারণ ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে আবদুল ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে এবং তার পরিবারের মুখে ফিরে এসেছে স্বস্তির হাসি। তার পরিবার ও আত্মীয়রা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বাঘের গতিবিধি নিয়ে চিন্তিত বন দফতর, নজরদারির পরিকল্পনা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার নির্জন জঙ্গলে বাঘ স্থায়ীভাবে থাকতে চাইছে কি না, তা নিয়ে চিন্তিত বন দফতর। খাদ্যের সন্ধান, না কি নিরাপদ বাসস্থানের খোঁজে এই অঞ্চলে বাঘের আগমন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাঘটিকে এখনই বন্দি না করে নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা করেছে বন দফতর। বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, এবং পুরুলিয়ার জঙ্গলে গত এক মাসে ৩ বার বাঘ ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। দলমার হাতির মতো, এই এলাকাগুলিতে বাঘের স্থায়ী বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে কি না, তা নিয়ে বন দফতর নজরদারি শুরু করেছে। তবে বন দফতরের মতে, মধ্য ভারতে বাঘ থাকে এমন জঙ্গলগুলির সঙ্গে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়ার জঙ্গলের অনেক মিল রয়েছে। ঘন জঙ্গলের ভেতরে বুনো শূকর, হরিণ সহ প্রচুর তৃণভোজী প্রাণীর অস্তিত্ব বাঘের খাদ্যের অভাব পূরণ করছে। পাশাপাশি নিরাপদ আশ্রয়ও এই এলাকায় সহজলভ্য। এসব কারণেই বাঘ এই এলাকায় স্থায়ীভাবে থাকার চেষ্টা করছে। তবে, বাঘের গতিবিধি নজরে রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেডিও কলার না থাকার কারণে নজরদারি কঠিন হয়ে প।ছে। মানুষের উপস্থিতি টের পেলেই বাঘ তার অবস্থান বদল করে গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিচ্ছে। যদিও এই পরিস্থিতির মধ্যে আশার কথা হল, এখনও পর্যন্ত বাঁকুড়ায় কোনও বাঘ মানুষের ক্ষতি করেনি বা লোকালয়ে হানা দেয়নি। বন দফতর স্থানীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাঘের গতিবিধির ওপর নজর রাখার পরিকল্পনা করছে।

মালদায় ভাল মানের মাশরুম চাষ, রাজ্যের উদ্যোগে বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ জানুয়ারি ঃ মাশরুম চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে মালদার কৃষকদের। এমনকি এই জেলার কৃষকেরা প্রশিক্ষণ নিয়ে ভাল মানের মাশরুম চাষ করে নজির তৈরি করেছে। এই জেলার মাশরুম বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে এই মাশরুম বাজারে ভাল বিক্রি হচ্ছে। স্থানীয় বাজারে চাহিদা থাকায় কৃষকেরাও উৎসাহী হচ্ছেন। মালদার ভাল মানের মাশরুম চাষ হওয়ায় এবার তা বিদেশে রফতানির পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। মালদার সরকারি পরিষেবা প্রধান অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মালদার মাশরুম চাষের সুনাম করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি এই জেলার মাশরুম বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষনায় আশায় বুক বাঁধছেন জেলার মাশরুম চাষিরা। এক মাশরুম চাষি বলেন, বিদেশে মাশরুম পাঠানোর উদ্যোগ নিলে আমরা খুব উপকৃত হব। অনেকের মধ্যে চাষের আগ্রহ বাড়বে। আমরা চাইছি সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক দ্রুত।

OFFICE OF THE COUNCILLORS BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs
Kolkata 700144

NOTICE

E-tender: Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Vendor/Contractor for **(1) One** Year Maintenance Contract with parts of existing water purifier at 16 nos location within Municipality area vide **e-NIT - WBMAD/ULB/BM/NIT-15(e)/2024-25, last date: 06.02.2025 up to 9 AM.** Details information may be obtained during office hours 11 AM - 5 PM. **Website: wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Baruipur Municipality

শ্বার্প কার্ভে ট্র্যাকের রি-গেজিং

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/০৯ অফ ২০২৫ তারিখঃ ২৩-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/এইচজিএস অধিক্ষেত্রের অধীনের লামডিং-বদরপুর পার্ব্বত্য খণ্ডে ৬৮/০-১৪৬/৭ এর মধ্যের শ্বার্প কার্ভে ট্র্যাকের রি-গেজিং কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৮৭,৮৭,৫৫৬.৭৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৭৫,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৯-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **১৮-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

TENDER NOTICE OF AMTA GP

Sealed Tender are invited by Prodhan Amta Gram Panchayat under Amta-1 Development Block Amta Howrah. Total 6 no of works **22/AGP/AMTA-I/AMTA/24-25 to 28/AGP/AMTA-I/AMTA/ 24-25, Dated: 29.01.2024,** Date of sale Tender before **07/02/2025 (up to 4.30 PM)** and last date of droping tender **07/02/2025 (up to 05.30 PM)** and tender opening **10/02/2025 at 11.30 AM** in Amta Graam Panchayat Office.

Sd/- **Prodhan,**
Amta Gram Panchayat

e – Tender Notice

e- Tender are invited for works as follows:

1. Name of work:- Improving the illumination level with power saving LED Flood light luminairs by the replacement of existing old conventional HPSV light fittings of High Mast lighting--- All old luminaire of High Mast Lighting, Kolkata site of Vidyasagar Setu under HRBC.
Tender ID -2025_HRBC_807563_1
e-NIT No. HRBC/JPM (E)/NIT/14/24-25

Last date of submission of bid (online) is **13.02.2025** up to 10.00 AM.
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১২-২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৪-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** (১) বিশ্বনাথ চারালিতেঃ এডিইএন এবং এসএসই ওয়ার্কস ইউনিট স্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত এডিইএন/বিশ্বনাথ চারালি অধিক্ষেত্রের অধীনের ০৫ ইউনিট টাইপ-III ষ্টাফ কোয়ার্টারের বৈদ্যুতিকরণ কাজ। (২) বিশ্বনাথ চারালিতে-এডিইএন এবং এসএসই ওয়ার্কস ইউনিট স্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত এডিইএন/বিশ্বনাথ চারালি অধিক্ষেত্রের অধীনের ০১ ইউনিট টাইপ-IV (ষ্টেণ্ডার্ড) ০১ ইউনিট টাইপ-IV (স্পেশাল) ষ্টাফ কোয়ার্টারের বৈদ্যুতিকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৩,৯৫,৩০০.৯২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪৭,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

লামডিং ডিভিশনের অধীনে পে এন্ড ইউস টয়লেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

লামডিং ডিভিশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেট এবং ক্লোক রুম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার চুক্তির জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: পিএনইউ-এলএমজি-০১-২০২৫। নিলাম শুরু (সমস্ত লট): ০৬-০২-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টায়; একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি।

ক্রম. নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ -এলএমজি -জেআরএনএ-টিওআই-২১-২২-২ (পে এন্ড ইউস - টয়লেট)	জিরানিয়া স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার প্রদান।
এএ/২	পিএনইউ -এলএমজি -এমএএনইউ-টিওআই-২২-২২-২ (পে এন্ড ইউস - টয়লেট)	মনু স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার প্রদান।
এএ/৩	পিএনইউ -এলএমজি -এনজিএএন-টিওআই-৩৯-২২-১ (পে এন্ড ইউস - টয়লেট)	নগাঁও স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার প্রদান।
এবি/১	পিএনইউ-এলএমজি-এসসিএল-ডব্লিউআরএল-৪৮-২৩-১ (পে এন্ড ইউস - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/ রিটায়ারিং/ ক্লোক রুম)	শিলচর রেলওয়ে স্টেশন (পিএফ/০১) -এ ক্লক রুমের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৬-০২-২০২৫ তারিখে **১১:০০** টা। প্রাথমিক কুলিং অফ সময়কাল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৫/৬, তারিখ ২৭.০১.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ **(১) ১৫২৪৫০৬৮এ;** অ্যাডভান্সড ওয়েপনস সাইমালেটর - ৬ লেন-এর সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৫৯,০৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.০২.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২) **১০২৪১১৪৬;** ম্যাগনেট ভালভ অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি ক্রয়; ₹ ২,১১,৬৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০২.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩) **০৮২৪১২৩৫;** ভার্নিশ টিভিএ-১৪১০-এর ফিনিশিং; ₹ ১,৯৭,২৯০। **(৪) ১১২৪১৪৫০;** থিন ওয়ালড ফ্লেক্সিবল ইলাস্টোমেরিক কেবেল ইত্যাদি; ₹ ১,১৮,৫৩০। **(৫) ২০২৪৫০১০এ;** এমইডিএইচএ প্রপেলড ৩ ফেজ ইএমইউ মোটর কোচ -এর মেন ট্রান্সফরমার, টাইপ- লট ১২৫০;₹ ১,৯৮,৯৫০। (৬) **২২২৪১৩০৬;** ইঞ্জেকশন ইনসুলিন গ্লারগিন আইপি ৩০০ ইউ/এমএল (মনোকম্পোনেন্ট ইনসুলিন গ্লারগিন আর-ডিএনএ অরিজিন) ১.৫ এমএল/৪৫০ ইউ-এর ১টি কার্ট্রিজ (প্রতি কার্ট্রিজে একটি পেন ও ২০টি নিডল ফ্রি);₹ ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ৩ থেকে ৬-এর জন্য **১৭.০২.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৭) **০১২৫১৪৩৫;** ভিনাইল কোটেড আপহোলস্টারি ফ্যাব্রিক ইত্যাদি...; ₹ ৪,২৪,০৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২০.০২.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৮) **১০২৫১২৭৬;** মোটর ইত্যাদি সমেত অক্সিলিয়ারি কমপ্রেশার সম্পূর্ণ; ₹ ১,০৪,৫৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০২.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৮ পর্যন্ত ₹ ০। **সংশোধনী ঃ** নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলির জন্য প্রকাশিত সংশোধনী পেতে **www.ireps.gov.in** দেখুন ঃ **২১২৪১৪৬৬** খোলার নির্ধারিত তারিখ ০৪.০২.২০২৫, **২১২৪৫০২৬** খোলার নির্ধারিত তারিখ ০৪.০২.২০২৫। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-75/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নোটিশ

বিগত ইং ২৯।১২।২০২৩ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রী-২ অফিসের ০৫১৩১০৮৪২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, সাং লস্করপুর, থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা হাওড়া নিবাসী ১। অরবিন্দ বাগ, (পিতা স্বর্গীয় দাশুরথি বাগ), ২। প্রতিমা বাগ (স্বামী (পিতা স্বর্গীয় দাশুরথি বাগ), সাং যমুনাবালিয়া থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা হাওড়া নিবাসী ৩। কুসুম বেরা (স্বামী শ্রী শঙ্কর বেরা), ৮৪ কাঁসারীপাড়া রোড, থানা ভবানীপুর, কোলকাতা নিবাসী ৪। টুসি দাস (স্বামী সনৎ দাস), সাং ও পোষ্ট জুজারসাহা, থানা পাঁচলা, জেলা হাওড়া নিবাসী ৫। সাধনা হাজরা (স্বামী রঞ্জিত হাজরা) ও ইং ২২।০১।২০২৪ তারিখে উক্ত অফিসের ০৫১৩০০৪৪৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, সাং ও পোষ্ট লস্করপুর, থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা হাওড়া নিবাসী ১। রাজকুমার পাত্র, ২। শান্তনু পাত্র, (উভয়ের পিতা স্বর্গীয় শৈলেন্দ্রনাথ পাত্র) এবং ইং ২২।০১।২০২৪ তারিখে উক্ত অফিসের ০৫১৩০০৪৫৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, সাং ও পোষ্ট লস্করপুর, থানা জৎবল্লভপুর, জেলা হাওড়া নিবাসী ১। শম্ভুনাথ বাগ, ২। সুনীল বাগ, (উভয়ের পিতা স্বর্গীয় নিতাই বাগ), ৩। পুস্পরানি বাগ (স্বামী স্বর্গীয় নিতাই বাগ) ইহাদের নিকট হইতে সাং ও পোষ্ট লস্করপুর থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা হাওড়া, নিবাসী চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার (পিতা স্বর্গীয় নিমাই কাঁড়ার) মহাশয়কে জগৎবল্লভপুর থানার অধীন, লস্করপুর মৌজায়, জে.এল. নং ৬৬, হাল এল. আর. ৭৬৪ নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক ও হাল ৩৫২৩ নং দাগে ০৪ শতক, সাবেক ও হাল ৩৫২৫ নং দাগে ০৩ শতক, সাবেক ও হাল ৩৫৩০ নং দাগে ০১ শতক, হাল এল. আর. ২০১৭ নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক ও হাল ৩৭০৮ নং দাগে ১৩.৫০ শতক, হাল এল. আর. ৯২২ নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক ও হাল ৩৫২৫ নং দাগে ১.৭৬ শতক, সাবেক ও হাল ৩৫৩০ নং দাগে ০.৮০ শতক, সর্ব্বমোট তিনটি দফায় ২৪.০৬ শতক সম্পত্তিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামার বিরুদ্ধে আপনার যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহা হইলে জগৎবল্লভপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও-তে অদ্যকার তারিখ হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে জানাবেন।

টি.স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
CIN: L63040WB1986PLC040796
নিবন্ধিত অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ১ম তল,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০ ০০১
ই-মেইলঃ info@tspiritualworld.com; ওয়েবসাইটঃ www.tspiritualworld.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস [সেবি (LODR) রেগুলেশন,২০১৫ এর প্রবিধান ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২৪ অনিরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	০.১৮০	০.৫৪০	০.১৮০
২.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(২.৯০২)	(১৬.০৬০)	(৩.৪০৪)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(২.৯০২)	(১৬.০৬০)	(৩.৪০৪)
৪.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(২.৯০২)	(১৬.০৬০)	(৩.৪০৪)
৫.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	(২.৯০২)	(১৬.০৬০)	(৩.৪০৪)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,০০০.২০০	২,০০০.২০০	২,০০০.২০০
৭.	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয়) মূল এবং মিশ্র	(০.০১৫)	(০.০৮০)	(০.০১৭)

দ্রষ্টব্যঃ
উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি যা SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com , www.cse-india.com এ পাওয়া যাবে। একই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট viz. www.tspiritualworld.com এও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
টি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের জন্য
নেত্র বাহাদুর রানাওয়াত
এমডি এন্ড সিইও
DIN : 06716666

তারিখঃ ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTGZ-IV/279/24-25/PD (1st Call)
Name of the work: **Repairing and renovation work of lighting arrangement at Nandi Para pond area, in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **1,99,623.75.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **05.02.2025 (12 Noon).** The bid forms and other details are available on and from **29.01.2025 (12 Noon).**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/R-274/24-25 (for 2nd Call)
Name of the work: **Installation of lighting arrangement at Uday Sankar Sarani Road side Garden and adjacent areas in Ward No.-95, BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,99,263.51.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/R-269/24-25 (for 2nd Call)
Name of the work: **Installation of lighting arrangement and other electrical accessories at Prantik pond surroundings area in Ward No.-95, BR-X.** Estimated amount: ₹ **2,58,677.57.** Earnest money: ₹ **5,200.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/310/24-25
Name of the work: **Supply and delivery of LED fittings at New Bikramgarh, Bijoygarh and other areas in Ward No.-95, BR-X.** Estimated amount: ₹ **2,48,977.61.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of completion of bid: **05.02.2025 up to 12 Noon (For Sl. No. 2 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **27.01.2025 from 2 P.M. (For Sl. No. 2 to 4).**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/275/24-25
Name of the work: **Supply and delivery of LED fittings for maintenance works at different areas in Ward No.-102 under BR-XII.** Estimated amount: ₹ **4,08,097.75.** Earnest money: ₹ **8,200.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **06.02.2025 up to 6 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **28.01.2025 - 6 P.M.** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, G.R.U., KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/AA/36/24-25/136
Name of the work: **Repairing of damaged street lighting system at Dr. Para, Sheikh Para, Mistry Ghat and others in Ward No.-141.** Estimated amount: ₹ **3,50,694.56.** Earnest money: ₹ **7,500.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/RS/46/24-25/135
Name of the work: **Renovation of Bustee lighting system at Chulia Goli, Bagdi Para and surrounding areas in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **2,98,890.31.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **07.02.2025 (3 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **30.01.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).** For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTGV/122/24-25/L2 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of existing street lighting system at Sodepur 2nd Lane, Sodepur Road and other different areas in Ward No.-122.** Estimated amount: ₹ **4,56,284.06.** Earnest money: ₹ **9,130.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTGV/118/24-25/DECO4 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of lighting system by installing of pole with energy efficient LED fittings at Rajani Mukherjee Road in Ward No.-118, KMC.** Estimated amount: ₹ **4,89,316.72.** Earnest money: ₹ **9,790.00.** Period of completion: **10 days.** Last date & time of submission of bid: **10.02.2025 (4 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on & from **28.01.2025 (4 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : LTG/XIV/81/24-25/129 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of lighting system at Sarada Ma Uponiwas Bustee, Goragacha Bustee and other slum areas in Ward No.-129.** Estimated amount: ₹ **2,76,939.00.** Earnest money: ₹ **5,600.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : LTG/XIV/82/24-25/121 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of lighting system at Nazu Ostakar Lane, Vidyasagar Colony, B.R. Road and other slum areas in Ward No.-121.** Estimated amount: ₹ **2,65,440.00.** Earnest money: ₹ **5,600.00.** Period of completion: **15 days.**

(5) NIT No. : LTG/XIV/97/24-25/121 (1st Call)
Name of the work: **Installation of energy efficient light fittings in place of warranty expired LED light fittings at Bamacharan Roy Road, Madan Mahan Tala, Jayasree Park, Swamiji Sarak and other areas in Ward No.-121.** Estimated amount: ₹ **4,28,978.00.** Earnest money: ₹ **8,600.00.** Period of completion: **15 days.** Last date & time of submission of bid: **06.02.2025 (1 P.M.) (For Sl. No. 3 to 5).** Bid opening date for technical proposal: **06.02.2025 at 3 P.M. (For Sl. No. 3 to 5).** The bid forms and other details are available on & from **28.01.2025 (For Sl. No. 3 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI, KMC invites e-tender online two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/142/26/24-25
Name of the work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Mridichack, Gopal Nagar, Rabindra Pally and adjacent areas in Ward No.-142.** Estimated amount: ₹ **4,91,003.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/20/24-25
Name of the work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Goswami Para, Bakhrahat Road, Khal Par, Diamond Park etc. areas in Ward No.-144.** Estimated amount: ₹ **4,85,982.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/21/24-25
Name of the work: **Supply of LED fittings for street lighting work at Diamond Park area, D.H. Road and Baidya Para areas in Ward No.-144.** Estimated amount: ₹ **2,96,405.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **3 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/23/24-25
Name of the work: **Supply of LED fittings for street lighting work at Barui Para, Arepota, Green View etc. areas in Ward No.-144.** Estimated amount: ₹ **2,98,571.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **3 days.** Technical bid open date: **07.02.2025 (2 P.M.) (For Sl. No. 1 to 4).** Last date and time of submission of bid: **05.02.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **28.01.2025 (4 P.M.) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/196/61/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Renovation of road side garden lighting system at A.J.C. Bose Road and other places in Ward No.-61.** Estimate amount: ₹ **1,98,909.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **12 days.**

(2) NIT No. : LTG/208/61/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Supply and delivery of LED light fittings at Park Lane and other various places in Ward No.-61.** Estimate amount: ₹ **1,95,796.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **05 days.** Last date and time of submission of bid: **07.02.2025 up to 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **29.01.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : LTG/Z2/INST/38/24-25
Name of the work: **Installation of new water purifiers as necessary at Ward Nos.-61 & 62 under BR-VI, KMC.** Estimated amount: ₹ **4,29,654.44.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **05 days.** Publishing date and time: **30.01.2025 from 11 A.M.** Bid submission starting date and time: **30.01.2025 from 11 A.M.** Last date and time of submission of bid: **12.02.2025 up to 11 A.M.** Bid opening date for technical proposal: **12.02.2025 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.01.2025 from 11 A.M.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting/Crematorium Department, KMC invites open percentage rate e-tender online in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/CRM/53/GAM/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of damaged roof top metal sheets at the APC area along with refilling, cleaning and hydrotesting of existing ABC type fire extinguishers in Garia Adi Mahasmashan.** Estimated amount: ₹ **2,15,433.00.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Time of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **10.02.2025 at 5 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **31.01.2025 at 5 P.M.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), KMC invites e-tender online, two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/CRM/70/CRK/24-25
Name of the work: **Urgent restoration the damaged only electric cremation furnace with allied electrical works at Kashimitra Burning Ghat.** Estimate amount: ₹ **3,86,130.00.** Earnest money: ₹ **7,800.00.** Period of completion: **8 days.** Last date and time of submission of bid: **06.02.2025 at 5 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **29.01.2025 (5 P.M.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, BR-II, KMC invites e-tender online percentage bid system for the following work:

NIT No. : LTG/417/INST/WD-11/BR-II/Z-I/24-25
Name of the work: **Operation & maintenance for one no. 40 KVA D.G. set and panel related electrical accessories at BR-II Office, 79-Bidhan Sarani under KMC.** Estimated amount: ₹ **1,86,564.00.** Earnest money: ₹ **3,800.00.** Period of completion: **365 days.** Last date of submission of bid: **08.02.2025 (12 Noon).** The bid forms and other details are available on & from **28.01.2025 (1 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(1303/24-25)

সেরার তালিকায় ইস্টবেঙ্গলের দুই খেলোয়াড়, বাদ মোহনবাগান

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারিঃ আইএসএলের ১৮তম সপ্তাহে সেরা খেলোয়াড়ের তালিকা প্রকাশ করেছে আইএসএল কর্তৃপক্ষ। ১১ জনের এই তালিকায় নাম রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের দুই খেলোয়াড়ের। মাহেশ নাওরেম এবং হিজাজি মাহের। এছাড়াও ওড়িশার ডিয়েগো মরিসিও, হায়দরাবাদের তিন খেলোয়াড় রাম্লুনচুঙ্গা, আন্দ্রেই আল্বা ও মনোজ মহাম্মদ, গোয়াও তাদের তিন খেলোয়াড়ের নাম পেয়েছে ইখের, আকাশ এবং অধিনায়ক সন্দেশ জিঙ্গান। অন্যদিকে মুম্বইয়ের জন তোরল এবং চেন্নাইয়ানের গোলকিপার মহাম্মদ নাওয়াজও এই তালিকায় রয়েছে। গোয়ার মাথায় যুক্ত হয়েছে নতুন এক পালক। কোচ মানলো মারকুয়েজ হয়েছেন সেরা সাপ্তাহিক কোচ। তবে দুঃখের বিষয় বাংলার এক প্রধানের খেলোয়াড়দের নাম এখানে থাকলেও অন্য প্রধানের কোনো খেলোয়াড়দের নামই এই তালিকায় ছিল না। আইএসএলের লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা দলের কোনো খেলোয়াড়ই এই সপ্তাহে ভালো পারফর্মেন্স করতে পারেনি। তাদের আগামী খেলা ১লা ডিসেম্বর ঘরের মাঠে বাংলার তৃতীয় প্রধান মহামেডান এফসির বিরুদ্ধে। ইস্টবেঙ্গল তার পরবর্তী খেলা খেলবে মুম্বই সিটি এফসির সঙ্গে ৩১শে জানুয়ারি মুম্বই ফুটবল অ্যারিনাতে।

ফেরালেন অধিনায়কত্বের প্রস্তাব

দর্শকহীন মাঠে নিষ্প্রাণ প্রস্তুতিতেও প্রাণবন্ত কোহলি

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারিঃ ফিরছেন নায়ক। বারো বছর পর। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের আবহটি মোটেও নায়কোচিত নয়। ভরা এমসিজি কিংবা দর্শকদের উল্লাসধ্বনিতে সরগরম ওয়াংখেড়েতে খেলা অভ্যেস যাঁর, তিনি দিন দুই বাদে শীতের রোদ গায়ে মেখে পা রাখবেন এমন স্টেডিয়ামে, যেখানে দর্শকদের অবাধ প্রবেশাধিকার। ব্ল্যাকে কাড়াকাড়ি করে কিংবা ন্যায্যমূল্যের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটার কোনও ঝক্কি কাউকে পোহাতে হবে না। খেলতে নামবেন এমন ম্যাচ, যা তাঁর আন্তর্জাতিক রেকর্ডে কোনও বাড়তি মাইলেজই যোগ করবে না। চুম্বকে রঞ্জির ময়দানে বিরাট কোহলির কামব্যাকের বাস্তব ছবি এটাই। স্বভাবিকভাবে, এমন আপাত জৌলুসহীন ম্যাচের আবহকে নিচুতারে বেঁধেছেন বিরাট। কোনও ঘটনার ঘনঘটা চান না তিনি। ফর্ম নেই, রান নেই, 'দল থেকে বার করে দেওয়া হোক তাঁকে'-ইস্তক শুনে যেতে হচ্ছে নিত্যদিন। তাই লাল বলের ঘরোয়া ক্রিকেটকে স্রেফ গা ঘামানোর মহড়া নয়, বরং কেরিয়ারের মৃতসঞ্জীবনী হিসেবেই দেখতে চাইছেন তিনি। প্রতিদিনের প্রস্তুতিতেও সেই মানসিকতাই ধরা দিচ্ছে। কখনও মুম্বইয়ের নামগোত্রহীন নেটে ঠা-ঠা রোদে দাঁড়িয়ে সঞ্জয় বাঙ্গারের নির্দেশ পালন করে আরও নিশ্ছিদ্র করতে চাইছেন তাঁর ডিফেন্স, কখনও-বা দলের তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে মেতে উঠছেন ফুটবল খেলায়। যে দলগত সংহতির অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ভারতের ড্রেসিং রুমের অন্দরে-তার ঠিক উলটো ছবি ধরা দিল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। উজ্জ্বল আভায় চোখ-ঝলসানো তারকা নন, বরং 'রামজির ছোলে ভাটুরে'র ভক্ত, ঘরের ছেলে বিরাটই বিনা আয়াসে মিশে গেলেন আপাত নিষ্প্রাণ রঞ্জি ম্যাচের প্রস্তুতিতে! খ্যাতিমান ক্রিকেট নক্ষত্রের এহেন লো প্রোফাইল, 'মানবিক মুখ' সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে মাঠে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দিল্লি দলের ক্রিকেটাররা। আর সেই বৃত্তের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে বল দখলের চেষ্টায় আনন্দে, খুশিতে মেতে উঠছেন বিরাট। এই ছবি যে বানানো নয়, বরং আন্তরিক ও সৎ-সেকথা স্পষ্ট করে দিয়েছে দিল্লি ক্রিকেট বোর্ড। কোহলি স্বেচ্ছায় এই ট্রেনিং সেশনে নামতে চেয়ে কোচ সরণদীপ সিংকে অনুরোধ করেছিলেন বিনা প্রস্তুতিতে গা ঘামাতে ম্যাচ খেলতে চাননি-সাফ দাবি বোর্ডের এক শীর্ষ কর্তার। এমনকি খেলাটাই যে মুখ্য, অন্য কোনওভাবে লাইমলাইটে এই মুহূর্তে আসতে চাইছেন না কোহলি, তার প্রমাণ অধিনায়কত্বের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া। ঋষভ পন্থ নাম তুলে নিয়েছেন। দলের আর সবাই আনকোরা মুখ। এই পরিস্থিতিতেও ক্যাপ্টেন হতে চাননি কোহলি। বাধ্য হয়ে তরুণ ক্রিকেটার আয়ুষ বাদৌনিকে বৃহস্পতিবার দিল্লির হয়ে টস করতে দেখা যাবে মাঠে। দিল্লি ক্রিকেট বোর্ডের সেক্রেটারি অশোক শর্মা মনে করেন, অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের দলে কোহলির এমন আন্তরিকভাবে মিশে যাওয়া আখেরে দিল্লির তথা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করবে। একমাত্র নভদীপ সিং ছাড়া কেউ এর আগে কোহলির সঙ্গে না আইপিএল, না জাতীয় দল-কোনও মঞ্চেই খেলেননি। এই সুযোগ তাঁদের কেরিয়ারকে অন্য দিশা দিতে পারে। মত অশোকের। কোহলি অবশ্য এতকিছু ভাবছেন না। তাঁর পাখির চোখ লাল বলের আউট স্যুইং, নিখুঁত ফুটওয়ার্ক আর অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বলের প্রলোভন এড়ানোর অটুট সংযম। কোহলিকে পেলেও দিল্লির হয়ে এই ম্যাচে খেলতে দেখা যাবে না পন্থকে। মুম্বইয়ের হয়ে খেলবেন না রোহিত, যশস্বী জয়সওয়াল এবং শ্রেয়স আয়ারও। তাঁরা সকলেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ খেলার প্রস্তুতি নেবেন। তবে কোহলি এবং লোকেশ রাহুল রঞ্জি খেলবেন। তাঁরা আগের ম্যাচটি খেলেননি। সেই কারণেই কোহলি দিল্লির হয়ে এবং রাহুল কর্নাটকের হয়ে খেলতে নামবেন। কোহলি শেষ বার দিল্লির হয়ে খেলেছিলেন ২০১২ সালে। উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন তিনি। ইতিমধ্যেই দিল্লি দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন কোহলি। সেখানে ৪৫ মিনিট ব্যাট করতে দেখা যায় তাঁকে। পেসার এবং স্পিনার মিলিয়ে সাত জন বোলার বল করেন কোহলিকে। বাঁহাতি পেসারেরাও বল করেন তাঁকে। দলের সঙ্গে ফিল্ডিং অনুশীলনও করেন কোহলি।

'বোর্ডের চুক্তি বাঁচাতে রঞ্জি খেলছে রোহিতরা'

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারিঃ রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়ালেরা রঞ্জি ট্রফিতে খেললেও রান পাননি। রোহিত প্রথম ইনিংসে ৩ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন ২৮ রান। তাঁর ব্যাটিং দেখে হতাশ সুনীল গাভাসকর। মনে হয়েছে, বার্ষিক চুক্তি বাঁচানোর জন্য রঞ্জি খেলেছেন রোহিতেরা। তারকা ক্রিকেটারদের মানসিকতায় ক্ষুব্ধ তিনি। জম্মু-কাশ্মীরের কাছে হেরে যায় মুম্বই। সেই ম্যাচে রোহিত, যশস্বী, শ্রেয়স আয়ার, অজিঙ্ক রাহানেরা ব্যর্থ হন। একমাত্র শার্দূল পড়েছিল। তেমনটা যাতে না হয়, সেই কারণে হয়তো রোহিতেরা রঞ্জি খেলেছে। সেটা ওরা বলতে পারবে।' শার্দূলের প্রশংসা করেছেন গাভাসকর। তিনি বলেন, 'নীচের দিকে ব্যাট করতে নেমে শুধু শার্দূল ক্রিজে টিকে থাকার মানসিকতা দেখিয়েছিল। দুই ইনিংসেই মুম্বইয়ের ব্যাটারেরা লজ্জায় পড়ত, যদি শার্দূল রান না করত। শার্দূল এবং তনুষ কোটিয়ান বড় রানের জুটি গড়েছিল। ওরা দেখিয়ে দিয়েছিল কী ভাবে ওই পিচে ব্যাট করতে হয়। জম্মু-কাশ্মীর ব্যাটারেরাও সেটা দেখিয়ে দিয়েছিল।

ঠাকুর রান করেন। তিনি শতরানও করেন। গাভাসকর এক সংবাদমাধ্যমে লেখেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং কোচ বলেছিল বলে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা রঞ্জিতে খেলতে নেমেছে। ইচ্ছা না থাকলেও হয়তো খেলেছে। গত বার ঈশান কিশন এবং শ্রেয়স ঘরোয়া ক্রিকেটে না খেলায় বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ খুব সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছিল ওরা।' মুম্বইয়ের হয়ে একটি রঞ্জি ম্যাচে খেলেছেন রোহিতেরা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা ম্যাচে খেলবেন না। তাঁরা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নেবেন। যদিও বিরাট কোহলি এবং লোকেশ রাহুল রঞ্জি খেলবেন। তাঁরা গত ম্যাচটি খেলেননি।

কোচের আসনে বসার বর্ষপূর্তিতেই বেজে উঠবে বিদায়ের ঘণ্টা?

গম্ভীরের ভবিষ্যৎ ঘিরে ঘনাল জল্পনা

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারিঃ কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। না, প্রত্যাবর্তন কিংবা নতুন কোনও রেকর্ড তৈরির নয়। কাউন্টডাউন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার, পারফরম্যান্স বিশ্লেষণের হয়তো সম্ভাব্য ছাঁটাইয়েরও! ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচের কুর্সিতে বসা গৌতম গম্ভীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে এমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারও মতে তাঁর মেয়াদ আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। কেউ বলছেন তৎপরবর্তী ইংল্যান্ড সফরই হতে চলেছে গম্ভীরের চাকরি বাঁচানোর ডেডলাইন। যদিও বিশ্লেষকদের মতে, সবকিছুই নির্ভর করছে আগামি দিনে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সের উপর। এমনিতে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ এবং তারপর অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি ভারতের একদল তারকা ক্রিকেটারের ফুটিফাটা ফর্মকে বে-আব্রু করেছে। ড্রেসিং রুমে দলগত সংহতির অভাব, কোচ-অধিনায়ক সংঘাত বিতর্ককে আরও উস্কেছে। এই আবহে আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিই কি হতে চলেছে কোচ গম্ভীরের অন্তিম লিটমাস টেস্ট? প্রাক্তন ওপেনার আকাশ চোপড়ার মতে, এই টুর্নামেন্টে রোহিতরা ধরাশায়ী হলে চাপ বাড়বে, আসন টলমল করবে ঠিকই। কিন্তু গৌতম উৎখাত হবেন, যদি ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে বিরাটরা ল্যাজেগোবরে হয়ে আসেন। অকাশ বলেছেন, ''আমার মতে ইংল্যান্ড সিরিজই চূড়ান্ত। তার আগে বোর্ড কোনও পদক্ষেপ নেবে না। ওই সিরিজ শেষে গৌতম গম্ভীরের কোচ হিসেবে এক বছরের মেয়াদ পূর্ণ হবে। এক বছর পালাবদল ঘটানোর জন্য যথেষ্ট সময়। তাই তখন তিনি কী কী বদল আনলেন, দলের কোন কোন খেলোয়াড়কে নতুন করে তৈরি করলেন, কাদের উন্নতি হল এই নিয়ে একটা পর্যালোচনা করা উচিত। আর সেটা হবেও।'' আকাশের ভবিষ্যবাণী-চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং তারপর ইংল্যান্ড সফর-দুটো প্রতিযোগিতাতেই যদি ভারত পরাস্ত হয়, তাহলে গৌতমের বিদায়ঘণ্টা নিশ্চিতভাবে বেজে উঠবে।

রদবদল ভারতীয় ফুটবলে, কেরালার ঘরের ছেলে বিজয় ইন্টার কাশীতে

বারাণসী, ২৮ জানুয়ারিঃ ভারতীয় ফুটবলের নতুন সংযোজন, ইন্টার কাশীতে নাম লেখালেন কেরালার ঘরের ছেলে। নতুন দল হিসেবে মাঠে নিজেদের শক্তিশালী স্কোয়াড গড়ে তুলতে শুরু করেছে কাশী। তাদের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা বেশ কিছু হাইপ্রোফাইল ফুটবলারকে দলে টেনেছে। এবার ইন্টার কাশীর নতুন স্কোয়াডে যুক্ত হলেন কেরালা ব্লাস্টার্সের দীর্ঘদিনের সদস্য বিজয় ভার্ঘীস। ইন্টার কাশী যাত্রা শুরু হয়েছিল গত মরসুমে, যখন তারা একে একে বেশ কিছু দক্ষ খেলোয়াড়কে দলে টেনে নিয়েছিল। ক্লাবটি অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের সাহায্যে দ্রুত এক শক্তিশালী দল গড়ে তুলতে শুরু করে। দলটি টিম বিল্ডিং প্রক্রিয়ায় বিদেশি এবং অভিজ্ঞ ভারতীয় খেলোয়াড়দের একত্রিত করেছে, যাতে তারা শীঘ্রই ভারতীয় ফুটবলে এক শক্তিশালী অবস্থান নিতে পারে। লে তারকা খেলোয়াড়দের উপস্থিতি তা ইতিমধ্যেই ভারতের ফুটবল দৃশ্যে বেশ আলোচনা সৃষ্টি করেছে। বিজয় ভার্ঘীস কেরালা ব্লাস্টার্সের জন্য এক অতি পরিচিত নাম। দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণের এই ফুটবলার ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২৩ বছর বয়সী বিজয় কেরালা ব্লাস্টার্সের রিজার্ভ দলের মাধ্যমে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। তারপর, তার পারফরম্যান্সের কারণে তিনি সিনিয়র দলের জন্য স্থায়ী জায়গা পেয়েছিলেন। ২০২১ মরসুমে কেরালা ব্লাস্টার্স ইন্ডিয়ান সুপার লিগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিল, বিজয়ও সেই দলের অংশ ছিলেন। বিজয় ভার্ঘীসের খেলার ধরণ ছিল বেশ দৃঢ় এবং আক্রমণাত্মক, বিশেষ করে রক্ষণভাগে সেন্টার ব্যাক পজিশনে তিনি ছিলেন ক্লাবের জন্য অপরিহার্য। তার উচ্চতা ছিল ৬ ফুট, যা তাকে প্রতিপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহত করতে সাহায্য করত। এছাড়াও, তার পাসিং এবং বেলন্সের দক্ষতা তাকে কেরালা ব্লাস্টার্সের রক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সহায়ক ছিল। সম্প্রতি, কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে বিজয় ভার্ঘীস ইন্টার কাশীতে যোগ দিয়েছেন এক চিরস্থায়ী চুক্তিতে। গত কিছু মরসুম ধরে তিনি কেরালা ব্লাস্টার্সের সিনিয়র দলের সদস্য ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে, বিজয় তার ক্যারিয়ারের নতুন দিক খুঁজতে ইন্টার কাশীর শিবিরে যোগ দিয়েছেন।

ক্লাবের পক্ষ থেকে বিজয়কে নতুন যাত্রার জন্য শুভকামনা জানানো হয়েছে। ইন্টার কাশী যারা বর্তমানে ভারতের প্রথম সারির ফুটবল লিগে নিজেদের পা রাখার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাদের স্কোয়াডে বিজয়ের যোগদান তাদের আরও শক্তিশালী এবং ভারী করেছে। ইন্টার কাশীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকেই আশাবাদী। দলের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের উপস্থিতি তাদের আই লিগে বড় এক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। বিজয় ভার্ঘীসের মতো একজন দক্ষ ডিফেন্ডারের সংযোজন দলের রক্ষণভাগকে আরও দৃঢ় করবে, যা তাদের প্রতিপক্ষদের জন্য বড় এক চ্যালেঞ্জ হবে। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইন্টার কাশির এই শক্তিশালী দল গঠন আসন্ন মরসুমে। তাদেরকে এক প্রতিযোগিতামূলক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তাদের স্কোয়াডে বিজয়ের মতো তারকা খেলোয়াড়দের উপস্থিতি শুধুমাত্র দলের মানই বাড়াবে না, বরং দলের আত্মবিশ্বাসকেও অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবে। তাই বিজয় ভার্ঘীসের কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে ইন্টার কাশিতে যোগদান শুধুমাত্র তার জন্য এক নতুন পদক্ষেপ নয়, বরং ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় ঘটনা।

বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ইতিহাসের পাতায় তৃষা

কুয়ালা লামপুর, ২৮ জানুয়ারিঃ মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি-২০ বিশ্বকাপে দুরন্ত ছন্দে তৃষা গোঙ্গারি। ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছেন ভারতীয় ওপেনার। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন তৃষা। অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপে এই কীর্তি আর কেউ গড়েননি। টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের টিকিট ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের টিম। যদি ভারতীয় দল শীর্ষে থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করতে পারে, তা হলে পাবে একটা অ্যাডভান্টেজ। সেমিতে সেক্ষেত্রে চার নম্বরে শেষ করা টিমের মুখোমুখি হতে পারে টিম ইন্ডিয়া। এই নিয়ে কেরিয়ারের দ্বিতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ টি-২০ বিশ্বকাপ খেলছেন তৃষা গোঙ্গারি। অনূর্ধ্ব-১৯ টি-২০ বিশ্বকাপের গত সংস্করণে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু তৃষার ঝুলি সেই অর্থে শূন্যই ছিল। এ বছর তিনি ইতিমধ্যেই ২টো প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ জিতেছেন। আর এ বার স্কটিশদের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে ইতিহাসের পাতায় নাম তুলে ফেলেছেন। ১৯ বছর ৪৪ দিন বয়সে আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি করেছেন তৃষা। তিনি ৫৩ বলে তিন অঙ্কের রান পূর্ণ করেন। এ বারের মেয়েদের বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃষার ব্যাট চলেনি। সেই ম্যাচে তিনি করেছিলেন ৪ রান। এ ছাড়া মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি করেন ২৭ নট আউট। এরপর শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যথাক্রমে তিনি করেন ৪৯ ও ৪০ রান। আর আজ, স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি ৫৯ বলে ১১০ রানের অপরাজিত ইনিংস উপহার দেন। তাঁর ইনিংস সাজানো ছিল ১৩টি চার ও ৪টি ছয়ে। স্ট্রাইকরেট ১৮৬.৪৪। কুয়ালা লামপুরে হওয়া অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের এশিয়া কাপে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ভারতীয় ব্যাটার হয়েছিলেন তৃষা। সেখানে তিনি ৫ ম্যাচে ১৫৯ রান করেছিলেন। গড় ৫৩, স্ট্রাইক রেট ১২০.৪৫। উল্লেখ্য, চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপে তৃষাই এখনও অবধি সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ভারতীয় ব্যাটার। স্কটিশদের ২০৯ রানের টার্গেট দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। সেখানে ৫৮ রানে গুটিয়ে যায় স্কটল্যান্ড। ১৫০ রানে জয় ভারতের। ৪টি উইকেট নেন আয়ুষি শুক্লা, ৩টি করে উইকেট নেন বৈষ্ণবী শর্মা ও তৃষা। স্কটিশদের বিরুদ্ধে এক কথায় ব্যাটে-বলে সুপারহিট তৃষা।

রিজভির বিধ্বংসী ইনিংস, ৩৭ দিনের মাথায় তৃতীয় ডাবল সেঞ্চুরি!

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারিঃ মাত্র ৩৭ দিনের ব্যবধান। আরও একটা ডাবল সেঞ্চুরি উত্তর প্রদেশের তরুণ ব্যাটার সমীর রিজভির। আইপিএলে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে চেন্নাই সুপার কিংসে খেলেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চর্চা। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের জন্যই পরিচিত সমীর রিজভি। সর্বভারতীয় স্তরে আরও একবার ঝড় তুললেন এই তরুণ ব্যাটার। ওর ব্যাটিংকে যেন কোনও বিশেষণ দিয়েই বোঝানো যায় না। অনূর্ধ্ব ২৩ কর্নেল সিকে নাইডু ট্রফিতে গুজরাটের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি। কতটা বিধ্বংসী? সব মিলিয়ে ১৫৯টি ডেলিভারি সামলেছেন, এর মধ্যে ৬১টি ডট বল। কেমন ছিল তাঁর ইনিংস? উত্তর প্রদেশের এই তরুণ বাঁ হাতি ব্যাটার শেষ অবধি ১৫৯ বলে ২৬২ রান করেন। ইনিংসে রয়েছে ২০টি ছয়! স্ট্রাইক রেট ১৬৪.৭৮। এ ছাড়া ২০টি ছক্কার পাশাপাশি ২১টি বাউন্ডারিও মেরেছেন সমীর রিজভি। সতীর্থ আর এক তরুণ বিধ্বংসী ব্যাটার স্বস্তিক চিকারাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয় উইকেটে ৩৮১ রানের পার্টনারশিপ গড়েছেন।

ক্যারিয়ারের শেষ সময়ে পেলের ক্লাব সান্তোসে নাম লেখালেন নেইমার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিশ্ব ফুটবলে অন্যতম তারকা নেইমার জুনিয়র। যিনি একসময় ব্রাজিলের ফুটবল জগতের তারকা হয়ে উঠেছিলেন, বর্তমানে তিনি ক্যারিয়ারের এক নতুন অধ্যায়ে পা রাখতে চলেছেন। ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর, চোটের কারণে খুব বেশি খেলার সুযোগ পাননি ব্রাজিলিয়ান এই তারকা। ১৮ মাস পর আল হিলালের সঙ্গে তাঁর চুক্তি শেষ হয়েছে। তারপরই নেইমার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ক্যারিয়ারের শেষ সময়ে ফিরবেন নিজের ছোটবেলার ক্লাব সান্তোসে। কারণ ২০২৬ বিশ্বকাপেই শেষ বারের মত খেলতে নামবে বলে আগেই জানিয়েছিলেন তিনি। নেইমারের আল হিলাল ছেড়ে যাওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তাঁর বারবার চোট পাওয়া। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার ম্যাচে এসিএল ইনজুরিতে আক্রান্ত হন তিনি। যা তাকে প্রায় এক বছর মাঠের বাইরে থাকতে বাধ্য করেছিল। পরবর্তী সময়ে কিছু ম্যাচ খেললেও, শরীরের নানা সমস্যা তাঁকে পুনরায় চোটে ফেলে এবং চূড়ান্তভাবে তিনি আল হিলালের জার্সি ছেড়ে সান্তোসে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। নেইমারের ১৮ মাসের সৌদি যাত্রা ছিল চ্যালেঞ্জের। আল হিলালে যোগ দেয়ার সময়ই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নতুন এক অধ্যায়ের শুরু, তবে বারবার চোটের কারণে সে সম্ভাবনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। সান্তোসে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ সময়ে নতুন আশা জাগিয়েছে। সান্তোসে ফিরে তিনি নিজের ফর্ম পুনরুদ্ধার করতে চান, এমনকি সেখানেও তিনি কম বেতনে খেলবেন বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানা গিয়েছে। ক্লাবটি সম্প্রতি ব্রাজিলের শীর্ষ ডিভিশনে উঠে

এসেছে, যা নেইমারের জন্য এক নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। নেইমারের পেশাদারি ফুটবল ক্যারিয়ারের শুরু হয়েছিল সান্তোসে। মাত্র ৭ বছর বয়সে তিনি এই ক্লাবের যুব দল থেকে ফুটবল খেলতে শুরু করেন এবং ২০১০ সালে সান্তোসের হয়ে পেশাদারি ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু করেন। ২০১৩ সালে বার্সেলোনায় যোগ দেয়ার আগে সান্তোসের হয়ে ২২৫ ম্যাচে ১৩৬ গোল এবং ৬৪ অ্যাসিস্ট করেছিলেন তিনি। তাঁর এই পারফরম্যান্সই তাঁকে বিশ্বের শীর্ষ ফুটবল তারকাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বর্তমানে সান্তোসে নেইমারের জন্য অপেক্ষা করছে নতুন এক সুযোগ। বর্তমনে ক্লাবের সর্বোচ্চ বেতনভুক্ত খেলোয়াড়ের সাপ্তাহিক আয় প্রায় ২৪ হাজার ইউরো, যা নেইমারের দৈনিক আয় থেকেও অনেক কম। তবে এসব বিষয় মোটেও তাঁর সিদ্ধান্তে কোনো প্রভাব ফেলেনি। নেইমারের জন্য এটা ছিল তাঁর ক্যারিয়ার বাঁচানোর এবং নতুন করে ফর্মে ফিরে আসার এক বিশাল সুযোগ। নেইমার জানিয়েছেন, তাঁর লক্ষ্য এখন ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ। তিনি বলেন, ''এটি হবে আমার শেষ বিশ্বকাপ, আমার শেষ সুযোগ। আমি সবকিছু করব, যাতে সেখানে খেলতে পারি।'' ব্রাজিলের হয়ে ১২৭ ম্যাচে ৭৯ গোল করা নেইমার বিশ্ব ফুটবলে এক অনন্য অবস্থানে রয়েছেন। সান্তোসে ফিরে তিনি নিজের ফর্ম পুনরুদ্ধার করতে চান এবং শারীরিকভাবে আরও প্রস্তুত হয়ে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি নিতে চান। এই পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনারও শিকার হতে হয়েছে নেইমারকে। অনেকেই পিএসজিতে যোগ দেয়ার পর তাঁর ক্যারিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বিশেষত, প্যারিস ছাড়ার পর সৌদি ক্লাবে যোগ দেয়ার বিষয়টি নিয়েও বিতর্ক ছিল। তবে এসব সমালোচনা গুরুত্ব না দিয়েই নেইমার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিজের ক্যারিয়ারের শেষে তিনি খেলবেন সেই ক্লাবে, যেখানে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। যদিও নেইমার সান্তোসে ফিরে গেছেন। ইউরোপিয়ান ফুটবল কি তার কাছে পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে, তা সময়ই বলবে। তাঁর বয়স ৩২ বছর, এবং ক্যারিয়ারের শেষের দিকে এসে তিনি নতুন চ্যালেঞ্জে নিজেকে প্রমাণ করতে চান। সান্তোসে খেলার মাধ্যমে তিনি নিজের ফর্ম ফিরে পেতে এবং ক্যারিয়ারকে এক সম্মানজনক পরিণতি দিতে চান। বিশ্ব ফুটবলকে তিনি যে বড়সড় অবদান রেখেছেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বার্সেলোনা, পিএসজি, এবং ব্রাজিলের হয়ে অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরির পর, এখন তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ লগ্নে সান্তোসে ফিরতে চলেছেন এই ফুটবল তারকা। এখন সবার নজর সান্তোসে নেইমারের খেলা দেখার দিকে। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে মাঠে নামার সম্ভাবনা থাকলেও, এর আগেই তাঁর ফিরে আসা নিয়ে ফুটবল বিশ্বে নতুন আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com